দ্বিতীয় পারা

টীকা-২৫৫. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা মো'আয্যমাকে ক্বিবলা করা হলো,তখন এর উপর তারা সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো। কেননা, এটা তাদের অপছন্দনীয় ছিলো এবং তারা 'রহিতকরণ'-এ বিশ্বাসী ছিলো না।

এক অভিমতানুসারে, এ আয়াত শরীফ মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে এবং অপর এক অভিমত অনুসারে, মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। আর এটাও হতে পারে যে, তা দ্বারা কাফিরদের এ সমস্ত দলের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তিরস্কার ও সমালোচনায় সবাই শরীক ছিলো।

অত্র কাফিরদের সমালোচনার পূর্বে ক্বোরআন পাকে এর সংবাদ দেয়া অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

(আয়াতে) সমালোচনাকারীদেরকে এ জন্যই নির্বোধ বলা হয়েছে যে, তারা নিতান্ত সুস্পষ্ট কথার উপর আপত্তি করেছে; অথচ পূর্ববর্তী নবীগণ শেষ নবীর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে তাঁর উপাধি 'যুল ক্বিবলাতাঈন' (দু' ক্বিবলার অধিকারী) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর ক্বিবলা পরিবর্তন একথারই বাস্তব প্রমাণ যে, তিনি হচ্ছেন সেই মহা-মর্যাদাবান নবী, যাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ সংবাদ দিয়ে এসেছেন। এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন থেকে উপকার গ্রহণ না করা, বরং আপত্তিকারী হওয়া পূর্ণ নির্বুদ্ধিতারই প্রমাণ।

টীকা-২৫৬. 'ক্বিবলা' সেই দিককে বলা হয়, যার প্রতি মুখ করে মানুষ নামায আদায় করে। এখানে 'ক্বিবলা' দ্বারা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৫৭. তাঁরই ইখতিয়ার হচ্ছে- যে দিককেই ইচ্ছা ক্বিবলা করবেন। অন্য কারো আপত্তি করার কি অবকাশ আছে? বান্দার কাজ হচ্ছে- আনুগত্য করা।

রুকূ' - সতের

১৪২. এখন বলবে (২৫৫) নির্বোধ লোকেরা, 'কে ফিরিয়ে দিলো মুসলমানদেরকে তাদের সেই ক্বিবলা থেকে, যার উপর (তারা) ছিলো (২৫৬)?' আপনি বলে দিন, 'পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহরই (২৫৭)। তিনি যাকে চান সোজা পথে পরিচালিত করেন।'

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. এবং কথা হলো এরূপই যে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও (২৫৮)।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

টীকা-২৫৮. ইহ ও পরকালে।

মাস্আলাঃ পৃথিবীতে তো এই যে, মুসলমানদের সাক্ষ্য মু'মিন ও কাফির সবারই বেলায় শরীয়ত মোতাবেক গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কাফিরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের বেলায় নির্ভরযোগ্য নয়।

মাস্আলাঃ এ থেকে এটাও প্রতিভাত হয় যে, এ উম্মতগণের 'ঐকমত্য' (اجماع) অনিবার্যরূপে গ্রহণযোগ্য দলীল।

মাস্আলাঃ মৃতদের বেলায়ও এ উম্মতের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। রহমত ও আযাবের ফিরিশতাগণ তদনুযায়ী কাজ করে থাকেন। সেহাহ্‌র হাদীসে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখ দিয়ে একটা জানাযা অতিক্রম করলো। সাহাবা কেরাম মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "অনিবার্য হয়েছে।" অতঃপর অন্য একটা জানাযা অতিক্রম করলো। সাহাবা কেরাম (মৃত ব্যক্তিটির) দোষ-ত্রুটির কথা আলোচনা করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "অবধারিত হয়েছে।" হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরয করলেন, "হুযূর! কি জিনিষ অবধারিত হয়েছে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "প্রথম মৃতের তোমরা প্রশংসা করেছো। তার জন্য বেহেশ্‌ত অনিবার্য হয়েছে। অপর মৃতজনের তোমরা দোষ-ত্রুটি আলোচনা করেছো। তার জন্য দোযখ অবধারিত হয়েছে। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।" অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন।

মাস্আলাঃ এসব সাক্ষ্য প্রদান উম্মতের মধ্যে সৎ ব্যক্তিবর্গ ও সত্যবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এসব সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবার জন্য রসনার সংযম পূর্বশর্ত। যারা রসনাকে সংযত করেনা, বরং অনর্থক ও শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা তাদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে এবং অন্যায়ভাবে অভিশম্পাত করে থাকে, সেহাহ্‌র হাদীস শরীফে বর্ণিত, রোজ ক্বিয়ামতে তারা না সুপারিশকারী হবে, না সাক্ষী।

এ উম্মতের একটা সাক্ষ্য এটাও যে, পরকালে যখন পূর্ব ও পরবর্তী সবাই একত্রিত হবে এবং কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, "তোমাদের নিকট কি আমার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও বিধি-নিষেধ পৌঁছানোর জন্য কেউ আসেননি?" তখন তারা তা অস্বীকার করবে এবং বলবে, "না, কেউ যায়নি।" সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাঁরা আরয করবেন, "এরা মিথ্যুক। আমরা তাদের নিকট আপনার বিধি-নিষেধ পৌঁছিয়ে দিয়েছি।" এর উপর তাঁদের (নবীগণ) নিকট থেকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকরণের নিমিত্ত দলীল তলব করা হবে। তাঁরা আরয করবেন, "উম্মতে মুহাম্মদী-ই আমাদের সাক্ষী।" তখন এ উম্মতই নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, ঐসব সত্তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন। তখন পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরগণ বলবে, "এরা কি করে জানে? তারা তো আমাদের পরে পৃথিবীতে এসেছে।" জিজ্ঞাসা করা হবে- তোমরা কি করে জানতে পারলে? তারা আরয করবে, "হে প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি আপনার রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছেন, ক্বোরআন পাক নাযিল করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি যে, সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) ধর্ম প্রচারের গুরুদায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন।" অতঃপর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উম্মতগণের এ সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হুযূর আক্বদাস (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের সত্যায়ন করবেন।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, পরিচিত বস্তু সম্পর্কে পরস্পর পরস্পর থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে দেয় সাক্ষ্য ওগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যেসব বিষয়াদি সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান শুনেই অর্জিত হয় তার উপর সাক্ষ্য দেয়া যায়।

টীকা-২৫৯. উম্মতগণের তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অবহিত করণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থাদি এবং নবীগণের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, নবূয়তের জ্যোতি দ্বারা প্রত্যেকের অবস্থা, তার ঈমানের হা'ক্বীকৃত, সৎ কিংবা অসৎ কর্মসমূহ এবং নিষ্ঠা ও কপটতা- সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।

মাসআলাঃ এ জন্যই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষ্য পৃথিবীতে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী উম্মতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন যুগের উপস্থিতদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, যেমন- সাহাবা, স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণ ও আহলে বায়তের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যাবলী অথবা অনুপস্থিতগণ ও পরবর্তীদের সম্পর্কে, যেমন- হযরত ওয়াইস ও ইমাম মাহ্‌দী প্রমুখ সম্পর্কে; এসব কিছুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী (২৫৯); এবং হে মাহবূব! আপনি ইতিপূর্বে যেই ক্বিবলার উপর ছিলেন, আমি সেটাকে এজন্যই নির্দ্ধারণ করেছিলাম যেন দেখি- কে রসূলের অনুসরণ করছে আর কে উল্টো পায়ে ফিরে যাচ্ছে (২৬০)। এবং নিশ্চয় এটা ভারী (কঠিন), কিন্তু তাদের উপর (ভারী ছিলোনা) যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়ত প্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ্‌র জন্য এটা শোভা পায় না যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করবেন (২৬১)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু।

১৪৪. আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো (২৬২)। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই ক্বিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এখনই আপন মুখ ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে; এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেটার দিকে ফিরাও (২৬৩)।

মাস্‌আলাঃ প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মতের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়, যাতে ক্বিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেহেতু, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য 'ব্যাপক' (عام) হবে, সেহেতু হুযূর সমস্ত উম্মতের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত আছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এখানে شَهِيْدً (সাক্ষী) 'অবহিত' (مطلع) অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা, 'শাহাদত' (شهادت) শব্দটা 'জ্ঞান' ও 'অবগতি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ

(অর্থাৎ- আল্লাহ্‌ প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, অবহিত।)

টীকা-২৬০. বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কা'বার দিকে নামায পড়তেন। হিজরতের পর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সতের মাসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেদিকে নামায আদায় করেন। পরে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ ক্বিবলা পরিবর্তনের একটা হিকমত এরূপ এরশাদ হয়েছে যে, এতে কাফির ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য ও বাছাই হয়ে যাবে। সুতরাং তাই হয়েছে।

টীকা-২৬১. শানে নুযূলঃ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার সময়-কালে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ক্বিবলা পরিবর্তনের পর তাঁদের নামাযের হুকুম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর (তাঁদেরকে) শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের নামাযগুলো বিফল হয়নি। সেগুলোর উপর সাওয়াব পাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 'নামায'কে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, নামায আদায় করা, বিশেষতঃ জমা'আত সহকারে পড়া ঈমানেরই প্রমাণ।

টীকা-২৬২. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কা'বা মু'আয্‌যমাকেই ক্বিবলা করা আন্তরিকভাবে কাম্য ছিলো। আর হুযূর এ আশায়ই আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নামাযের মধ্যেই কা'বা শরীফের দিকে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে মুসলমানগণও সেদিকে মুখ ফিরালেন।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি গ্রহণযোগ্য এবং তাঁরই খাতিরে কা'বাকে ক্বিবলা করা হয়েছে।

টীকা-২৬৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযের মধ্যে ক্বিবলার দিকে মুখ করা 'ফরয'।

টীকা-২৬৪. কেননা,তাদের কিতাবসমূহে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর পরম্পরায় এ কথারও উল্লেখ ছিলো যে, তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ফিরবেন। আর তাদের নবীগণ সুসংবাদসমূহের সাথে সাথে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর এ নিদর্শনও বর্ণনা করেছিলেন যে, তিনি 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ও 'কা'বা'-উভয় ক্বিবলার দিকেই নামায পড়বেন।

টীকা-২৬৫. কেননা, নিদর্শন তারই জন্য উপকারী হতে পারে, যে কোন সন্দেহের কারণে অস্বীকারকারী হয়। এরাতো হিংসা ও গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করছে। এ থেকে তাদের কি উপকার হবে?

টীকা-২৬৬. অর্থ হচ্ছে- এ ক্বিবলা 'মানসূখ' (রহিত) হবে না। কাজেই, কিতাবীদের এ আকাংখা না রাখা চাই যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্যে কারো ক্বিবলার দিকে ফিরবেন।

আর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা নিশ্চয় জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (২৬৪) এবং আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।

১৪৫. এবং যদি আপনি সেই কিতাবীদের নিকট সমস্ত নিদর্শন নিয়ে আসেন, (তবুও) তারা আপনার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না (২৬৫) এবং না আপনি তাদের ক্বিবলার অনুসরণ করবেন- (২৬৬) এবং তারা পরস্পরের মধ্যেও একে অপরের ক্বিবলার অনুসারী নয় (২৬৭); এবং (ওহে শ্রোতা! যেই হওনা কেন,) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর উপর চলো, এর পরে যে, তোমার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তখন তুমি অবশ্যই যালিম হবে।

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি (২৬৮) তারা এ নবীকে এমনিভাবে চিনে যেমন মানুষ তার পুত্র-সন্তানদের চিনে (২৬৯) এবং নিশ্চয়ই তাদের একটা দল জেনে বুঝে সত্য গোপন করে (২৭০)।

১৪৭. (হে শ্রোতা!) এটা সত্য তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে (অথবা সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আসে)। সুতরাং হুশিয়ার! তুমি সন্দেহ করোনা।

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ۝
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

টীকা-২৬৭. প্রত্যেকের ক্বিবলা পৃথক। ইহুদীরাতো 'সাখরা-ই-বায়তুল মুক্বাদ্দাস'কে তাদের ক্বিবলা সাব্যস্ত করে থাকে এবং খৃষ্টানরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ঐ পূর্ব পার্শ্বস্থ স্থানকে ক্বিবলা সাব্যস্ত করে, যেখানে হযরত মসীহ (ঈসা আলায়হিস্ সালাম)-এর পবিত্র 'রূহ' ফুৎকার সম্পন্ন হয়েছিলো। (ফাত্হ)

টীকা-২৬৮. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আলেমগণ।

টীকা-২৬৯. অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে শেষ যমানার নবী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী এমনি বিশদরূপে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেগুলোর মাধ্যমে কিতাবী আলেমগণের মনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শেষ নবী হবার সম্পর্কে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। আর তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই সর্বোন্নত পদমর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণতম ধারণা সহকারে অবহিত ছিলো। ইহুদী সম্প্রদায়ের দক্ষ আলেমদের (আহ্বার) মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তখন হযরত ওমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- يَعْرِفُونَهُ (ইয়া'রিফূনাহু) আল-আয়াতের মধ্যে যে পরিচিতির কথা এরশাদ করা হয়েছে, তার প্রকৃতি কি? তিনি জবাবে বললেন, "হে ওমর! আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই নিঃসন্দেহে চিনতে পেরেছি এবং আমার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারা আমার সন্তান-সন্ততিদের চেনার চাইতে বহুগুণ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।" হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "তা কিভাবে?" তিনি বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁরই প্রেরিত রসূল। তাঁর গুণাবলী আল্লাহ তা'আলা আমাদের কিতাব তাওরীতে বর্ণনা করেছেন। সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে এমনি 'ইয়াক্বীন' (নিশ্চয়তা) কিভাবে হতে পারে? স্ত্রীলোকদের অবস্থা এমনি অকাট্যভাবে কিরূপে জানা যেতে পারে?" (এ জবাব শুনে) হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর কপালে চুম্বন দিলেন।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'যৌন-কামনা'-এর ক্ষেত্র ছাড়া ধর্মীয় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে কপাল চুম্বন করা জায়েয।

টীকা-২৭০. অর্থাৎ তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোকে কিতাবী আলেমদের একটা দল হিংসা ও গোঁড়ামী বশতঃ জেনেশুনে গোপন করে।

মাস্আলাঃ সত্য গোপন করা অবাধ্যতা ও গুনাহর শামিল।

টীকা-২৭১. ক্বিয়ামতের দিন সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেবেন।

টীকা-২৭২. অর্থাৎ, চাই তোমরা যে কোন শহর থেকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হও, নামাযে কিন্তু নিজেদের মুখ 'মসজিদে হারাম' (কা'বা)-এর দিকে ফিরাও।

টীকা-২৭৩. এবং কাফিরগণ সমালোচনা করার সুযোগ না পায় যে, তাঁরা ক্বোরাঈশ গোত্রীয়দের বিরোধিতা করতে গিয়ে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর ক্বিবলাকেও ছেড়ে দিয়েছে; অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হলেন তাঁদেরই বংশধর এবং তাঁদের মহত্ব ও মহা মর্যাদার কথা স্বীকারও করে থাকেন।

টীকা-২৭৪. এবং গোঁড়ামীর ভিত্তিতে অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করে।

টীকা-২৭৫. অর্থাৎ সৈয়্যদে আলম মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-২৭৬. শির্ক ও গুনাহর অপবিত্রতা থেকে।

টীকা-২৭৭. 'হিকমত' (পরিপক্ক জ্ঞান) দ্বারা মুফাসসিরগণ 'ফিক্বহ শাস্ত্রের জ্ঞান' বুঝিয়েছেন।

টীকা-২৭৮. **'যিক্‌র'** তিন প্রকারের হয়ে থাকেঃ ১) মৌখিক (لسانى), ২) আন্তরিক (قلبى) এবং ৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে (بالجوارح)।

মৌখিক যিক্‌র হচ্ছে- তাস্‌বীহ, তাক্বদীস (আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা জ্ঞাপক যিক্‌র) এবং হামদ ও প্রশংসা ইত্যাদি বর্ণনা করা। খোতবা, তাওবা, ইস্‌তিগফার ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত।

আন্তরিক যিক্‌র হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করা, তাঁর মহত্ব, সর্বোন্নত মর্যাদা এবং তাঁরই কুদরতের প্রমাণাদির উপর চিন্তা-ভাবনা করা। আলেমগণের (ফক্বীহ্‌গণ) মাস্‌আলা বা কোন বিষয়ের সমাধান বের করার জন্য গবেষণা করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে যিক্‌র হচ্ছে- অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া। যেমন হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সফর করা। এটা এ প্রকারের যিক্‌রের শামিল।

নামায উক্ত তিন প্রকারের যিক্‌রকেই শামিল করে। তাসবীহ, তাকবীর, সানা ও ক্বিরআত ইত্যাদি তো মৌখিক যিক্‌র এবং অন্তরের নম্রতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা (ইখলাস) অন্তরের যিক্‌র। আর ক্বিয়াম, রুকূ' ও সাজদাহ্ ইত্যাদি হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যিক্‌র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "তোমরা আনুগত্য সহকারে আমাকে স্মরণ করো,

রুকূ' - আঠার

১৪৮. প্রত্যেকের জন্য মুখ করার একটা দিক রয়েছে যে, সেদিকেই সে মুখ করে। সুতরাং এটা চাও যে, সৎ কার্যাবলীতে অন্যান্যদের থেকে অগ্রে চলে যাবে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করে আনবেন-(২৭১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান, করেন।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. এবং যেখান থেকেই আসো (২৭২) আপন মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও এবং তা নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۖ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. এবং হে মাহবূব! আপনি যেখান থেকেই আসুন না কেন আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরান। এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানে থাকো না কেন, আপন মুখ সেটারই দিকে করো, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোন বিতর্ক না থাকে (২৭৩); কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অবিচার করে (২৭৪), তবে তাদেরকে ভয় করোনা এবং আমাকেই ভয় করো। আর এটা এ জন্যই যে, আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদের উপর পূর্ণ করবো এবং কোন প্রকারে তোমরা সঠিক পথের দিশা পাবে।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি একজন রসূল তোমাদের মধ্য থেকে (২৭৫), যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন (২৭৬) এবং কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন (২৭৭)। আর তোমাদের সেই শিক্ষা দান করেন, যার জ্ঞান তোমাদের ছিলোনা।

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২. সুতরাং (তোমরা) আমার স্মরণ করো, আমিও তোমাদের চর্চা করবো (২৭৮) আর আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার কৃতঘ্ন হয়োনা।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾ ع

আমি তোমাদেরকে আমার সাহায্য সহকারে স্মরণ করবো।" বোখারী ও মুসলিম (সহীহাঈন)-এর হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "যদি বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অনুরূপভাবে স্মরণ করি, আর যদি সে আমাকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম জমা'আতের মধ্যে স্মরণ করি।"

ক্বোরআন ও হাদীসে যিক্রের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়। আর এটা (যিক্র) সব ধরণের যিক্রকে শামিল করে- সরবে যিক্রকেও নীরবে যিক্রকেও।

টীকা-২৭৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখন কোন কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাযির হতো,তখন তিনি নামাযে মশগুল হতেন। আর নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে 'ইস্তিসক্বা'র নামায' (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) ও 'সালাতে হাজত' (প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রার্থনার নামায)-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-২৮০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। লোকজন শহীদদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো- 'অমুকের ইন্তিকাল হয়েছে, সে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৮১. মৃত্যুর পরপরই আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদেরকে জীবন দান করেন। তাঁদের রূহগুলোর প্রতি রিয্ক্ব পেশ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন শান্তি প্রদান করা হয়। তাঁদের 'আমল' চালু থাকে। ফলে, তাঁদের সাওয়াব ও প্রতিদান বাড়তেই থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শহীদদের রূহগুলো সবুজ পাখীর গড়নের মধ্যে জান্নাতে ভ্রমণ করে থাকে এবং সেখানকার ফল ও নি'মাতসমূহ আহার করে থাকে।

মাসআলাঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাগণ তাঁদের কবরে বেহেশ্তী নি'মাতসমূহ পেয়ে থাকেন।

'**শহীদ**' সেই মুসলমানকে বলে, যার উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় এবং ধারাল অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয়। আর তাকে হত্যা করার কারণে হন্তাকে কোন জরিমানা পরিশোধ করতে হয়নি; কিংবা তাকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত অথবা জখমপ্রাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিন্তু সে আর কোন প্রকার আরাম পায়নি (সুস্থ হয়নি, পরে মারা গেছে)।

পৃথিবীতে এ ধরনের শহীদের বেলায় শরীয়তের বিধান হলো- না তাঁকে গোসল দিতে হয়, না কাফন; (বরং) তাঁর আপন পোষাকেই (নিহত হবার সময় যা তাঁর পরনে ছিলো) রাখা হবে। এমতাবস্থায়ই তাঁর জন্য (জানাযার) নামায পড়া হবে। এমতাবস্থাতেই তাঁকে দাফন করা হবে।

রুকূ' - উনিশ

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও (২৭৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।

১৫৪. এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা (২৮০); তারা জীবিত; হাঁ, তোমাদের খবর নেই (২৮১)।

১৫৫. এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা (২৮২) এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা (২৮৩)। এবং সুসংবাদ শুনান ঐসব সবরকারীদেরকে;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

পরকালে শহীদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। এমনও কিছু শহীদ আছেন, যাঁদের বেলায় দুনিয়ার এসব বিধানতো জারী হয়নি; কিন্তু আখিরাতে তাঁদের জন্য শহীদের মর্যাদা রয়েছে। যেমন-যে পানিতে ডুবে কিংবা দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে; বিদ্যার্জন ও হজ্জের সফরে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী; আর 'নিফাস' (প্রসবের পর রক্তক্ষরণ) জনিত কারণে মৃত্যুবরণকারীনী স্ত্রীলোক; পেটের পীড়া, মহামারী, অর্ধাঙ্গ (ذات الجنب) এবং 'সিল' (سل) রোগে আক্রান্ত হয়ে ও জুম'আর দিবসে মৃত্যুবরণকারী প্রমুখ।

টীকা-২৮২. '**পরীক্ষা**' বলে বাধ্য ও অবাধ্য বান্দাদের অবস্থা প্রকাশ করাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৮৩. ইমাম শাফে'ঈ (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন– এখানে 'ভয়' মানে 'আল্লাহ্‌র ভয়', 'ক্ষুধা' মানে 'বান্দাদের রোযাসমূহ', 'ধন-সম্পদের ঘাটতি' মানে 'যাকাত ও সাদক্বাহ্‌সমূহ প্রদান করা', 'জীবনসমূহের ঘাটতি' মানে 'রোগের কারণে মৃত্যু হওয়া', 'ফল-ফসলের ঘাটতি' মানে 'সন্তান-সন্ততির মৃত্যু'। কেননা, সন্তান-সন্ততি হচ্ছে 'হৃদয়ের ফল'।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন কারো শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়,তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাকে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার শিশু সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছো?" তাঁরা আরয করেন, "হাঁ, হে প্রতিপালক।" তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "তোমরা কি তার হৃদয়ের ফল কেড়ে নিয়েছো?" তাঁরা আরয করেন, "হাঁ, হে প্রতিপালক।" আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "এতে আমার বান্দা কি বলেছে?" তাঁরা আরয করেন, "সে আপনার প্রশংসা (হাম্দ) করেছে এবং إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - পাঠ করেছে।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তার জন্য বেহেশ্তে প্রাসাদ তৈরী করো আর সেই প্রাসাদের নাম রাখো 'বায়তুল হাম্দ'।"

হিকমতঃ মুসীবত আসার পূর্বেই সংবাদ দেয়ার কতিপয় হিকমত (রহস্য) রয়েছেঃ

১) এতে বিপদের সময় মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সহজতর হয়।

২) কাফিররা যখন দেখবে যে, মুসলমানিরা বালা-মুসীবতের সময়ও ধৈর্যশীল, (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ এবং স্থিরতা সহকারেই নিজেদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছে, তখন তারা ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইসলামের দিকে ধাবিত হবে।

৩) ভবিষ্যতে আসবে এমন বিপদ সংঘটিত হবার পূর্বেই সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া নিঃসন্দেহে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দান এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাই।

৪) মুনাফিককদের পা পরীক্ষার কথা শুনতেই উপড়ে যাবে। ফলে, মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

টীকা-২৮৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিপদের সময়- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করা আল্লাহর রহমত (অবতীর্ণ) হবার কারণ হয়। একথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনের কষ্টকে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্র জন্য কাফ্ফারায় পরিণত করেন।

টীকা-২৮৫. 'সাফা' ও 'মারওয়া' মক্কা মুকাররমার দু'টি পর্বত, যে দু'টি পর্বত, কা'বা মু'আয্যমার পূর্ব দিকে পরস্পর মুখোমুখি অবস্থিত। 'মারওয়া' উত্তরমুখী, 'সাফা' দক্ষিণমুখী, জবলে আবী ক্বোবায়স (আবী ক্বোবায়স পর্বত)-এর পাদদেশে (دامن) অবস্থিত। হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস সালাম) উক্ত দু'টি পর্বতের নিকটে, ঐ স্থানেই, যেখানে 'যমযম' (কূপ) অবস্থিত, আল্লাহ্র নির্দেশে বসবাস করতে থাকেন। তদানিন্তনকালে এ এলাকাটা ছিলো কঙ্করময় অনাবাদী। এখানে না কোন খাদ্য-শস্য জন্মাতো, না ছিলো পানি।

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে,) যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন বলে, 'আমরাতো আল্লাহ্রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে' (২৮৪)।

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর তাদের প্রতিপালকের দরূদসমূহ এবং রহমত বর্ষিত হয়। আর এসব লোকই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۭ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' (২৮৫) আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভূক্ত (২৮৬)। সুতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্জ্ কিংবা ওমরাহ্ সম্পন্ন করে; তার উপর কোন গুনাহ্ নেই- এ দু'টি প্রদক্ষিণ করায় (২৮৭); এবং যে কেউ কোন সৎকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে, তবে আল্লাহ্ সৎ কর্মের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

এখানে পানাহারের যোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিলো না। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্র এ প্রিয় বান্দাগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) অতি অল্পবয়স্ক শিশু ছিলেন। পিপাসায় যখন তাঁর প্রাণ যায় যায় অবস্থা, তখন হযরত হাজেরা অস্থির হয়ে সাফা পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানেও পানি পেলেন না। তখন তা থেকে নেমে এসে মাঝখানে নিম্নভূমি দৌড়ে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পর্যন্ত পৌঁছলেন। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ হলো। আর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (নিশ্চয়, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।)-এর 'জল্ওয়া' (জ্যোতি) এমনভাবে প্রতিফলিত করলেন যে, অদৃশ্য থেকে একটা পানির ফোয়ারা 'যমযম' প্রবাহিত করে দিলেন এবং তাঁরই ধৈর্য ও নিষ্ঠার বরকতে তাঁর অনুসরণে উক্ত দু'টি পর্বতের মাঝখানে যারা দৌড়াবে তাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে মাকবূল বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর এ দু'টি পর্বতকে প্রার্থনা কবূল হবার স্থান করেছেন।

টীকা-২৮৬. 'শা'আ-ইরুল্লাহ্' মানে 'দ্বীনের নিদর্শনসমূহ'- চাই সেগুলো স্থান হোক, যেমন- কা'বা, আরাফাত, মুযদালিফাহ্, জিমারে সালাসাহ্, সাফা ও মারওয়াহ, মিনা এবং মসজিদসমূহ; অথবা সেগুলো সময় হোক, যেমন- রমযান, আশ্হুরে হুরুম (সম্মানিত মাসসমূহ-রজব, যিলক্বদ, যিলহজ্জ ও মুহররম), ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, জুমু'আহ্ ও আইয়্যামে তাশরীক্ব (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ) ইত্যাদি- এসবই দ্বীনের নিদর্শন; অথবা হোক অন্যান্য চিহ্ন, যেমন- আযান, ইক্বামত, জমা'আত সহকারে নামায, জুমু'আহ্ ও দু'ঈদের নামায ও খত্না- এসবও দ্বীনের নিদর্শন।

টীকা-২৮৭. শানে নুযূলঃ জাহেলী যুগে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বত দু'টির উপর দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। 'সাফা'র উপর যে মূর্তিটি ছিলো সেটার নাম 'আসাফ' (اساف) এবং 'মারওয়া'র উপর যেটি ছিলো সেটার নাম 'না-ইলাহ্'। কাফিররা যখন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করতো তখন এ দু'টি বোতের গায়ে সে দু'টির সম্মানার্থে হাত বুলাতো। ইসলামী যুগে মূর্তি তো ভেঙ্গে দেয়া হলো, কিন্তু যেহেতু কাফিররা এখানে মুশরিকানা কাজ করতো, সেহেতু সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করা মুসলমানদের নিকট কঠিন মনে হচ্ছিলো। কারণ, এতে কাফিরদের মুশরিকানা কাজের সাথে কিঞ্চিত সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রয়েছে। এ আয়াতে তাঁদের মনের এ সন্দেহটা দূরীভূত করে সান্তনা দেয়া হলো- 'যেহেতু তোমাদের নিয়্যত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্রই ইবাদতের, সেহেতু তোমাদের কাজের কাফিরদের কাজের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা নেই। আর যেভাবে, জাহেলী যুগে কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে কাফিরগণ মূর্তি স্থাপন করেছিলো, এখন ইসলামের যুগে মূর্তিগুলো অপসারণ করা হয়েছে এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা বৈধ ও তা দ্বীনের নিদর্শনাদির

অন্তর্ভুক্তই রয়েছে। অনুরূপভাবে, কাফিরদের মূর্তি পূজার কারণে 'সাফা' ও 'মারওয়াহ্' আল্লাহ্র নিদর্শন হওয়ায় কোনরূপ পার্থক্য আসেনি।'

মাস্আলাঃ 'সা'ঈ' (অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) ওয়াজিব। হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ কাজটা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করতেন। এটা ছেড়ে দিলে 'দম' দেয়া অর্থাৎ ক্বোরবানী ওয়াজিব হয়।

মাস্আলাঃ 'সাফা' ও 'মারওয়া'র মাঝখানে সা'ঈ করা 'হজ্জ' ও 'ওমরাহ্' উভয়ের মধ্যে অপরিহার্য। পার্থক্য এ যে, হজ্জের সময় আরাফাতে যাওয়া এবং সেখান থেকে কা'বার তাওয়াফের জন্য আসা পূর্বশর্ত, কিন্তু ওমরাহ্র জন্য আরাফাতে যাওয়া পূর্বশর্ত নয়।

মাস্আলাঃ ওমরাহ্কারী যদি মক্কার বাইরে অন্যত্র থেকে আগমন করে, তবে তাকে সোজা পথে মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। আর যদি সে মক্কারই অধিবাসী হয় তবে তাকে 'হেরম' শরীফ থেকে বাইরে গিয়ে সেখানে 'কা'বা'র তাওয়াফের জন্য ইহরাম বেঁধে আস্তে হবে।

হজ্জ ও ওমরাহ্র মধ্যে একটা পার্থক্য এটাও যে, হজ্জ বছরে মাত্র একবার হতে পারে। কেননা, আরাফাতে 'আরফাহ-দিবসে' অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে যাওয়া, যা হজ্জের পূর্বশর্ত, বছরে একবার মাত্র সম্ভব। কিন্তু ওমরাহ্ প্রতিদিনই করা যায়। এর জন্য কোন সময় নির্দ্ধারিত নেই।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা আমার নাযিলকৃত সুস্পষ্ট বার্তাগুলো ও হিদায়তকে গোপন করে (২৮৮) এর পরে যে, মানুষের জন্য আমি সেটা কিতাবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ (রয়েছে) এবং অভিশম্পাতকারীদের অভিশম্পাতও (২৮৯)।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

১৬০. কিন্তু ঐসব লোক, যারা তাওবা করে, সংশোধন করে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, তবে আমি তার তাওবা কবুল করবো এবং আমিই হলাম মহান তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

১৬১. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কুফর করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর অভিশম্পাত রয়েছে– আল্লাহ্, ফিরিশ্তাকুল এবং মানবকুল– সবারই (২৯০)।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। না তাদের উপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে, না তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. এবং তোমাদের মা'বূদ হলেন একমাত্র মা'বূদ (২৯১)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই; কিন্তু তিনিই মহান দয়ালু, করুণাময়।

টীকা-২৮৮. এ আয়াত শরীফ ইহুদী আলিমদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা, যিনার শাস্তিস্বরূপ পাথর বর্ষণের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ এবং তাওরীতের অন্যান্য বিধি-নিষেধ গোপন করতো।

মাস্আলাঃ ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়াদি প্রকাশ করা ফরয।

টীকা-২৮৯. এখানে 'লা'নতকারী' বলতে ফিরিশ্তা ও মু'মিনদের কথা বুঝানো হয়েছে। অন্য এক অভিমতানুযায়ী, আল্লাহ্র সমস্ত বান্দার কথাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৯০. মু'মিন তো কাফিরদের উপর লা'নত করবেনই, কাফিরগণও ক্বিয়ামতের দিন পরস্পর পরস্পরের উপর লা'নত করবে।

মাস্আলাঃ এ আয়াতে তাদেরকেই অভিশম্পাত করা হয়েছে, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যার মৃত্যু কুফরের উপর হয়েছে বলে জানা যায়, তার উপর লা'নত করা জায়েয।

মাস্আলাঃ কোন গুনাহ্গার মুসলমানের উপর নির্দিষ্ট করে লা'নত করা জায়েয নয়। কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে জায়েয। যেমন, হাদীস শরীফে চোর ও সুদখোর প্রমুখের উপর লা'নত এসেছে।

টীকা-২৯১. শানে নুযূলঃ কাফিরগণ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "আপনি আল্লাহ্ পাকের শান ও গুণাবলী বর্ণনা করুন!" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, উপাস্য শুধু একই; না তিনি বিভিন্ন অংশ সম্পন্ন সত্তা হন, না বিভিন্নভাগে বিভক্ত; না তাঁর কোন উপমা আছে, না কোন সমকক্ষ। 'উলূহিয়্যাৎ' (উপাস্য হওয়া) এবং 'রাবূবিয়াত' (প্রতিপালক হওয়া)-এর মধ্যে কেউ তাঁর শরীক নেই।

তিনি একক সত্তা আপন কার্যাদিতে, সব সৃষ্টিকে তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন। আপন সত্তায় তিনিই একক, কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়। স্বীয় গুণাবলীতে তিনিই একক; কেউ তাঁর সমতুল্য নেই।

আবু দাঊদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত- আল্লাহ্ তা'আলার 'ইস্মে আযম' (শ্রেষ্ঠতম নাম)-এ আয়াতেই রয়েছে। একটা হচ্ছে আয়াত- وَإِلَٰهُكُمْ .... ; অপরটা হচ্ছে الٓمٓ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْآيَة ।

টীকা-২৯২. কা'বা মু'আয্যমার চতুর্পার্শ্বে মুশরিকদের ৩৬০টা মূর্তি ছিলো। সেগুলোকে তারা উপাস্য জ্ঞান করতো। তারা এ কথা শুনে বড় আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলো যে, মা'বূদ বা উপাস্য শুধু একই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এজন্য তারা হুযূর সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এমন একটা আয়াত (নিদর্শন) চাইলো, যা (আল্লাহ্‌র) একত্ববাদের পক্ষে বিশুদ্ধ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে এ'তে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ১) আসমান ও এর উচ্চতা এবং তা কোন স্তম্ভ ও যোগসূত্র ব্যতিরেকেই স্থির থাকা; ২) সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও নক্ষত্র ইত্যাদি- যা কিছু এ'তে দেখা যায়- এ সবই; ৩) পৃথিবী ও এর প্রশস্থতা আর পানির উপরই তা বিস্তৃত হওয়া; পাহাড়, সমুদ্র, প্রস্রবণ, খনিসমূহ, মণিমুক্তা, বৃক্ষরাজি, শাক-সব্জি, ফলমূল; ৪) রাত-দিনের পরিক্রমা ও হ্রাস-বৃদ্ধি; ৫) নৌকা-জাহাজ ও সেগুলো নিয়ন্ত্রিত থাকা, এগুলো খুব ভারী হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর ভাসমান থাকা, মানুষ এগুলোতে আরোহণ করে সমুদ্রের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করা আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগুলোকে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা; ৬) বৃষ্টি ও তা দ্বারা শুষ্ক ও মৃত হবার পর যমীনকে ফলমূল ও বৃক্ষলতায় সজীব করা, তা'তে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা আর পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ করা- যে গুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে অসংখ্য অভাবনীয় হিকমত বা প্রজ্ঞা; অনুরূপভাবে, ৭) বিভিন্ন ধরনের বায়ুপ্রবাহ, এর বিভিন্ন প্রকৃতি ও আশ্চর্যজনক দৃশ্য এবং ৮) মেঘমালা ও তার এতো অধিক পরিমাণ পানি সহকারে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে দুদোল্যমান থাকা- এ আটটা বিষয়, যেগুলো মহান সর্বশক্তিমান খোদ্ মোখ্‌তার (স্বাধীন) সত্তার ইল্‌ম ও হিকমত এবং তাঁর একত্ববাদের পক্ষে অকাট্য ও মজবুত প্রমাণ। এ বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ বহন করার বহুবিধ কারণ রয়েছে; যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হচ্ছে- এসব ক'টি বিষয় হচ্ছে 'সম্ভাবনাময় বিষয়াদি' (امور ممكنه)। আর এগুলোর অস্তিত্ব বিভিন্ন পন্থায় সম্ভব ছিলো। কিন্তু এগুলো অস্তিত্বে এসেছে কতগুলো নির্দ্ধারিত ও সুপরিকল্পিত পন্থায়।

এ'তে একথার প্রমাণ সুস্পষ্ট হয় যে, নিশ্চয় এসব বিষয়ের জন্য একজন স্রষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক অবশ্যই রয়েছেন। এ মহান সর্বশক্তিমান ও হিকমতময় সত্তা স্বীয় হিকমত ও ইচ্ছানুসারে যেমনই চান, সৃষ্টি করে থাকেন। এ'তে কারো হস্তক্ষেপ ও আপত্তি করার কোন অবকাশ নেই। তিনিই সন্দেহাতীতভাবে একক উপাস্য। কেননা, যদি তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্য কল্পনা করা যায়, তবে তাকেও তো এসব বিষয়ের উপর শক্তিমান বলে কল্পনা করতে হবে। তখন নিম্নলিখিত দু'অবস্থার যে কোন একটার সম্মুখীন হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে- ১) হয়তো কিছু সৃষ্টি করা ও তাতে প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছায় উভয়ে একমত হবে, কিংবা ২) হবেনা। যদি একমত হয়, তবে একটা মাত্র বস্তুর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে দু'প্রভাব বিস্তারকারীর প্রভাব বিস্তার করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়বে। এটা অসম্ভব। কেননা, এ'তে একদিকে যেমন معلول (সৃষ্টি) উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া, অন্য দিকে আবার উভয়ের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কেননা, علت (স্রষ্টা) যখন স্বাধীন হয়, তখন معلول (সৃষ্টি) শুধু তারই মুখাপেক্ষী হয়, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয়না। আর যদি উভয়কেই علت مستقله বা 'স্বাধীন স্রষ্টা' হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে معلول (সৃষ্টি) উভয়েরই মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদি কোনটার মুখাপেক্ষী না হয়, তবে দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তু (نقيضين) একই সাথে একস্থানে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে যায়; অথচ তাও অসম্ভব।

আর যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, প্রভাব উভয়ের মধ্য থেকে একজনেরই, তবে কোন কারণ ব্যতিরেকেই একটাকে অপরের উপর প্রাধান্য দিতে হয় (ترجيح بلا مرجح)। এ'তে অপরটার অক্ষমতা প্রকাশ পাবে, যা (অক্ষমতা) উপাস্য হবার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যদি একথাই কল্পনা করা হয় যে, উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর ইচ্ছাই পরস্পর বিরোধী, তবে পরস্পর মতানৈক্য (تمانع و تطارد) অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ তখন একজন কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করবে আর অপরজন তখনই সেটার অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা করবে। তখন একই সময়ে সে বস্তুটা অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা- উভয় অবস্থার শিকার হবে অথবা কোনটাই হবেনা। এ দু'টি কল্পনাই বাতিল ও ভিত্তিহীন। সুতরাং এটা আবশ্যক হবে যে, হয়তো বস্তুটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে,

রুকূ' - বিশ

১৬৪. নিশ্চয় আসমানগুলো (২৯২) ও যমীনের সৃষ্টি, রাত ও দিনের নিয়মিত পরিবর্তন, জলযান- যা সমুদ্রে মানুষের উপকার নিয়ে বিচরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা আস্‌মান থেকে যেই পানি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে তা দ্বারা পুনর্জীবিত করেছেন ও যমীনে প্রত্যেক প্রকারের জীবজন্তু বিস্তার করেছেন, বিভিন্ন বায়ুর দিক পরিবর্তন এবং সে-ই মেঘ যা আসমান ও যমীনের মাঝখানে হুকুমের নিয়ন্ত্রণাধীন- এ সবের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্য অবশ্যই সমূহ নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫. এবং কিছুলোক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে নেয়, যাদেরকে (তারা) আল্লাহ্‌রই মতো ভালবাসে এবং ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ন্যায় কারো ভালবাসা নেই। আর কেমন (অবস্থা) হবে যদি দেখে যালিমগণ ঐ সময়, যখন আযাব তাদের চোখের সামনেই এসে পড়বে? এ জন্যই যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং এজন্যই যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۴﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ
كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَشَدُّ
حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا
إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيْعًا وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

কিংবা অস্তিত্বহীনতা- যে কোন একটা অবস্থাই হবে। যদি বস্তুটা অস্তিত্বে এসে যায়, তবে অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা প্রকাশকারী অক্ষম প্রমাণিত হলো; উপাস্যই রইলোনা। আর যদি সে-ই বস্তু অস্তিত্বহীনই রয়ে যায়, তবে সেটার অস্তিত্বের ইচ্ছা পোষণকারী অসমর্থই রয়ে গেলো, উপাস্যই রইলোনা। সুতরাং একথাই প্রমাণিত হলো যে, উপাস্য শুধু একমাত্র সত্তাই হতে পারেন। আর উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়াদি অগণিত কারণেই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ বহন করে।

টীকা-২৯৩. এটা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবসের বিবরণ; যখন মুশরিকরা ও তাদের নেতৃবৃন্দ, যারা তাদেরকে কুফরের প্রতি উৎসাহিত করেছিলো, একস্থানে একত্রিত হবে এবং আযাব (শাস্তি) অবতীর্ণ হতে দেখে একে অপরের উপর নারায হয়ে যাবে।

টীকা-২৯৪. অর্থাৎ ঐসব সম্পর্ক, যেগুলো পৃথিবীতে তাদের মধ্যে বিরাজ করতো; চাই তা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক, কিংবা আত্মীয়তার হোক; অথবা পরস্পর একাত্মতার প্রতিশ্রুতি হোক।

১৬৬. যখন অসন্তুষ্ট হবে নেতৃবৃন্দ স্বীয় অনুসারীদের প্রতি (২৯৩) এবং দেখবে আযাব আর ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের সম্পর্কের সমস্ত বন্ধন (২৯৪),

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝

১৬৭. এবং বলবে অনুসারীরা, 'হায়! যদি আমাদের পুনরায় ফিরে যাওয়া (সম্ভব) হতো (পৃথিবীতে), তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম- যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে (২৯৫) এবং তারা দোযখ থেকে কখনো বের হবার নয়।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

রুকূ' - একুশ

১৬৮. হে মানবজাতি! তোমরা আহার করো যা কিছু যমীনে (২৯৬) হালাল, পবিত্র রয়েছে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

১৬৯. সে তো তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেবে এবং এরই যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো, যে সম্বন্ধে তোমাদের খবর নেই।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

১৭০. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহর অবতীর্ণ (নির্দেশ)-এর অনুসরণ করো (২৯৭)!'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

টীকা-২৯৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অসৎ কার্যাদি তাদেরই সম্মুখে হাযির করবেন। তখন তাদের এজন্যই নিতান্ত অনুশোচনা হবে যে, কেন তারা এসব কাজ করেছিলো।

অন্য একটি অভিমত হচ্ছে- তাদেরকে বেহেশ্‌তের স্থানগুলো (বাসস্থান ও মহলগুলো) দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে, তবে এগুলো তোমাদের জন্যই ছিলো।" অতঃপর এসব বাসস্থান ও মহল মু'মিনদেরকেই দিয়ে দেয়া হবে। এর উপর তারা দুঃখিত ও লজ্জিত হবে।

টীকা-২৯৬. এ আয়াত শরীফ সেসব ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বজরা ইত্যাদি শস্যকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলো। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা তাঁর 'রাযযাক্বিয়াত' (জীবিকাদাতা হওয়া)-এরই প্রতি বিদ্রোহের শামিল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান, "যে মাল-দৌলত আমি আপন বান্দাদেরকে দান করি তা তাদের জন্য হালাল (বৈধ)।" আর তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, "আমি আপন বান্দাদেরকে বাতিলের সাথে সম্পর্কহীন করেই সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান ও তার অনুসারীরা আসলো এবং তারা তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে বিপথে পরিচালিত করলো। আর আমি যা কিছু তাদের জন্য হালাল করেছি সেগুলোকে তারা হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য করতে লাগলো।"

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেন, "আমি এ আয়াত শরীফ সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তেলাওয়াত করেছি। তখন হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দো'আ করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে 'মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' (দো'য়া কবূল হয় এমন নৈকট্যধন্য বান্দা) করে দেন।" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "হে সা'আদ! স্বীয় আহার্য পবিত্র রাখো, তবে 'মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' হতে পারবে। ঐ যাতে পাকের শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ, মানুষ যখন তার পেটে হারাম আহার্যের লোক্‌মা ধারণ করে, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবূলিয়্যতের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত থাকে।" (তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর)

টীকা-২৯৭. 'তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) এবং ক্বোরআন মজীদের উপর ঈমান আনো! আর পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল জ্ঞান করো, যেগুলোকে আল্লাহ্ পাক হালাল করেছেন।

টীকা-২৯৮. যখন পূর্ব-পুরুষগণ দ্বীনী বিষয়াদি বুঝতে পারে না এবং সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়না, তখন তাদের অনুসরণ করা আহমক্বী ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা-২৯৯. অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণী রাখালের শুধু আওয়াজই শুনে থাকে, তার কথায় অর্থ বুঝতে পারেনা। এমনি অবস্থা ঐসব কাফিরেরও, যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় আহ্বান শুনতে পায়; কিন্তু এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে এ বুনিয়াদী কল্যাণকর বাণী থেকে উপকার গ্রহণ করেনা।

টীকা-৩০০. তা এজন্য যে, তারা সত্য কথা শ্রবণ করে এর উপকার গ্রহণকারী হয়নি, সত্যের বাণী তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নি এবং উপদেশগুলো থেকে তারা উপকার গ্রহণ করেনি।

টীকা-৩০১. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতগুলোর উপর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

টীকা-৩০২. যে হালাল প্রাণী যবেহ করা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে কিংবা শরীয়তের পরিপন্থী কোন পন্থায় যাকে হত্যা করা হয়। যেমন- শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কিংবা লাঠি, পাথর, ঢিল, বিস্ফোরক ও গুলি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হলে, অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে নীচে পতিত হয়ে, কোন প্রাণীর শিং-এর আঘাতে আহত হয়ে বা হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হলে সেটাকে 'মড়া' বলে। আর এ মৃত পশুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়–জীবিত পশুর শরীরের সেই অংশও, যা কেটে আলাদা করা হয়।

মাস্আলাঃ মৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম; কিন্তু এর সংস্কারকৃত চামড়া কোন কাজে ব্যবহার করা, এর লোম, শিং, হাড় ও লেজের উদ্গম স্থান এবং খুর ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-৩০৩. প্রত্যেকটা প্রাণীর রক্ত হারাম, যদি তা প্রবহমান হয়। একথা অন্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এরশাদ হয়েছে- اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا (অর্থাৎঃ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে প্রবহমান রক্ত।)

টীকা-৩০৪. খিন্যীর (শূকর)-এর দেহ অপবিত্র। এর মাংস, চামড়া, লোম ও নখ ইত্যাদি দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নাপাক ও হারাম। এর কোন একটা অঙ্গও কাজে লাগানো বৈধ নয়। যেহেতু পূর্ব থেকেই আহারের কথা উল্লেখিত হয়ে আসছে, সেহেতু এখানেও শুধু মাংসের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৩০৫. যে পশুকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম লওয়া হয়- চাই আলাদাভাবে হোক অথবা আল্লাহ্র নামের সাথে অন্যের নাম 'অব্যয়পদ' দ্বারা সংযোজন করে (عطف) হোক, তা হারাম।

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْــًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

তখন বলে, 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করবো, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।' যদিও কি তাদের পিতৃপুরুষরা না কোন বিবেক রাখে, না হিদায়ত (২৯৮)?

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭১. এবং কাফিরদের উপমা সে-ই ব্যক্তির ন্যায়, যে ডাকে এমন কিছুকে, যা শুধু ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শুনেনা (২৯৯)– বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তাদের বুঝ শক্তি নেই (৩০০)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭২. হে ঈমানদারগণ! খাও, আমার প্রদত্ত পবিত্র বস্তুগুলো এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো (৩০১)।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾

১৭৩. তিনি এ সবই তোমাদের উপর হারাম করেছেন- মড়া (৩০২), রক্ত (৩০৩), শূকরের মাংস (৩০৪) এবং ঐ পশু, যাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে (৩০৫); তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয় (৩০৬), না এমন যে, একান্ত কামনার বশবর্তী হয়ে আহার করে, এমনও নয় যে, প্রয়োজনের সীমা লংঘন করে, তবে তার গুনাহ্ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

মাস্আলাঃ আর যদি অব্যয় পদ (حرف عطف) ছাড়া অন্যের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়, তবে তা মাক্রূহ হবে।

মাস্আলাঃ যবেহ যদি শুধু আল্লাহ্র নামেই করা হয় আর এর পূর্বে কিংবা পরে (যবেহ করার সময় নয়,) অন্য কারো নাম লওয়া হয়, যেমন- যদি এমনই বলে, 'আক্বীক্বার ছাগল, ওলীমার দুম্বা' কিংবা যার পক্ষ থেকে পশুটা যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম নিলো, অথবা যে-ই আউলিয়া কেরামের প্রতি ঈসালে সাওয়াব করার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম উল্লেখ করলো, তবে তা জায়েয হবে; এ'তে কোন ক্ষতি নেই। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-৩০৬. مضطر বা 'অনন্যোপায়' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে হারাম বস্তু আহার করতে একান্ত বাধ্য হয়, আর তা আহার না করলে তার জীবন সংশয়পূর্ণ হয়- হয়ত তার ক্ষুধা অথবা দারিদ্রের কারণে তার প্রাণ রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়ে আর কোন হালাল বস্তুও নাগালে না আসে, কিংবা

কেউ তাকে হারাম খেতে এমনিভাবে বাধ্য করছে যে, তা থেকে বিরত থাকলে তার প্রাণ নাশের আশংকা হয়- এমন সব অবস্থায় শুধু প্রাণ রক্ষার্থে হারাম বস্তু কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থাৎ এতটুকু আহার করা জায়েয, যতটুকু আহার করলে তার মৃত্যুর ভয় আর থাকেনা।

টীকা-৩০৭. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের ওলামা ও নেতৃবর্গ, যারা আশা করতো যে, শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হবেন। যখন তারা দেখলো যে, বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য গোত্র থেকে প্রেরিত হয়েছেন,তখন তাদের আশংকা হলো যে, লোকজন তাওরীত এবং ইঞ্জীলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে তাঁরই আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং তাদের নযরানা ও হাদিয়া-তোহ্‌ফা সবই বন্ধ হয়ে যাবে, ক্ষমতা চলে যাবে। এ আশংকার কারণে তাদের অন্তরে হিংসার সৃষ্টি হলো এবং তাওরীত ও ইঞ্জীলে, যাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এরপ্রশংসা, গুণ এবং তাঁর নবূয়তকালের বিবরণ ছিলো, তারা তা গোপন করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ গোপন করা এটাও যে, কিতাবের আসল বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাউকেও অবগত হতে না দেয়া, কাউকেও পড়িয়ে না শুনানো এবং না দেখানো। আর একথাও গোপন করার শামিল যে, নানা ধরণের ভুল ব্যাখ্যা করে অর্থ পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং কিতাবের আসল অর্থকে ঢাকা দেয়া।

টীকা-৩০৮. অর্থাৎ পার্থিব নগন্য উপকার লাভের জন্য সত্য গোপন করে।

টীকা-৩০৯. কেননা, এ ঘুষ এবং হারাম অর্থ-সম্পদ, যা সত্য গোপন করার পরিবর্তে তারা নিয়েছে, তা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছিয়ে দেবে।

১৭৪. ঐসব লোক, যারা গোপন করে (৩০৭) আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাবকে এবং এর পরিবর্তে হীন বিনিময়গ্রহণ করে (৩০৮), তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে (৩০৯); এবং আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন না তাদের সাথে কথা বলবেন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন; আর তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি (অবধারিত)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. ঐসব লোক, যারা হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাবকে, তবে আগুনের উপর তাদের কি পর্যায়ের বরদাশ্‌ত শক্তি রয়েছে!

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. এটা এজন্যই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিতাব সত্য সহকারে নাযিল করেছেন; এবং নিঃসন্দেহে যে সব লোক কিতাব সম্বন্ধে বিরোধ সৃষ্টি করছে(৩১০), নিশ্চয়ই তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের ঝগড়াটে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِى الْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

রুকূ' – বাইশ

১৭৭. কোন মৌলিক পূণ্য এ নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে (৩১১) হাঁ, মৌলিক পূণ্য হলো এ যে, ঈমান আনবে- আল্লাহ, ক্বিয়ামত-দিবস, ফিরিশ্‌তাগণ, কিতাব ও নবীগণের উপর (৩১২);

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ وَالْكِتَٰبِ وَالنَّبِيِّۦنَ

টীকা-৩১০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা তাওরীত সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে- কেউ সেটাকে 'সত্য' বলেছে, কেউ বলেছে 'বাতিল'। কেউ কেউ এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, আর কেউ কেউ এতে বিকৃতি সাধন করেছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।তখন 'কিতাব' মানে হবে- 'কোরআন'। আর তাদের 'মতভেদ' মানে- তাদের কেউ কেউ এটাকে 'কবিতা' বলে আখ্যায়িত করতো, কেউ বলতো 'যাদু' আর কেউ বলতো 'গণনা'।

টীকা-৩১১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, ইহুদীরা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর পূর্বদিককে এবং খৃষ্টানগণ সেটার পশ্চিম দিককে ক্বিবলা সাব্যস্ত করে রেখেছিলো। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধারণা ছিলো যে, শুধু এ ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানোই যথেষ্ট। এ আয়াতে তাদের ধারণার খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ক্বিবলা হওয়া 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে। (মাদারিক)

তাফসীরকারকদের অন্য অভিমত এটাও যে, এ সম্বোধন আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) ও মু'মিনগণ- সবারই জন্য ব্যাপক। আর তখন অর্থ হবে এ যে, 'শুধু ক্বিবলামুখী হওয়া' মৌলিক পূণ্য নয়,যতক্ষণ পর্যন্ত আক্বীদা দুরস্ত না হয় এবং অন্তর নিষ্ঠার সাথে ক্বিবলার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ না করে।

টীকা-৩১২. এ আয়াতে পূণ্যকাজের ছয়টি তরীক্বা বা নিয়মের কথা এরশাদ হয়েছে। যথা- ১) ঈমান আনা, ২) ধন-দৌলত দান করা, ৩) নামায ক্বায়েম করা, ৪) যাকাত প্রদান করা, ৫) ওয়াদা পূরণ করা এবং ৬) ধৈর্য ধারণ করা।

ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এইঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলার উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, স্বয়ংসম্পূর্ণ (غنى), সর্বশক্তিমান,

আযালী, আবাদী (আদি-অন্তহীন চিরস্থায়ী যাত), একক ও শরীক বিহীন।

দ্বিতীয়তঃ ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনা এ মর্মে যে, তা সত্য। তাতে বান্দাদের হিসাব-নিকাশ হবে, কর্মফল প্রদান করা হবে। আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাগণ অন্যের জন্য সুপারিশ করবেন। সৈয়দে আলম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৌভাগ্যবানদেরকে 'হাউযে কাউসার'-এর নিকট এবে পানি দ্বারা তৃপ্ত করবেন। 'পুল-সিরাত'-এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আর এ দিবসের সমস্ত অবস্থা, যে গুলোর বর্ণনা ক্বোরআন মজীদে এসেছে কিংবা নবীকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন– সবই সত্য।

তৃতীয়তঃ ফিরিশ্‌তাদের উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তাঁরা আল্লাহরই সৃষ্ট এবং একান্ত অনুগত বান্দা– নয় পুরুষ, নয় স্ত্রী। তাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন। চারজন তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অতীব নৈকট্য প্রাপ্ত- হযরত জিব্রাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত ইস্রাফীল ও হযরত আয্‌রাঈল (আলায়হিমুস্ সালাম)।

চতুর্থতঃ এ মর্মে আল্লাহ্‌র কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনা যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, সবই সত্য। তন্মধ্যে চারটা মহান কিতাব- ১) তাওরীত, যা হযরত মূসার উপর, ২) ইঞ্জীল, যা হযরত ঈসার উপর, ৩) যাবূর, যা হযরত দাঊদের উপর (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং ৪) ক্বোরআন, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে। আর পঞ্চাশখানা সহীফা হযরত শীস্ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর, ত্রিশখানা হযরত ইদ্‌রীস (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর, দশখানা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর এবং দশখানা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে।

পঞ্চমতঃ সমস্ত নবীর উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তাঁরা সবাই আল্লাহ তা'আলারই প্রেরিত এবং মা'সূম অর্থাৎ সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাঁদের মধ্যে ৩১৩ জন 'রসূল'।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা | ৬৪ | পারা ঃ ২

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ
الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

আল্লাহ্‌র প্রেমে আপন প্রিয় সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, মিস্‌কীনগণ, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে আর গর্দানসমূহ মুক্তকরণে (৩১৩); এবং নামায কায়েম রাখবে ও যাকাত প্রদান করবে। আর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণকারীরা যখন প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ধৈর্যধারণকারীরা বিপদে, সংকটে এবং জিহাদের সময়। এরাই হচ্ছে- ঐসব লোক, যারা আপন কথা সত্য প্রমাণ করেছে এবং এরাই হচ্ছে খোদাভীরু।

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ফরয (৩১৪)

মানযিল - ১

جمع مذكر سالم পদটাকে نَبِيِّيْنَ -এর صيغه রূপে উল্লেখ করা ইঙ্গিত করে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) পুরুষই হয়ে থাকেন। কোন মহিলা কখনো নবী হয়নি। যেমন- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا ۔ الاٰيَة — (অর্থাৎঃ হে হাবীব! আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি, কিন্তু কতগুলো পুরুষকেই- আ- আয়াত) থেকে প্রমাণিত।

'ঈমানে মুজমাল' (ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) হচ্ছে- একথা বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি দেয়া)- اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِجَمِيْعِ مَاجَآءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (অর্থাৎঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং ঐসব বিষয়ের উপর, যা নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন।) (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

টীকা-৩১৩. 'ঈমান'-এর পর আমলের এবং এ পরম্পরায় মাল-দৌলত দান করার কথা বর্ণনা করেছেন। এর ছয়টা খাত উল্লেখ করেছেন। 'গর্দান মুক্ত করা' দ্বারা 'ক্রীতদাসদের আযাদ করা' বুঝানো হয়েছে। এসব ক'টি মুস্তাহাব পন্থায় মাল-দৌলত দান করার বিবরণ ছিলো।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াতে বুঝা যায় যে, মুমূর্ষ অবস্থায়, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে সাদ্‌ক্বাহ্ প্রদান করা অধিক সাওয়াবের পরিচায়ক। যেমন, হযরত আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত।

মাস্‌আলাঃ হাদীস শরীফে আছে, আত্মীয়-স্বজনকে সাদক্বাহ্ দেয়ার মধ্যে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়- এক) সাদক্বাহ করার এবং অন্যটা আত্মীয়তা রক্ষা (صله رحمى) করার। (নাসাঈ শরীফ)

টীকা-৩১৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ 'আউস' ও 'খায্‌রাজ' গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। উভয়ের মধ্যে এক গোত্র অপর গোত্র অপেক্ষা শক্তি, জনসংখ্যা, ধনৈশ্বর্য ও আভিজাত্যে অধিকতর (মর্যাদাবান) ছিলো। এরা (অধিকতর শক্তিশালী গোত্র) শপথ করেছিলো যে, তারা আপন গোত্রের ক্রীতদাসের বিনিময়ে (ক্বিসাস হিসেবে) অন্য গোত্রের আযাদ ব্যক্তিকে, স্ত্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে এবং একজনের বিনিময়ে দু'জনকে কতল করবে। জাহেলী যুগে লোকেরা এ ধরণের সীমা লংঘনে অভ্যস্ত ছিলো। ইসলামী যুগে এ মামলা হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হলো। অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো আর ন্যায় ও সাম্যের নির্দেশ দেয়া হলো। ওরাও তাতে রাজী ছিলো।

ক্বোরআন মজীদে ক্বিসাসের মাস্‌আলা কয়েকটা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ক্বিসাস ও ক্ষমা- উভয় প্রকারের 'মাস্‌আলা' রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার এই অনুগ্রহের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি আপন বান্দাদেরকে ক্বিসাস লওয়া এবং ক্ষমা করার মধ্যে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন- চাই ক্বিসাস গ্রহণ করুক

কিংবা ক্ষমা করুক। আয়াতের শুরুতে ক্বিসাস ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবার বিবরণ আছে।

টীকা-৩১৫. এ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপর ক্বিসাস ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। চাই সে আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করুক কিংবা ক্রীতদাসকে, মুসলমানকে করুক কিংবা কাফিরকে, পুরুষকে করুক কিংবা স্ত্রীলোককে। কেননা, قَتْلٰى, যা قَتِيْل -এর বহুবচন, সব ধরনের নিহত ব্যক্তিকে শামিল করে। হাঁ, যাকে শরীয়তের প্রমাণ 'খাস' করে দেয় সে 'খাস' হবে। ★ (আহ্কামুল ক্বোরআন)

টীকা-৩১৬. এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে তাকেই হত্যা করা হবে- চাই সে আযাদ হোক কিংবা ক্রীতদাস, পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। আর জাহেলী যুগের প্রথা যুলুমই, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। তা ছিলো- আযাদ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হলে তারা একজনের বিনিময়ে দু'জনকে হত্যা করতো, ক্রীতদাসদের মধ্যে হলে ক্রীতদাসের বিনিময়ে আযাদকে হত্যা করতো, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হলে স্ত্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করতো, আর শুধু হন্তাকে হত্যা করেই তারা সন্তুষ্ট থাকতোনা। তা আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-৩১৭. অর্থ এই যে, যেই হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক (ولى) কিছু ক্ষমা করে দেয়, আর তার উপর আর্থিক জরিমানা অপরিহার্যরূপে নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়, এর উপর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দাবী করার বেলায় ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আর হন্তাও (قاتل) 'রক্তমূল্য' (خون بها) উৎকৃষ্ট পন্থায় পরিশোধ করবে। এ'তে আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

মাস্আলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এটা ইচ্ছাধীন যে, চাই হন্তাকে কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিক্ কিংবা আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করুক। যদি সে এতে রাজি না হয় এবং ক্বিসাসই চায়, তবে ক্বিসাসই ফরয থাকবে। (জুমাল)

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

যে, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের খুনের বদলা লও (৩১৫)– আযাদের বদলে আযাদ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী (৩১৬)। সুতরাং যার প্রতি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা (প্রদর্শন করা) হয়েছে (৩১৭), তাহলে উত্তমভাবে তলব করা বিধেয় এবং সুন্দরভাবে আদায় করা। এটা হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের বোঝা হাল্কা করা এবং তোমাদের উপর দয়া। অতঃপর, এর পরে যে সীমা লংঘন করবে (৩১৮) তার জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. এবং খুনের বদলা লওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, হে বিবেকসম্পন্ন লোকেরা (৩১৯)! যেন তোমরা কোন প্রকারে বাঁচতে পারো।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কোন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে যেন 'ওসীয়ত' করে যায়- আপন পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য, প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক (৩২০)। এটা অপরিহার্য খোদা-ভীরুদের উপর।

মাস্আলাঃ যদি নিহত ব্যক্তির সমস্ত অভিভাবক 'ক্বিসাস' ক্ষমা করে দেয়, তবে হন্তার উপর কিছুই অপরিহার্য থাকেনা।

মাস্আলাঃ যদি আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করে, তবে ক্বিসাস বাতিল হয়ে যায় এবং 'আর্থিক বিনিময়' অপরিহার্য রয়ে যায়। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

মাস্আলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে হত্যাকারীর 'ভাই' বলার মধ্যে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হত্যা যদিও মহাপাপ, তবুও তা দ্বারা ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ছিন্ন হয়না। এ'তে খারেজী সম্প্রদায়ের দাবীর খণ্ডন রয়েছে, যারা 'কবীরাহ্ গুনাহ্কারী'কে কাফির সাব্যস্ত করে।

টীকা-৩১৮. অর্থাৎ জাহেলী যুগের প্রথানুসারে, হত্যাকারী নয় এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে কিংবা রক্তমূল্য গ্রহণ করে কিংবা ক্ষমা করার পর হত্যা করে।

টীকা-৩১৯. কেননা, 'ক্বিসাস' নির্দ্ধারিত হবার পর মানুষ হত্যাকার্য থেকে বিরত হবে এবং প্রাণসমূহ রক্ষা পাবে।

টীকা-৩২০. অর্থাৎ শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক, ন্যায়-বিচার করবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়ত করবে না। আর ধনী ব্যক্তিদেরকে গরীবদের উপর প্রাধান্য দেবে না।

মাস্আলাঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ওসীয়ৎ ফরয ছিলো। যখন 'মীরাস'-এর বিধান নাযিল হলো, তখন 'মান্সূখ' (منسوخ) বা রহিত হয়ে গেছে। এখন যে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নয়, তার জন্য তৃতীয়াংশের কম ওসীয়ত করা মুস্তাহাব, এ শর্তে যে, যদি ওয়ারিশগণ গরীব (মুখাপেক্ষী) না হয়, কিংবা ত্যাজ্য সম্পত্তি পাওয়ার পর আর গরীব না থাকে, নতুবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ওসীয়তকৃত সম্পত্তি থেকে অধিকতর উত্তম। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

★ অর্থাৎ তার হুকুম স্বতন্ত্র।

টীকা-৩২১. চাই সে ওসীয়তকৃত ব্যক্তি হোক, কিংবা অভিভাবক হোক কিংবা সাক্ষী; চাই সেই পরিবর্তন লিখায় করুক কিংবা বন্টনের বেলায় করুক অথবা সাক্ষী দানের সময়ে করুক। যদি সেই ওসীয়ত শরীয়ত মোতাবেক হয়, তা'হলে পরিবর্তনকারী গুনাহ্‌গার হবে।

টীকা-৩২২. এবং অন্যান্যরা চাই তারা ওসীয়তকারী হোক, কিংবা ঐসব ব্যক্তি হোক, যাদের পক্ষে ওসীয়ৎ করা হয়েছে, দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

টীকা-৩২৩. অর্থ এ যে, ওয়ারিশ কিংবা ওসীয়তকৃত (وصى) ব্যক্তি অথবা ইমাম কিংবা কাযী (বিচারক)-যে কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অবিচার বা অন্যায় পদক্ষেপের আশংকা বোধ করবেন, তিনি যদি ঐ ব্যক্তি, যার পক্ষে ওসীয়ৎ করা হয় (موصى لهٗ) কিংবা ওয়ারিশদের মধ্যে, শরীয়ত মোতাবেক সন্ধি করিয়ে দেন, তবে গুনাহ্‌গার হবেন না। কেননা, তিনি সত্যের হিফাযতের জন্য বাতিলকে পরিবর্তন করেছেন।

অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, (এখানে) সে ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যে ওসীয়তের সময় লক্ষ্য করে যে, ওসীয়তকারী ন্যায়ের সীমা লংঘন করছে এবং শরীয়ত বিরোধী পন্থা ইখ্‌তিয়ার করছে, তবে তাকে এতে বাধা দেয় এবং হক ও ন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করে।

টীকা-৩২৪. এ আয়াতের মধ্যে রোযাসমূহ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে।

রোযা শরীয়তের পরিভাষায় এরই নাম যে, মুসলমান- চাই পুরুষ হোক কিংবা 'হায়য' ★ ও 'নিফাস' ★★ থেকে পবিত্রা নারী হোক, সোব্‌হে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে পানাহার ও সহবাস বর্জন করবে। (আলমগীরী ইত্যাদি)।

রমযানের রোযা ১০ই শাওয়াল, ২য় হিজরীতে ফরয করা হয়। (দুররুল মুখ্‌তার ও খাযিন)

১৮১. সুতরাং যে ব্যক্তি ওসীয়ত শ্রবণ করার পর পরিবর্তন সাধন করে (৩২১), তবে তার গুনাহ্ সেসব পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে (৩২২)। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

فَمَنۡ بَدَّلَهٗ بَعۡدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثۡمُهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ يُبَدِّلُوۡنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱۸۱﴾

১৮২. তারপর যে ব্যক্তি এ আশংকা বোধ করে যে, ওসীয়তকারী কিছু অন্যায় কিংবা পাপ করেছে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার উপর কোন গুনাহ্ নেই (৩২৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

فَمَنۡ خَافَ مِنۡ مُّوۡصٍ جَنَفًا اَوۡ اِثۡمًا فَاَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۸۲﴾

রুকূ' - তেইশ

১৮৩. হে ঈমানদারগণ (৩২৪)! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেয্‌গারী অর্জিত হয় (৩২৫);

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَۙ ﴿۱۸۳﴾

১৮৪. নির্দিষ্ট দিনসমূহ (৩২৬)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো (৩২৭),

اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা চিরাচরিত ইবাদত। হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানা থেকে সমস্ত শরীয়তে তা ফরয হয়ে এসেছে, যদিও দিন ও বিধানাবলী ভিন্ন ছিলো; কিন্তু মূল রোযা সমস্ত উম্মতের উপর অপরিহার্য ছিলো।

টীকা-৩২৫. এবং তোমরা পাপ কার্যাদি থেকে বাঁচতে পারো। কারণ, এটা কু-প্রবৃত্তিকে দমনের মাধ্যম ও খোদাভীরুদের বিশেষ চিহ্ন (شعار)।

টীকা-৩২৬. অর্থাৎ শুধু রমযানের একটা মাস।

টীকা-৩২৭. 'সফর' দ্বারা ঐ ভ্রমণই বুঝায়, যা তিন দিনের দূরত্ব অপেক্ষা কম না হয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রুগ্ন ও সফররত ব্যক্তিকে এ অবকাশ দিয়েছেন যে, যদি সে রমযান মাসে রোযা পালনের ফলে রোগবৃদ্ধি কিংবা মৃত্যুর আশংকাবোধ করে, অথবা সফরে অসুবিধা ও কষ্টের (আশংকা বোধ করে), তবে সে রোগ-ভোগ ও সফরের দিনগুলোতে রোযা ভঙ্গ করবে এবং এর পরিবর্তে নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতিরেকে অন্যান্য দিনগুলোতে সেগুলোর ক্বাযা করবে। নিষিদ্ধ দিন পাঁচটা, যেগুলোতে রোযা পালন করা জায়েয নয়ঃ- দু'ঈদের দিন ও যিলহজ্জ্ মাসের ১১শ, ১২শ এবং ১৩শ দিবস।

মাস্‌আলাঃ পীড়িত ব্যক্তির জন্য শুধু মনের আশংকার (وهم) ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণ অথবা অভিজ্ঞতা কিংবা কোন প্রকাশ্য ফাসিক নয় এমন চিকিৎসকের অভিমত দ্বারা মনের অধিকতর ধারণা অর্জিত না হয় এ মর্মে যে, রোযা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হবার কিংবা বৃদ্ধি পাবার কারণ হবে।

মাস্‌আলাঃ যে বাস্তবে পীড়িত না হয়, কিন্তু মুসলমান চিকিৎসক একথা বলেন যে, সে রোযা রাখলে পীড়িত হয়ে পড়বে, সেও পীড়িত হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাস্‌আলাঃ গর্ভবতী অথবা স্তন্য পান করায় এমন নারী যদি এ আশংকা করে যে, রোযা রাখলে সন্তানের কিংবা তার আপন প্রাণহানি ঘটবে কিংবা পীড়িত

★ মাসিক রক্তস্রাব।

★★ [illegible] স্রাব।

হয়ে পড়বে, তবে তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ।

মাস্‌আলাঃ যে মুসাফির ভোর-উদয় হবার পূর্বে সফর আরম্ভ করেছে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পর সফর আরম্ভ করে তার জন্য ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

টীকা-৩২৮. মাস্‌আলাঃ যে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখেনা আর ভবিষ্যতেও সামর্থ্য ফিরে পাবার আশা বাকী থাকেনা তাকে 'শায়খ-ই-ফানী' (মৃত্যুর মুখোমুখি বৃদ্ধ) বলা হয়। তার জন্য বৈধ যে, সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে অর্দ্ধ সা' অর্থাৎ সাড়ে একাত্তর টাকা (তোলা) ★ পরিমাণ গম অথবা গমের আটা অথবা তার দ্বিগুণ 'যব' কিংবা এর মূল্য 'ফিদিয়া' হিসেবে প্রদান করবে।

মাস্‌আলাঃ যদি 'ফিদিয়া' প্রদানের পর রোযা রাখার সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে রোযা পালন ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে।

মাস্‌আলাঃ যদি 'শায়খ-ই-ফানী' গরীব হয় এবং 'ফিদিয়া' প্রদানে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং স্বীয় অপারগতাজনিত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

টীকা-৩২৯. অর্থাৎ 'ফিদিয়া'র পরিমাণ অপেক্ষা বেশী প্রদান করবে।

অতঃপর ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে তারা এর বিনিময়ে দেবে একজন মিস্‌কীনের খাবার (৩২৮)। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ থেকে সৎকর্ম অধিক করবে (৩২৯) তবে তা তার জন্য উত্তম এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর যদি তোমরা জানো (৩৩০)।

১৮৫. রমযানের মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে (৩৩১), মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথনির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর সহজই চান এবং তোমাদের উপর ক্লেশ চান না; আর এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে (৩৩২) এবং আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১৮৬. এবং হে মাহবূব! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি (৩৩৩);

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ؗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ

টীকা-৩৩০. এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদিও মুসাফির ও পীড়িতদের জন্য রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু অধিক উত্তম ও শ্রেয় হচ্ছে রোযা রাখা।

টীকা-৩৩১. এর অর্থে তাফসীর-কারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) রমযান হচ্ছে এমন মাস যার মহিমা ও মর্যাদা প্রসঙ্গে ক্বোরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে।

দুই) ক্বোরআন করীম অবতরণের প্রারম্ভ রমযানেই হয়েছে।

তিন) এই যে, সম্পূর্ণ ক্বোরআন করীম রমযান মুবারকের শবে ক্বদরে 'লওহ্-ই-মাহফূয' থেকে প্রথম আস্‌মানের প্রতি অবতারণ করা হয় এবং 'বায়তুল ইয্‌যাত' (সম্মানিত গৃহ)-এর মধ্যে থাকে। এটা হচ্ছে এ আস্‌মানের উপর একটা বিশেষ স্থান। এখান থেকে সময় সময়, হিকমতের চাহিদানুসারে, যতটুকু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে, জিব্রাঈল আমীন নিয়ে আসতে থাকেন। এ অবতরণ দীর্ঘ তেইশ বছর কালে পরিপূর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৩২. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়। সুতরাং চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ করো এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো। যদি উনত্রিশে রমযান চন্দ্র দর্শন না ঘটে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।"

টীকা-৩৩৩. এতে আল্লাহ্‌র সন্ধানকারীদের সাধনার বিবরণ রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র ইশ্‌কের উপর স্বীয় চাহিদাসমূহ ক্বোরবানী করেছেন; যাঁরা তাঁরই প্রত্যাশী। তাঁদেরকে নৈকট্য ও মিলনের সুসংবাদ যারা আনন্দিত করা হয়েছে।

শানে নুযূলঃ সাহাবীদের একটা দল আল্লাহ্‌র প্রেমোচ্ছ্বাসে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "আমাদের প্রতিপালক কোথায়?" এর জবাবে নৈকট্যের সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করে এরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'স্থান' থেকে পবিত্র। যে বস্তু অন্য কিছুর সাথে স্থানগত নৈকট্য রাখে সেটা তার দূরবর্তী বস্তু থেকে অবশ্যই দূরত্বও রাখে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বান্দারই নিকটে আছেন; কোন স্থানে

★ অর্দ্ধ সা' = ১৭৫ $\frac{১}{}$ তোলা বা দু'কেজি ৫ গ্রাম প্রায়।

অবস্থানকারীর পক্ষে এমনটি সম্ভবপর নয়। নৈকট্যের স্তরসমূহে পৌঁছা বান্দার পক্ষে তখনই সম্ভব, যখন সে আলস্য পরিহার করে। কবির ভাষায়ঃ

دوست نزدیک تر از من بمن است
وین عجیب تر کہ من از وے دُورم

অর্থাৎ ঃ "বন্ধু আমার অতি নিকটে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তার থেকে দূরে।"

টীকা-৩৩৪. দো'আ হচ্ছে- 'প্রয়োজন উপস্থাপন করা'। আর إِجَابَتْ (ইজাবত) বা 'প্রার্থনা গ্রহণ করা' হচ্ছে- প্রতিপালক আপন বান্দার প্রার্থনার জবাবে لَبَّيْكَ عَبْدِىْ (আমি হাযির, হে আমার বান্দা!) বলা; 'মনস্কামনা পূরণ করা' অন্য কিছু। তাও কখনো তাঁর কৃপায় তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়, কখনো তাঁর হিকমতানুসারে, কিছুটা দেরীতে হয়। কখনো বান্দার প্রয়োজন দুনিয়াতেই মিটানো হয়, কখনো আখিরাতে। কখনো বান্দার উপকার অন্য কিছুতে হয়, তখন তাই দান করা হয়।

কখনো বান্দা প্রিয়ভাজন হয়। তার প্রয়োজন এজন্যই দেরীতে মিটানো হয় যেন সে দেরীক্ষণ পর্যন্ত দো'আ প্রার্থনায় মশগুল থাকে।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা — ৬৮ — পারা ঃ ২

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে (৩৩৪)। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

১৮৭. রোযাসমূহের রাত্রিগুলোতে আপন স্ত্রীদের নিকটে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে (৩৩৫); তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মাগুলোকে অবিশ্বস্ততার মধ্যে ফেলছিল, অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন (৩৩৬)। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও (৩৩৭); এবং তালাশ করো– আল্লাহ্ যা তোমাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন (৩৩৮); এবং পানাহার করো (৩৩৯)

মানযিল - ১

কখনো প্রার্থনাকারীর মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা ইত্যাদি দো'আ কবূল হবার শর্তাবলী থাকেনা। এ কারণেই আল্লাহ্র সৎ ও মাকবূল বান্দাদের দ্বারা দো'আ করানো হয়।

মাস্আলাঃ কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য দো'আ করা বৈধ নয়। দো'আর নিয়মাবলীর অন্যতম হচ্ছে- অন্তরের একাগ্রতার (حضور قلب) সাথে কবুল হবার 'ইয়াক্বীন' (দৃঢ় বিশ্বাস) রেখে দো'আ করা এবং এ অভিযোগ না করা যে, আমার দো'আ কবূল হয়নি।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে- নামাযের পর 'হাম্দ' ও 'সানা' (আল্লাহ্র প্রশংসাবাক্য) ও 'দরূদ শরীফ' পাঠ করবে অতঃপর দো'আ করবে।

টীকা-৩৩৫. শানে নুযূলঃ পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে ইফতারের পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা এশার নামায পর্যন্ত (সময়ের জন্য) হালাল ছিলো। এশার নামাযের পর এসব কাজ রাত্রি বেলায়ও হারাম হয়ে যেতো। এ বিধান হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। কোন কোন সাহাবী দ্বারা রমযানের রাত্রিসমূহে এশার পর স্ত্রী সহবাস সংঘটিত হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও ছিলেন। এজন্য এসব হযরত লজ্জিত হলেন এবং রসূলে পাকের দরবারে অবস্থা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করলেন আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো এবং বলে দেয়া হলো যে, ভবিষ্যতের জন্য রমযানের রাত্রি সমূহে মাগরিব থেকে সোব্হে সাদেক্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো।

টীকা-৩৩৬. এ 'অবিশ্বস্ততা' বলতে ঐ স্ত্রী সহবাস বুঝায় যা বৈধ হবার পূর্বে রমযানের রাতগুলোতে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। সেটার ক্ষমা ঘোষণা করে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে।

টীকা-৩৩৭. এ নির্দেশটা 'মুবাহ' (বৈধতা) নির্দেশক; এখন ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে এবং রমযানের রাতগুলোতে স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে।

টীকা-৩৩৮. এতে পথ নির্দেশ রয়েছে যে, স্ত্রী সঙ্গম বংশ-বিস্তার ও সন্তান-সন্ততি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত; যার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও ধর্ম শক্তিশালী হয়।

তাফসীরকারদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে– স্ত্রী সহবাস শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক হওয়া চাই- যে স্থানে (অঙ্গে) ও যে নিয়মে বৈধ করেছে তা যেন লংঘন না করে। (তাফসীর-ই-আহমদী)

অপর এক অভিমত এটাও যে, যা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করেছেন তারই সন্ধান করার অর্থ হচ্ছে- রমযানের রাত্রিগুলোত অধিক ইবাদত এবং জাগ্রত থেকে 'শবে ক্বদর' তালাশ করা।

টীকা-৩৩৯. এ আয়াত সারমাহ্ বিন ক্বায়স সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মেহনতী লোক ছিলেন। একদিন রোযাবস্থায় পূর্ণ দিবস আপন জমিতে কাজ

করার পর সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন। স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলেন। সে রান্না কার্যে লেগে গেলো। এদিকে তিনি ছিলেন পরিশ্রান্ত। ইত্যবসরে, তাঁর চোখে নিদ্রা নেমে আসলো। যখন খাবার তৈরী করে তাঁকে জাগ্রত করলো, তখন তিনি আহারে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা, সে যুগে ঘুমিয়ে পড়ার পর রোযাদারের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। এমতাবস্থায়ই তিনি পরবর্তী দিনের রোযা রেখে দিলেন। দুর্বলতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো। দুপুরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর রমযানের রাত্রিগুলোতে তাঁরই কারণে পানাহার বৈধ করা হলো; যেমনি ভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাওবা ও অনুশোচনার কারণে 'স্ত্রী সঙ্গম' হালাল হয়েছে।

টীকা-৩৪০. 'রাত'-কে কৃষ্ণরেখা ও 'সোব্‌হে সাদেক'-কে শুভ্র রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের জন্য পানাহার করা রমযানের রাতগুলোতে মাগরিব থেকে সোব্‌হে সাদেক পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

মাস্‌আলাঃ সোব্‌হে সাদেক পর্যন্ত অনুমতি দেয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'জানাবত' ★ রোযার অন্তরায় নয়। (সুতরাং) 'জানাবত'-এর অবস্থায় যার ভোর হয়েছে সে গোসল করে নেবে। তার রোযা ত্রুটিমুক্ত। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

মাস্‌আলাঃ এ থেকে ইমামগণ এ মাসআলা বের করেছেন যে, রমযানের রোযার নিয়্যত করা দিনের বেলায়ও জায়েয।

এ পর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা থেকে, ভোর হয়ে (৩৪০); অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযাগুলো সম্পূর্ণ করো (৩৪১); এবং স্ত্রীদের গায়ে হাত লাগাবে না যখন তোমরা মসজিদগুলোতে ই'তিকাফরত থাকো (৩৪২)। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, সেগুলোর নিকটে যেওনা। আল্লাহ্ এভাবেই বর্ণনা করেন লোকদের জন্য আপন নিদর্শনগুলো, যাতে তাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়।

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

১৮৮. এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং না বিচারকদের নিকট তাদের মুকাদ্দমা এজন্য পৌঁছাবে যে, লোকজনের কিছু ধন-সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে নেবে (৩৪৩), জেনে-বুঝে।

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

টীকা-৩৪১. এ থেকে রোযার শেষ সীমা সম্পর্কে জানা যায়। আর এ মাসআলা প্রমাণিত হয় যে, রোযাবস্থায় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে কোন একটা সংঘটিত করলে তার উপর কাফ্‌ফারা অপরিহার্য হয়ে যায়। (মাদারিক)

মাস্‌আলাঃ ইমামগণ এ আয়াতকে 'সওম-ই-ভিসাল' (صوم وصال) অর্থাৎ রাতদিন ইফতার ব্যতিরেকেই রোযা পালন করা নিষিদ্ধ হবার পক্ষে প্রমাণ সাব্যস্ত করেন।

টীকা-৩৪২. এতে বিবরণ রয়েছে যে, রমযানের রাতগুলোতে রোযাদারের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল; যদি সে ই'তিকাফরত না হয়।

মাস্‌আলাঃ ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের নিকটবর্তী হওয়া ও চুম্বন-আলিঙ্গন করা হারাম।

মাস্‌আলাঃ পুরুষদের ই'তিকাফের জন্য মসজিদ জরুরী।

মাস্‌আলাঃ ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার করা ও শয়ন করা জায়েয।

মাস্‌আলাঃ স্ত্রীলোকদের ই'তিকাফ তাদের ঘরের মধ্যেই জায়েয।

মাস্‌আলাঃ ই'তিকাফ এমনসব মসজিদেই বৈধ যেগুলোতে জমা'আত কায়েম হয়।

মাস্‌আলাঃ ই'তিকাফে 'রোযা' পূর্বশর্ত।

টীকা-৩৪৩. এ আয়াতে অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ গ্রাস করা হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে- চাই লুণ্ঠন করে হোক, কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে হোক, অথবা চুরি করে হোক, কিংবা জুয়া খেলে হোক অথবা হারাম তামাশাদি কিংবা হারাম কার্যাদি অথবা হারাম বস্তুসমূহের পরিবর্তে; অথবা ঘুষ কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা চোগলখুরীর মাধ্যমে- এ সবই নিষিদ্ধ ও হারাম।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, অন্যায়ভাবে হীন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য কারো বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা সাজানো এবং তাকে বিচারকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করা না জায়েয ও হারাম। অনুরূপভাবে, স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অপরের ক্ষতি করার জন্য বিচারকমণ্ডলীর উপর প্রভাব খাটানো ও ঘুষ ইত্যাদি দেয়া হারাম। যারা বিচারকমণ্ডলীর ঘনিষ্ট লোক, তারা যেন এ আয়াতের নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখে। হাদীস শরীফে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনকারীদের প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করা হয়েছে।

★ এমন অপবিত্রতা, যার কারণে গোসল করা ফরয হয়। যেমন- স্ত্রী-সহবাস, যৌন-উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত ইত্যাদির কারণে শরীর নাপাক হওয়া। এমনই নাপাকীর অবস্থায় কারো ভোর হলে তার রোযা ত্রুটিমুক্ত।

রুকূ' – চব্বিশ

১৮৯. (হে হাবীব!) আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে (তারা) জিজ্ঞাসা করছে (৩৪৪)। আপনি বলে দিন, 'সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, মানবজাতি ও হজ্জের জন্য (৩৪৫)। আর এটা কোন পূণ্যময় কাজ নয় যে, (৩৪৬) গৃহগুলোর মধ্যে পেছনের দরজা কেটে আসবে। হাঁ, পূণ্য তো খোদাভীরুতাই; এবং গৃহসমূহে দরজাগুলো দিয়েই প্রবেশ করো (৩৪৭)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এ আশায় যে, সাফল্য অর্জন করবে।'

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰی ۚ وَاْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

১৯০. এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো (৩৪৮) তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৩৪৯)

وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَكُمْ

মানযিল – ১

টীকা-৩৪৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত মু'আয ইবনে জবল ও হযরত সা'লাবাহ্ ই'বনে গানাম আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা)-এর প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। তাঁরা দু'জনই আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (দঃ)! চন্দ্রের এ অবস্থা কেন? তা প্রথমে খুব সরু হয়ে উদিত হয়, তারপর দিন দিন বাড়তে থাকে, এভাবে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আলোকিত হয়ে যায়। অতঃপর ছোট হতে থাকে। এভাবে পূর্বের ন্যায় সরু হয়ে যায়। কেন এক অবস্থায় থাকে না?" এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো- চন্দ্র বড় ও ছোট হবার হিকমত বা রহস্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। কোন কোন তাফসীরকারের ধারণা হচ্ছে প্রশ্নের উদ্দেশ্য, এ পরিবর্তনের 'কারণ' জিজ্ঞাসা করা।

টীকা-৩৪৫. চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করেছেন- তা হচ্ছে সময়ের কতগুলো প্রতীক। আর মানুষের শত সহস্র ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাদি এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত। কৃষি, ব্যবসা, লেনদেনের মামলাসমূহ, রোযা ও ঈদের সময়, স্ত্রী লোকদের ইদ্দতসমূহ ★ হায়য্ (ঋতুস্রাব)-এর দিন সমূহ, গর্ভধারণ এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর স্তন্য পানের (رضاعت) সময়সীমা, শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করানোর সময় এবং হজ্বের বিভিন্ন সময় তা (চন্দ্রের পরিবর্তন) থেকে জানা যায়। কেননা, প্রথমে যখন চাঁদ সরু থাকে তখন প্রত্যক্ষকারী ধারণা করে নেয় যে, এগুলো হচ্ছে- মাসের প্রারম্ভিক দিন। আর যখন চাঁদ পূর্ণমাত্রায় আলোকিত হয় তখন জানা যায় যে, এটা মাসের মাঝামাঝি তারিখ। আর যখন চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন বুঝা যায় যে, এখন মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে এর মধ্যবর্তী দিনসমূহে চন্দ্রের অবস্থাদির কথাও বুঝা যায়। অতঃপর মাস থেকে বছরের হিসাব হয়। এটা এমন একটা খোদায়ী কুদরতের যন্ত্র, যা আকাশের বুকে সর্বদা (নিয়মিত) চালু অবস্থায় থাকছে। আর প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষাভাষী লোক, বিদ্বান এবং নিরক্ষর- সবাই এ থেকে আপন আপন হিসাব জেনে নেয়।

টীকা-৩৪৬. শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগের লোকদের অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা হজ্বের জন্য 'ইহরাম' বাঁধতো তখন কোন ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতোনা। যদি নেহায়েত কোন প্রয়োজন হতো, তবে পেছনে দরজা কেটে প্রবেশ করতো আর এটাকে পূণ্যময় কাজ বলে ধারণা করতো। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৪৭. চাই ইহরামের অবস্থায় হোক কিংবা ইহরাম বিহীন অবস্থায়।

টীকা-৩৪৮. ৬ষ্ঠ হিজরী সনে হুদায়বিয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। এ বৎসর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে ওমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে মক্কা মুকার্‌রামাহ্ রওনা দেন। মুশরিকগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌য় প্রবেশ করতে বাধা দিলো এবং (শেষ পর্যন্ত) এ মর্মে সন্ধি হলো যে, তিনি (দঃ) পরবর্তী বছর তাশরীফ আনবেন। তখন তাঁর জন্য তিন দিন মক্কা মুকাররামাহ্ খালি করে দেয়া হবে। সুতরাং পরবর্তী বছর ৭ম হিজরী সালে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওমরাহ্‌র 'কাযা' নেয়ার জন্য তাশরীফ আনয়ন করলেন। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ১৪০০ জনের একটা জমা'আত ছিলো। মুসলমানগণ এ আশংকা করলেন যে, কাফিরগণ অঙ্গীকার রক্ষা করবে না এবং মক্কার হেরম শরীফে 'শাহ্‌র-ই-হারাম' অর্থাৎ যিলক্বদ মাসে যুদ্ধ করবে। এ দিকে মুসলমানগণ থাকবেন ইহরাম পরিহিত অবস্থায়। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা মুশকিল। কেননা, জাহেলী যুগ থেকে ইসলামের প্রারম্ভিককাল পর্যন্ত না হেরম শরীফের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা বৈধ ছিলো, না মাহে হারাম-এ (অর্থাৎ যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মুহর্‌রম ও রজব মাসে), না ইহরাম পরিহিত অবস্থায়। সুতরাং তখন তাঁরা এমতাবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি মিলবে কিনা- এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৪৯. এর অর্থ হয়ত এই যে, যে সব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা যুদ্ধের সূচনা করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা ও দ্বীনের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করো। এ নির্দেশ ইসলামের প্রারম্ভিক কালে প্রযোজ্য ছিলো। অতঃপর তা রহিত করা হয়েছে। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হলো– চাই তারা যুদ্ধের সূচনা করুক কিংবা নাই করুক।

অথবা এ অর্থ যে, 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখে।' এ কথা (ইচ্ছা) সকল কাফিরের মধ্যে রয়েছে। কেননা তারা সবাই দ্বীন-ইসলামের

★ তালাকপ্রাপ্তা হয়ে কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর পর স্ত্রীলোককে যেই নির্দ্ধারিত সময় আপন আপন ঘরে অপেক্ষা করতে হয় তাই 'ইদ্দত'। 'হায়য' বা 'রজঃস্রাব' হয় এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত তালাকের পর তিন হায়য। 'হায়য' হয়না এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত তিন মাস। আর অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাকে চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দত পালনের এ সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীলোকদের সাজসজ্জা এবং অন্য বিয়ের প্রস্তাব প্রদান বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

বিরোধী এবং মুসলমানদের শত্রু। যদিও তারা কোন কারণ বশতঃ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু সুযোগ পেলেই তাতে ত্রুটি করবেনা।

এ অর্থও হতে পারে যে, 'যে সব কাফির যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের মুকাবিলায় আসে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।' এমতাবস্থায়, দুর্বল, বৃদ্ধ, শিশু, পাগল, পঙ্গু, অন্ধ, অসুস্থ এবং স্ত্রীলোক প্রমুখ- যারা যুদ্ধক্ষম নয়, তারা এ নির্দেশের আওতার পড়বেনা। এদেরকে হত্যা করা বৈধ হবেনা।

টীকা-৩৫০. যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোনা কিংবা যাদের সাথে তোমরা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছো; কিংবা আহ্বান ব্যতিরেকে যুদ্ধ করোনা। কেননা, শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে কাফিরদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। যদি (তারা ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকার করে, তবে 'জিয্‌য়া' তলব করা হবে। এতেও যদি অস্বীকৃতি জানায়, তবে যুদ্ধ করা যাবে। এ অর্থের ভিত্তিতে, আয়াতের হুকুম বহাল আছে, রহিত নয়।

(তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

এবং সীমা অতিক্রম করোনা (৩৫০)। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না সীমা অতিক্রমকারীদেরকে।

وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝۱۹۰

১৯১. এবং কাফিরদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো (৩৫১) এবং তাদেরকে বের করে দাও (৩৫২) যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা বের করেছিলো (৩৫৩)। আর তাদের ফিৎনা তো হত্যা অপেক্ষাও প্রচণ্ডতর (৩৫৪) এবং মসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা (৩৫৫) যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদেরকে হত্যা করো (৩৫৬)। কাফিরদের এটাই শাস্তি।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۹۱

১৯২. অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে (৩৫৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۹۲

১৯৩. এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে যাবৎ কোন ফিৎনা না থাকে এবং এক আল্লাহ্‌রই ইবাদত হতে থাকে। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় (৩৫৮), তবে আক্রমণ নেই, কিন্তু যালিমদের উপর।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۹۳

১৯৪. পবিত্র মাসের পরিবর্তে পবিত্র মাস এবং আদবের পরিবর্তে আদব (৩৫৯)। যে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তাকে (তোমরা) আক্রমণ করো ততটুকুই, যতটুকু সে করেছে; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রেখো- আল্লাহ্ খোদাভীরুদের সাথে রয়েছেন।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۭ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۹۴

১৯৫. এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো (৩৬০) এবং নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়োনা (৩৬১) এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাও। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্‌র প্রিয়।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۹۵

টীকা-৩৫১. চাই হেরম হোক, কিংবা হেরম ব্যতীত অন্য কোন স্থান।

টীকা-৩৫২. মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে

টীকা-৩৫৩. গত বছর। সুতরাং মক্কা বিজয়ের দিন যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের বেলায় এটাই করা হয়েছিলো।

টীকা-৩৫৪. 'ফ্যাসাদ' (ফিৎনা) দ্বারা 'শির্ক' বুঝানো হয়েছে; কিংবা মুসলমানদেরকে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা।

টীকা-৩৫৫. কেননা, এটা 'হেরম' শরীফের মর্যাদার পরিপন্থী।

টীকা-৩৫৬. কারণ, তারা হেরম শরীফের মর্যাদাহানি করেছে।

টীকা-৩৫৭. হত্যা ও শির্ক থেকে।

টীকা-৩৫৮. কুফর ও বাতিল পূজা থেকে।

টীকা-৩৫৯. যখন গত বছর, ৬ষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে আরবের মুশরিকগণ 'পবিত্র মাস'-এর মর্যাদা ও আদবের তোয়াক্কা করেনি এবং তোমাদেরকে ওমরাহ্ আদায় করতে বাধা দিয়েছে, তখন এ মর্যাদাহানি তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে এবং এর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র শক্তি প্রদানক্রমে, ৭ম হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে তোমরা ওমরাহ্ ক্বাযা করার সুযোগ পেয়েছো।

টীকা-৩৬০. এ থেকে ধর্মীয় সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করাই বুঝানো হয়েছে- চাই জিহাদ হোক, কিংবা অন্যান্য সৎ কাজ হোক।

টীকা-৩৬১. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়-কার্য পরিহার করাও ধ্বংসের কারণ এবং অপব্যয়ও। অনুরূপভাবে, অন্যান্য বস্তুও, যা বিপদ এবং ধ্বংসের কারণ হয়, সে সব বস্তু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়; এমনকি অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া কিংবা বিষপান করা কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা করা।

মাস্‌আলাঃ উলামা কেরাম এ মাস্‌আলাও অনুমান করেছেন যে, যেই শহরে মহামারী দেখা দেয় সেখানে যাওয়া উচিত নয়, যদিও সেখানকার লোকদের সেখান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষিদ্ধ।

টীকা-৩৬২. এবং সে দু'টি কাজ সেগুলোর 'ফরযসমূহ' ও 'শর্তাবলী' সহকারে খাস আল্লাহ্‌র জন্য, অলস্য ও ত্রুটি ব্যতীতই পূর্ণ করো।

হজ্জ হচ্ছে- ইহরাম পরিধান করে ৯ই যিলহজ্জ্ব তারিখে 'আরাফাত'-এ অবস্থান করা এবং কা'বা মু'আয্‌যমায় তাওয়াফ করা। এর জন্য সময় নির্ধারিত আছে; যার মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়; তবেই হজ্জ (আদায়) হয়।

মাস্‌আলাঃ হজ্জ, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে, ৯ম হিজরী সনে ফরয হয়েছে। এটার ফরয হওয়া অকাট্য।

হজ্জের ফরযসমূহঃ ১) ইহ্‌রাম বাঁধা, ২) আরাফাতে অবস্থান করা এবং ৩) তাওয়াফ-ই-যিয়ারত।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহঃ ১) মুযদালিফায় অবস্থান করা, ২) 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয়ে প্রদক্ষিণ (সা'ঈ) করা, ৩) 'রামী' বা কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ৪) মীক্বাতের বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ এবং ৫) মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল কাটা।

ওমরাহ্‌র রুকনঃ তাওয়াফ এবং সা'ঈ (সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) আর এর **'শর্ত' হচ্ছে ইহ্‌রাম এবং মাথা মুণ্ডানো।**

হজ্জ ও ওমরাহ্‌ করার চারটা নিয়ম আছেঃ যথা- ১) **ইফ্‌রাদ বিল হজ্জ** (অর্থাৎ 'হজ্জ-ই-ইফরাদ')ঃ তা হচ্ছে হজ্জের মাসগুলোতে অথবা তার পূর্বে, মীক্বাত থেকে অথবা তার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং অন্তরে এর নিয়ত করবে- চাই 'তালবিয়াহ্‌'র সময় মুখে এর উচ্চারণ করুক, কিংবা না-ই করুক।

২) **ইফ্‌রাদ বিল ওমরাহ্‌ঃ** তা হচ্ছে 'মীক্বাত' থেকে কিংবা এর পূর্বে, হজ্জের মাসগুলোতে কিংবা এর পূর্বে 'ওমরাহ্‌র ইহরাম' বাঁধবে এবং অন্তরে এর ইচ্ছা করবে, চাই তাল্‌বিয়াহ্‌র সময় এর উল্লেখ করুক কিংবা না-ই করুক এবং এর জন্য হজ্জের মাসসমূহে কিংবা এর পূর্বে তাওয়াফ করবে কিংবা সেই বছর হজ্জ করুক বা না-ই করুক; কিন্তু হজ্জ ও ওমরাহ্‌র 'ইলমাম-ই-সহীহ্‌' করবে এভাবে যে, আপন পরিবার-পরিজনের দিকে হালাল হয়ে ফিরে যাবে।

৩) **ক্বিরানঃ** তা হচ্ছে হজ্জ ও ওমরাহ্‌ দু'টিই একই ইহ্‌রামে একত্রিত করবে। সে ইহরাম, মীক্বাতে বাঁধা হোক কিংবা তার আগে, হজ্জের মাসসমূহে হোক কিংবা এর পূর্বে। প্রথম থেকেই হজ্জ ও ওমরাহ্‌ উভয়টারই নিয়ত করবে, চাই তাল্‌বিয়াহ্‌র সময় উভয়ের উল্লেখ করুক কিংবা না-ই করুক। প্রথমে ওমরাহ্‌র কার্যাদি আদায় করবে অতঃপর হজ্জের।

১৯৬. এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পূর্ণ করো (৩৬২)। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও (৩৬৩), তবে ক্বোরবানী প্রেরণ করো, যা সহজলভ্য হয় (৩৬৪) এবং আপন মস্তক মুণ্ডন করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বোরবানীর পশু আপন ঠিকানায় পৌঁছে না যায় (৩৬৫)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় কিছু ক্লেশ থাকে (৩৬৬), তবে তার বিনিময় (ফিদিয়া) দেবে- রোযা (৩৬৭) কিংবা সাদ্‌ক্বাহ্‌ (৩৬৮),

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

৪) **তামাত্তু'ঃ** তা হচ্ছে- মীক্বাত থেকে কিংবা এর পূর্বে, হজ্জের মাসসমূহে কিংবা এর আগে ওমরাহ্‌র ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের মাসসমূহে ওমরাহ্‌ করবে; কিংবা অধিকাংশ তাওয়াফ তার হজ্জের মাসসমূহে হবে এবং হালাল হয়ে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। আর সে বছরই হজ্জ করবে এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌র মাঝখানে আপন পরিবার-পরিজনের সাথে 'ইলমাম-ই-সহীহ' ★ করবে না। (মিস্‌কীন ও ফাত্‌হ)

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে ওলামা কেরাম 'হজ্জ-ই-ক্বিরান' প্রমাণিত করেছেন।

টীকা-৩৬৩. হজ্জ কিংবা ওমরাহ্‌ থেকে; আরম্ভ করার, ঘর থেকে বের হবার এবং ইহরামধারী হয়ে যাবার পরে; অর্থাৎ যদি তোমাদের হজ্জ ও ওমরাহ্‌ আদায়ে কোন বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়, চাই সেটা শত্রুর ভয় হোক কিংবা পীড়া ইত্যাদি, এমনি অবস্থায় তোমরা ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে এসো।

টীকা-৩৬৪. উট কিংবা গাভী অথবা ছাগল। আর এ ক্বোরবানী প্রেরণ করা ওয়াজিব।

টীকা-৩৬৫. অর্থাৎ হেরমের অভ্যন্তরে যেখানে সেগুলো যবেহ করার নির্দেশ আছে।

মাস্‌আলাঃ এ ক্বোরবানী হেরম-এর বাইরে হতে পারেনা।

টীকা-৩৬৬. যার কারণে সে মাথা মুণ্ডাতে বাধ্য হয় এবং মাথা মুণ্ডন করে নেয়,

টীকা-৩৬৭. তিন দিনের

টীকা-৩৬৮. ছয়জন মিস্‌কীনের খাবার। প্রত্যেক মিস্‌কীনের জন্য পৌণে দু'সের গম। ★★

★ إِلْمَام (ইলমাম) - এর আভিধানিক অর্থ- এসে অবতরণ করা। **ফিক্বহ্‌**-এর পরিভাষায় إلمام صحيح (ইলমাম-ই-সহীহ্‌) হচ্ছে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে আপন পরিবার-পরিজনের দিকে (স্বীয় মাতৃভূমি বা স্বদেশে) ফিরে আসা।

★★ এটা অর্দ্ধ সা'-এর সমপরিমাপ। অবশ্য, অন্য হিসাব মোতাবেক 'অর্দ্ধ সা' হচ্ছে ২ কেজি প্রায় ৫ গ্রাম। এটাই সর্বাধিক সঠিক ও উত্তম পরিমাপ। (সূরা বাক্বারাঃ টীকা নং ৩২৮ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

কিংবা ক্বোরবানী। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ থাকবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরাহ্ মিলানোর ফায়দা উঠায় (৩৬৯) তার উপর ক্বোরবানী রয়েছে যেমনি সহজলভ্য হয় (৩৭০); অতঃপর যার জন্য সম্ভবপর না হয়, তবে সে তিনটা রোযা হজ্জের দিনগুলোতে রাখবে (৩৭১) এবং সাতটা যখন আপন গৃহে ফিরে যাবে- এ পূর্ণ দশটা হলো। এ হুকুম তারই জন্য যে মক্কার বাসিন্দা নয় (৩৭২); আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।

أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

রুকূ' - পঁচিশ

১৯৭. হজ্জের কতিপয় মাস রয়েছে, সুবিদিত (৩৭৩), অতঃপর যে ব্যক্তি এ গুলোতে হজ্জের নিয়ত করে (৩৭৪), তবে না স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের আলোচনা করা হবে, না কোন গুনাহ্, না কারো সাথে ঝগড়া (৩৭৫) হজ্জের সময় পর্যন্ত এবং তোমরা যে-ই উত্তম কাজ করবে আল্লাহ্ সেটা জানেন (৩৭৬); আর পাথেয় সঙ্গে নাও। কারণ, নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে- খোদাভীরুতা (৩৭৭) এবং আমাকে ভয় করতে থাকো, হে বিবেকবানগণ (৩৭৮)!

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

টীকা-৩৬৯. অর্থাৎ তামাত্তু' করবে।

টীকা-৩৭০. এ ক্বোরবানী তামাত্তু'র, হজ্জের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে; যদিও 'তামাত্তু'কারী গরীব হয়; কিন্তু ঈদুল আয্হার ক্বোরবানী নয়, যা গরীব এবং মুসাফিরের উপর ওয়াজিব হয়না।

টীকা-৩৭১. অর্থাৎ ১লা শাওয়াল থেকে ৯ই যিলহজ্ব পর্যন্ত ইহরাম বাঁধার পর। এর মাঝখানে যখন চায় রাখবে- চাই এক সাথে কিংবা আলাদাভাবে। উত্তম হচ্ছে- ৭, ৮ ও ৯ই যিলহজ্জে রাখা।

টীকা-৩৭২. মাস্আলাঃ মক্কা-বাসীদের জন্য না তামাত্তু'র বিধান আছে, না ক্বিরানের। আর মীক্বাতসমূহের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাসকারীগণ মক্কাবাসীদের মধ্যে গণ্য হয়।

'মীক্বাত' পাঁচটাঃ যথা- ১) যুল-হুলায়ফাহ্, ২) যাত-ই-ইরক্ব, ৩) জোহ্ফাহ্, ৪) ক্বারন এবং ৫) ইয়ালাম্লাম।

'যুল-হুলায়ফাহ্' মদীনাবাসীদের জন্য, 'যাত-ই-ইরক্ব' ইরাকবাসীদের জন্য, 'জোহ্ফাহ্' সিরিয়াবাসীদের জন্য, 'ক্বারন' নজদবাসীদের জন্য এবং 'ইয়ালাম্লাম' ইয়েমেনবাসীদের জন্য।

টীকা-৩৭৩. শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জের দশ দিন। হজ্জের কার্যাদি এ দিনগুলোতেই দুরস্ত হয়।

মাস্আলাঃ যদি কেউ এসব দিবসের পূর্বেই হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়, তবে জায়েয হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে।

টীকা-৩৭৪. অর্থাৎ হজ্জকে নিজের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে নেয় ইহরাম বেঁধে কিংবা 'তাল্বিয়াহ' বলে; অথবা ক্বোরবানীর পশু প্রেরণ করে। তার উপর ঐসব বস্তু অপরিহার্য, যে গুলোর কথা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

টীকা-৩৭৫. رَفَث (রাফাস) হচ্ছে- স্ত্রী সম্ভোগ কিংবা স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের কথা আলোচনা করা অথবা অশ্লীল কথা বলা। কিন্তু বিবাহ এ'তে অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাস্আলাঃ 'মুহরিম' অথবা 'মুহরিমাহ্ (যথাক্রমে, ইহ্রামধারী পুরুষ ও ইহ্রামধারীণী মহিলা)-এর বিবাহ্ জায়েয; সম্ভোগ জায়েয নয়।

فُسُوق (ফুসূক্ব) দ্বারা (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের) 'আদেশ অমান্য করা এবং পাপাচারসমূহ' আর جِدَال (জিদাল) দ্বারা 'ঝগড়া-বিবাদ' বুঝানো হয়েছে; চাই আপন সঙ্গী কিংবা সেবকের সাথে হোক অথবা অন্যান্য লোকদের সাথে।

টীকা-৩৭৬. মন্দ কাজগুলো থেকে বারণ করার পর সৎ কার্যাদির প্রতি উৎসাহিত করেছেন যে, গুনাহ্র স্থলে খোদাভীরুতা এবং ঝগড়া-বিবাদের স্থলে প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বন করো।

টীকা-৩৭৭. শানে নুযূলঃ কোন কোন ইয়েমেনবাসী পাথেয়-বিহীন অবস্থায় হজ্জের জন্য রওনা দিতো এবং নিজেরা নিজেদেরকে (আল্লাহ্র উপর) 'ভরসাকারী' বলতো। আর মক্কা মুকার্রমায় পৌঁছে ভিক্ষা করা আরম্ভ করতো এবং কখনো লুণ্ঠন ও পর-দ্রব্য আত্মসাৎ করে বসতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "পাথেয় নিয়েই রওনা দাও, অন্যান্যদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিও না, ভিক্ষা করোনা। কেননা, উত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীরুতা।"

অন্য এক অভিমত হচ্ছে, "পরহেয্গারীরূপী পাথেয় সাথে নাও।" দুনিয়াবী সফরের জন্য যেমন পাথেয় জরুরী, তেমনি আখিরাতের সফরের জন্যও পরহেয্গারীর পাথেয় অপরিহার্য।

টীকা-৩৭৮. অর্থাৎ বিবেকের (আক্বল) দাবী হচ্ছে- 'খোদার ভয়'। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করেনা সে বিবেকহীনদের মতোই।

টীকা-৩৭৯. **শানে নুযূলঃ** কোন কোন মুসলমান মনে করেছেন যে, হজ্জের পথে যে ব্যক্তি ব্যবসা করছে, কিংবা ভাড়ার উপর উট চালায় তার আবার হজ্জই-বা কি? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

মাস্আলাঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার কারণে হজ্জের কার্যাদি পালনে কোন ক্ষতি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা 'মুবাহ্' (বৈধ)।

টীকা-৩৮০. 'আরাফাত' একটা স্থানের নাম, যা 'মাওক্বেফ' বা হাজীদের বিশেষ 'অবস্থানস্থল'।

দোহ্হাক এর অভিমত হচ্ছে- হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আলায়হিমাস্ সালাম) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার পর ৯ই যিলহজ্জ 'আরাফাত' নামক স্থানে পুনর্মিলিত হন এবং পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলেন। এ জন্যই সেই দিবসের নাম 'আরফাহ্' এবং সেই স্থানের নাম হয় 'আরাফাত'।

একটা অভিমত এরূপও রয়েছে যে, যেহেতু বান্দাগণ সেদিন নিজেদের গুনাহ্সমূহের 'ই'তিরাফ' বা স্বীকার করে থাকেন, সেহেতু সে দিনের নাম 'আরফাহ্' হয়েছে।

মাস্আলাঃ আরাফাতে অবস্থান করা ফরয। কেননা, افاضه বা প্রত্যাবর্তন করা (আরাফাতে) অবস্থান করা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

টীকা-৩৮১. **'তাল্বিয়াহ্'** (تلبيه বা 'লাব্বায়কা .... লা-শরীকা লাকা লাব্বায়কা' বলা), 'তাহ্লীল' ('লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' বলা), 'তাকবীর' ('আল্লাহু আকবর' বলা), 'সানা' (আল্লাহর প্রশংসা বাক্য পাঠ করা) এবং দো'আর মাধ্যমে কিংবা মাগরিব ও এশা নামাযের মাধ্যমে।

টীকা-৩৮২. **'মাশ্আর-ই-হারাম'** হচ্ছে- 'ক্বোযাহ্ পর্বত', যার উপর ইমাম দাঁড়ান।

১৯৮. তোমাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই (৩৭৯) যে, আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করবে। কাজেই, যখন 'আরাফাত' থেকে প্রত্যাবর্তন করবে (৩৮০) তখন আল্লাহ্র স্মরণ করো (৩৮১) 'মাশ্'আর-ই-হারাম'★-এর নিকটে (৩৮২) এবং তাঁর স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন এবং নিশ্চয় এর পূর্বে তোমরা বিভ্রান্ত ছিলে (৩৮৩)।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾

১৯৯. অতঃপর কথা হচ্ছে হে ক্বোরাঈশীগণ! তোমরাও সেইস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করো যে স্থান থেকে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে (৩৮৪) এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

২০০. অতঃপর যখন (তোমরা) আপন হজ্জের কাজ পূর্ণ করে নাও (৩৮৫),

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ

মাস্আলাঃ 'ওয়াদী-ই-মুহাস্সার' ব্যতীত সমগ্র মুয্দালিফাই 'মাওক্বেফ' (অবস্থানের বিশেষ স্থান)। এখানে অবস্থান করা ওয়াজিব। কোন ওযর ব্যতীত এটা (অবস্থান করা) পরিহার করলে 'দম' ওয়াজিব হয়। আর 'মাশ্'আর-ই-হারাম'-এর নিকট অবস্থান করা উত্তম।

টীকা-৩৮৩. 'আল্লাহর স্মরণ' ও 'ইবাদত' -এর কোন নিয়ম কানূন তোমাদের জানা ছিলোনা।

টীকা-৩৮৪. ক্বোরাঈশ বংশীয় লোকেরা মুয্দালিফায় দাঁড়িয়ে থাকতো এবং অন্য লোকদের সাথে আরাফাতে অবস্থান করতোনা। অন্যান্য লোকেরা যখন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করতো তখন তারা মুয্দালিফাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করতো। আর এতে তাদের মহত্ব মনে করতো। এ আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারাও অন্যান্য লোকের সাথে আরাফাতে অবস্থান করে এবং একই সাথে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হচ্ছে- হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর সুন্নাত।

টীকা-৩৮৫. **সংক্ষেপে হজ্জের নিয়মঃ** হাজী ৮ই যিলহজ্জের সকালে মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে মিনার দিকে রওনা দেবে। সেখানে 'আরফাহ্-দিবস' অর্থাৎ ৯ই যিল্হজ্জের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। সেদিনই 'মিনা' থেকে আরাফাতে আসবে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর ইমাম দু'টি খোৎবা পাঠ করবেন। এখানে হাজী যোহর ও আসরের নামায ইমামের সাথে যোহরের সময় একত্রিত করে আদায় করবে। এ দু'টি নামাযের জন্য একটা মাত্র আযান হবে আর তাকবীর (তাহ্রীমাহ্) হবে দু'টি। আর দু'টি নামাযের মাঝখানে যোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া যাবে না। এ (দু'ওয়াক্ত নামাযকে) একত্রিত করণের জন্য 'ইমাম আযম' (প্রধান ইমাম) থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি 'ইমাম আযম' বা প্রধান ইমাম না থাকেন কিংবা ইমাম গোমরাহ্ বদ-মযহাব হয়, তবে প্রতিটি নামায আলাদাভাবে আপন আপন ওয়াক্তে আদায় করে নিতে হবে এবং আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর মুয্দালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ক্বোযাহ পর্বতের নিকট অবতরণ করবে। মুয্দালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রিত করে এশার সময়েই আদায় করবে। আর (পরদিন) ফজরের নামায খুব প্রারম্ভিক সময়ে অন্ধকার থাকতেই আদায় করবে। 'ওয়াদী-ই-মুহাস্সার' ব্যতীত সমগ্র মুয্দালিফাহ্ এবং 'বত্নে আরনাহ্' ব্যতীত সমগ্র আরাফাতই 'মাওক্বেফ' (অবস্থানের স্থান)।

যখন ভোর খুব উজ্জ্বল হবে তখন 'রোজে নাহ্‌র' অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ মিনার দিকে আসবে এবং 'বত্নে ওয়াদী' থেকে জামরাহ্-ই-আক্বাবাহ্য় সাতবার পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। অতঃপর যদি চায় ক্বোরবানী করবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডাবে কিংবা চুল ছাঁটবে। অতঃপর 'আইয়্যামে নাহ্‌র' (১০, ১১ ও

★ 'মাশ্'আর-ই-হারাম' মানে হচ্ছে 'পবিত্র ও সম্মানিত স্থান।' এখানে 'মুয্দালিফার' কথা এরশাদ করা হচ্ছে।

১২ই যিলহজ্জ-এর মধ্য থেকে কোন এক দিন (মক্কায় গিয়ে) 'তাওয়াফে যিয়ারত' করবে। তারপর মিনায় এসে যাবে। এখানে তিনদিন অবস্থান করবে। আর ১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলার পর তিনটা জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। রামী সেই জামরাহ্ থেকে আরম্ভ করবে, যা মসজিদ (খায়ফ)-এর নিকটে অবস্থিত। অতঃপর যা এর পরে আছে, অতঃপর 'জামরাহ্-ই-আক্বাবাহ্'য়। প্রত্যেকটায় সাতবার করে। অতঃপর পরদিন (১২ই যিলহজ্জ) এমনই করবে। অতঃপর ১৩ই যিলহজ্জ (যদি ১২ই যিলহজ্জ মিনা থেকে মক্কায় চলে না আসে) এমনই (রামী) করবে। তারপর মক্কা মুকাররামায় ফিরে আসবে। (বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বহের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে।) ★

টীকা-৩৮৬. জাহেলী যুগে আরবীয়গণ হজ্জের পর কা'বা শরীফের নিকট আপন-আপন পিতৃপুরুষদের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতো। ইসলামে বলা হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে- আত্ম প্রচারণা ও লোক-দেখানোর কতগুলো অনর্থক কথাবার্তা। এর পরিবর্তে একান্ত উদ্যম ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহ্কে স্মরণ করো।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

তখন আল্লাহ্‌র স্মরণ এমনভাবে করো, যেমন আপন পিতা ও পিতামহকে স্মরণ করছিলে (৩৮৬); বরং তদপেক্ষা বেশী; এবং কোন মানুষ এ ভাবে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দাও।' আর পরকালে তার কোন অংশ নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

২০১. আর কেউ এমন বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো (৩৮৭)।'

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০২. এমন লোকেদের জন্য তাদের উপার্জন থেকে ভাগ রয়েছে (৩৮৮) এবং আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী (৩৮৯)।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

২০৩. এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করো গণনাকৃত দিনগুলোতে (৩৯০)। অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনের মধ্যে চলে যায়, তার উপর কোন গুনাহ্ নেই আর যে ব্যক্তি রয়ে যায়, তবে তার উপর গুনাহ্ নেই, খোদাভীরুর জন্য (৩৯১) এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে উঠতে হবে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে উচ্চস্বরে এবং জমা'আত সহকারে যিক্‌র করার প্রমাণ মিলে।

টীকা-৩৮৭. দু'প্রকার প্রার্থনাকারীর কথা বর্ণনা করেছেন। এক প্রকার হচ্ছে- ঐসব কাফির, যাদের প্রার্থনায় শুধু পার্থিব কামনা থাকতো, আখিরাতের উপর তাদের কোন বিশ্বাসই ছিলোনা। তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- সেই ঈমানদারগণ, যাঁরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

মাস্‌আলাঃ মু'মিন দুনিয়ার কল্যাণ, যা প্রার্থনা করে তাও বৈধ কাজ এবং দ্বীনের সাহাবা ও শক্তির জন্যই। এজন্য তার এ দো'আও ধর্মীয় কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৩৮৮. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, দো'আ হচ্ছে উপার্জন ও (ধর্মীয়) আমলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-অধিক সময় এ দো'আই করতেন-

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ؕ

(অর্থাৎ: হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।)

টীকা-৩৮৯. অতিসত্ত্বর ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত করে বান্দাদের থেকে হিসাব নেবেন। কাজেই, বান্দার ও উচিত যেন সে দো'আ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩৯০. এ 'সব দিন' দ্বারা 'আইয়্যামে তাশরীক্ব' (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ) এবং 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' দ্বারা 'নামাযসমূহের পর এবং পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৯১. কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে- জাহেলী যুগে মানুষ দু'দলে বিভক্ত ছিলো। কেউ কেউ যারা তাড়াতাড়ি করতো তাদেরকে গুনাহ্‌গার বলতো; কেউ কেউ যারা বিলম্ব করতো তাদেরকে। ক্বোরআন পাক ঘোষণা করেছে যে, এ দু'দলের কেউই গুনাহ্‌গার নয়।

★ আমার সংকলিত 'হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ্' (হজ্জ গাইড) দ্রষ্টব্য; যা বিশুদ্ধরূপে পবিত্র হজ্জ ও বরকতময় যিয়ারত পালনের একটা সুবিন্যস্ত ও সচিত্র পুস্তক; সরল বাংলা-আরবীতে মুদ্রিত। -বঙ্গানুবাদক

টীকা-৩৯২. শানে নুযূলঃ এটা এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত আখ্‌নাস্ ইবনে শোরায়ক্ব মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে অতি ভক্তি সহকারে মিষ্ট মিষ্ট কথাবার্তা বলতো এবং স্বীয় ইসলাম ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার দাবী করতো। আর এর উপর শপথ করতো এবং গোপনে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকতো। মুসলমানদের গৃহপালিত পশু সে হত্যা করেছিলো এবং তাদের শস্যক্ষেতে অগ্নি সংযোগ করেছিলো।

টীকা-৩৯৩. 'গুনাহ' দ্বারা অত্যাচার ও গোঁড়ামী এবং উপদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই বুঝানো উদ্দেশ্য। (খাযিন)

টীকা-৩৯৪. শানে নুযূলঃ হযরত সোহায়ব ইবনে সিনান রূমী মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে হিজরত করে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হবার জন্য মদীনা তৈয়্যবার দিকে রওনা দিলেন। ক্বোরাঈশ বংশীয় একদল মুশরিক তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। তখন তিনি আপন সাওয়ারী থেকে নেমে স্বীয় শরাশ্রয় থেকে তীর বের করে বলতে লাগলেন, "হে ক্বোরাঈশীরা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার নিকটে আসতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আপন শরাশ্রয় খালি করে ফেলবো এবং অতঃপর যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে আমি তা চালাতে থাকবো; শেষ পর্যন্ত তোমাদের দল খতম হয়ে যাবে। যদি তোমরা আমার ধন-সম্পদ চাও, যা মক্কা মুকাররমায় পুঁতে রাখা হয়েছে, তবে আমি তোমাদেরকে তার ঠিকানা বলে দেবো। তোমরা আমার প্রতি উদ্যত হয়োনা!" এরা তাতে রাজী হয়ে গেলো। আর তিনি তাঁর সব অর্থ-সম্পদের ঠিকানা বলে দিলেন। তিনি যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলেন, তখনই এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। হুযূর (দঃ) তেলাওয়াত ফরমালেন এবং এরশাদ করলেন, "তোমাদের এ প্রাণ বিক্রি খুবই উপকারী ব্যবসা।"

টীকা-৩৯৫. শানে নুযূলঃ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীগণ হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনার পর হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়তের কোন কোন আহ্‌কামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। শনিবারকে সম্মান করতেন, এ দিবসে শিকার করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য বলে জানতেন, উটের দুধ ও মাংস থেকে বিরত থাকতেন। আর এ খেয়ালই পোষণ করতেন যে, ইসলামে তো এসব কাজ 'মুবাহ্'। কাজেই, এসব কাজ করা জরুরী নয়। আর তাওরীতে এ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় করা হয়। কাজেই, এগুলো ছেড়ে দেয়ার মধ্যে ইসলামের বিরোধিতাও নেই এবং হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর শরীয়তের উপরও আমল হয়ে যায়। এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে, "ইসলামের বিধি-নিষেধের পূর্ণরূপে অনুসরণ করো। অর্থাৎ তাওরীতের আহকাম রহিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো পালন করোনা।" (খাযিন)

২০৪. এবং কোন মানুষ এমনও আছে যে, পার্থিব জীবনে তার কথাবার্তা তোমার নিকট ভালো লাগবে (৩৯২) এবং সে আপন অন্তরের কথার উপর আল্লাহ্‌কে সাক্ষী আনে এবং সে (প্রকৃতপক্ষে,) সবচেয়ে বেশী ঝগড়াটে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ
২০৫. যখন সে পৃষ্ঠ ফেরায় তখন পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণসমূহ বিনষ্ট করে এবং আল্লাহ্ ফ্যাসাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন।	وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
২০৬. এবং যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় করো', তখন তার জিদ্ আরো বৃদ্ধি পায়, গুনাহ্‌র (৩৯৩)। এমন লোকেদের জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর সেটা নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ বিছানা।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ
২০৭. এবং কোন কোন মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে (৩৯৪) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির তালাশে। আর আল্লাহ্ বান্দাদের উপর দয়াবান।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ
২০৮. হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো (৩৯৫); এবং শয়তানের পদাংকগুলোর উপর চলো না (৩৯৬)। নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
২০৯. এবং যদি এর পরও তোমাদের পদস্খলন ঘটে যে, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে (৩৯৭), তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
২১০. কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে (৩৯৮)?	هَلْ يَنْظُرُوْنَ

টীকা-৩৯৬. এবং তার প্ররোচনা ও সংশয়সমূহে প্রবেশ করোনা।

টীকা-৩৯৭. এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসা সত্ত্বেও ইসলামের পরিপন্থী কোন পন্থা অবলম্বন করে বসো,

টীকা-৩৯৮. দ্বীন-ইসলামকে বর্জনকারী এবং শয়তানের অনুসারীরা?

টীকা-৩৯৯. যারা আযাব দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত।

টীকা-৪০০. অর্থাৎ তাদের নবীগণের মু'জিযাসমূহকে তাঁদের নবূয়তের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করেছি; তাঁদের বাণী ও তাঁদের কিতাবসমূহকে দ্বীন-ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষী করেছি।

টীকা-৪০১. 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' দ্বারা 'আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পথ-নির্দেশনা ও হিদায়তেরই মাধ্যম এবং সেগুলোর মাধ্যমে গোমরাহী থেকে নাজাত পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে ঐসব নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও গুণাবলী এবং হুযূরের নবূয়ত ও রিসালতের বিবরণ রয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃতি সাধন ঐ অনুগ্রহ পরিবর্তনের নামান্তর মাত্র।

اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىۡ ظُلَلٍ مِّنَ الۡغَمَامِ وَالۡمَلٰٓـئِكَةُ وَقُضِىَ الۡاَمۡرُ‌ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرۡجَعُ الۡاُمُوۡرُ ﴿۲۱۰﴾

কিন্তু এরই যে, আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি আসবে ছেয়ে ফেলা মেঘের মধ্যে এবং ফিরিশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হবে (৩৯৯)। আর কাজের ফয়সালা হয়ে গেছে এবং সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে।

রুকূ' – ছাব্বিশ

سَلۡ بَنِىۡٓ اِسۡرَآءِيۡلَ كَمۡ اٰتَيۡنٰهُمۡ مِّنۡ اٰيَةٍ ۢ بَيِّنَةٍ ‌ؕ وَمَنۡ يُّبَدِّلۡ نِعۡمَةَ اللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

২১১. বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করো আমি কতগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শনই তাদেরকে প্রদান করেছি (৪০০) আর যে আল্লাহ্‌র আগত অনুগ্রহকে পরিবর্তন করেছে (৪০১), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

زُيِّنَ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوا الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا وَيَسۡخَرُوۡنَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا‌ ۘ وَالَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ‌ ؕ وَاللّٰهُ يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

২১২. কাফিরদের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে (৪০২) এবং মুসলমানদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (৪০৩) এবং খোদাভীতিসম্পন্নরা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে ক্বিয়ামত-দিবসে (৪০৪) আর আল্লাহ্ যাকে চান অগণিত দান করেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيۡنَ وَمُنۡذِرِيۡنَ وَاَنۡزَلَ مَعَهُمُ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ فِيۡمَا اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ‌ؕ وَمَا اخۡتَلَفَ فِيۡهِ اِلَّا الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡهُ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَيِّنٰتُ بَغۡيًا ۢ بَيۡنَهُمۡ‌ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لِمَا اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ مِنَ الۡحَقِّ بِاِذۡنِهٖ‌ؕ وَاللّٰهُ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۲۱۳﴾

২১৩. লোকেরা একই দ্বীনের উপর ছিলো (৪০৫); অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতারূপে (৪০৬) এবং সতর্ককারীরূপে (৪০৭); আর তাঁদের সাথে সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৪০৮), যাতে তা লোকদের মধ্যেকার মতভেদগুলোর মীমাংসা করে দেয় এবং কিতাবের মধ্যে মতভেদ তারাই সৃষ্টি করেছে, যাদেরকে তা প্রদান করা হয়েছিলো (৪০৯) এর পর যে, তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে (৪১০) পরস্পরের অবাধ্যতার কারণে। অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারগণকে ঐ সত্য বিষয় দেখিয়ে দিয়েছেন, যা'তে তারা বিবাদ করছিলো, আপন নির্দেশে এবং আল্লাহ্ যাকে চান সরল পথ দেখান।

টীকা-৪০২. তারা সেটার মূল্যায়ন করে এবং সেটারই উপর মৃত্যুবরণ করে।

টীকা-৪০৩. এবং পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাদের অনাসক্তি দেখে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং সোহায়ব ও বিলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-কে দেখে কাফিরগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের অহংকারে নিজেরা নিজেদেরকে উচ্চ মনে করতো।

টীকা-৪০৪. অর্থাৎ ঈমানদার ক্বিয়ামত দিবসে উন্নত শ্রেণীর জান্নাতসমূহে থাকবেন। আর অহংকারী কাফিরগণ জাহান্নামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

টীকা-৪০৫. হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের যুগ থেকে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের যুগ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ এক দ্বীন ও একই শরীয়তের উপর ছিলো। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রেরিত রসূল। (খাযিন)

টীকা-৪০৬. ঈমানদার ও অনুগতদেরকে সাওয়াবের। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৪০৭. কাফির ও অবাধ্যদের প্রতি শাস্তির। (খাযিন)

টীকা-৪০৮. যেমন, হযরত আদম, শীস ও ইদরীস (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর 'সহীফাহ্‌সমূহ', হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর যাবূর, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের উপর তাওরীত, হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের উপর ইঞ্জীল এবং খাতামুন আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ক্বোরআন।

টীকা-৪০৯. এ মতভেদ পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং ঈমান ও কুফর সহকারে ছিলো; যেমন- ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৪১০. অর্থাৎ এ মতভেদ অজ্ঞতার কারণে ছিলোনা, বরং

টীকা-৪১১. এবং যেমন দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর অতিবাহিত হয়েছে তেমনি তোমাদের উপর এখনো আসেনি।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আহ্‌যাব (বা খন্দক)-এর যুদ্ধের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ শীত ও ক্ষুধা ইত্যাদির অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এতে তাঁদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য করা পুরাকাল থেকেই আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের নিয়ম চলে আসছে। এখনো তো তোমরা পূর্ববর্তীদের মতো কষ্টের সম্মুখীন হও নি।

বোখারী শরীফে হযরত খাব্বাব ইব্‌নে ইরত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ছায়ায় আপন চাদর মুবারককে বালিশ বানিয়ে আরাম ফরমাচ্ছিলেন। আমরা হুযূরের দরবারে আরয করলাম, "হুযূর! আমাদের জন্য কেন দো'আ করছেন না, আমাদের কেন সাহায্য করছেন না?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কারারুদ্ধ হতো, মাটিতে গর্ত খনন করে তা'তে পুঁতে ফেলা হতো, করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হতো এবং লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের শরীরের মাংস আঁচড়ে ফেলা হতো। এরূপ কোন কষ্টই তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো না।"

টীকা-৪১২. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, ঐ সব উম্মতের রসূল এবং তাঁদের অনুগত মু'মিনগণও সাহায্য প্রার্থনায় ত্বরা করছিলেন; অথচ রসূল বড়ই ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন। তাঁদের সাহাবীগণও। কিন্তু এমন চরম পর্যায়ের মুসীবতসমূহ সত্ত্বেও সেসব লোক আপন দ্বীনের উপর অটল থাকেন এবং কোন মুসীবত ও বালা তাঁদের অবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারেনি।

টীকা-৪১৩. এর জবাবে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে এবং এই এরশাদ হয়েছে-

টীকা-৪১৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত আমর ইবনে জামূহের এক প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং বড় ধনবান ছিলেন। তিনি হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করেছিলেন, "কী ব্যয় করবো এবং কার উপর ব্যয় করবো?" এ আয়াতে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে, "যে প্রকার কিংবা যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে– কম হোক, কিংবা বেশী; তাতে সাওয়াব আছে। আর এর ব্যয়ের খাত এগুলোই।" (আয়াত দ্রষ্টব্য)।

মাস্‌আলাঃ আয়াতে নফল-সাদ্‌ক্বাহ্‌র বিবরণ রয়েছে। মাতাপিতাকে যাকাত ও ওয়াজিব-সাদ্‌ক্বাহ্‌সমূহ প্রদান করা বৈধ নয়। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৪১৫. এটা সব ধরণের সৎকর্মকে শামিল করে– আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় হোক, কিংবা অন্য কিছু। অন্যান্য খাতগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ
وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ
مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ
أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

২১৪. তোমরা কি এ ধারণায় রয়েছো যে, জান্নাতে চলে যাবে? আর এখনো তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের মতো রোয়েদাদ (অবস্থা) আসেনি (৪১১)। স্পর্শ করেছে তাদেরকে সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং প্রকম্পিত করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বলে ওঠেছে রসূল (৪১২) এবং তাঁর সঙ্গেকার ঈমানদারগণ, 'কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য (৪১৩)?' শুনে নাও! 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকটে।'

২১৫. আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে (৪১৪), 'কি ব্যয় করবে?' আপনি বলুন, 'যা কিছু সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করো, তবে তা মাতা-পিতা, নিকটাত্মীয়গণ, এতিমগণ, অভাবগ্রস্তগণ ও মুসাফিরদের জন্য; এবং যা সৎকর্ম করবে (৪১৫), নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন (৪১৬)।

২১৬. তোমাদের উপর ফরয হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা আর তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় (৪১৭) এবং সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দ হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না (৪১৮)।

টীকা-৪১৬. সেটার প্রতিদান প্রদান করবেন।

টীকা-৪১৭. মাস্‌আলাঃ জিহাদ করা ফরয- যখন সেটার পূর্বশর্তগুলো পাওয়া যায়। (যেমন) যদি কাফিরগণ মুসলমানদের রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে তবে জিহাদ করা 'ফরয-ই-আইন' ★ হয়ে যায়; নতুবা, 'ফরয-ই-কিফায়া'। ★★

টীকা-৪১৮. যে, তোমাদের পক্ষে কি উত্তম! সুতরাং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করা এবং সেটাকেই উত্তম মনে করাই অপরিহার্য; যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়।

★ প্রত্যেকের উপর প্রত্যক্ষভাবে অপরিহার্য।

★★ যে কোন একটা জনগোষ্ঠী করলে সবার পক্ষে যথেষ্ট।

টীকা-৪১৯. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শের নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটা দলকে (একটা) অভিযানে রওনা করলেন। তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন। তাঁদের ধারণা ছিলো যে, সেটা 'জুমাদাল্ উখ্রা'-এর শেষ দিন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, ঐ মাসটা ২৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছিলো। ফলে, সেদিনটা ছিলো রজবের প্রথম তারিখ। এ জন্য কাফিরগণ মুসলমানদেরকে দোষারোপ করলো এবং বললো, "তোমরা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করছো।" আর হুযূরের নিকট সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪২০. কিন্তু সাহাবীদের দ্বারা এ গুনাহ্ সম্পন্ন হয়নি। কেননা, চন্দ্র উদিত হবার খবরই তাঁদের নিকট ছিলোনা। তাঁদের ধারণায় ঐ দিনটা পবিত্র মাস রজবের ছিলোনা।

মাস্আলাঃ পবিত্র মাসসমূহের মধ্যে যুদ্ধ হারাম হবার বিধান আয়াত اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

রুকূ' - সাতাশ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۚ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۚ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৭. আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার হুকুম সম্পর্কে (৪১৯)। আপনি বলুন, 'তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ (৪২০) এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়া, তাঁর উপর ঈমান না আনা, মসজিদে হারাম থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং সেখানে বসবাসকারীদেরকে বের করে দেয়া (৪২১)- আল্লাহ্র নিকট এ গুনাহ তা অপেক্ষাও বড় এবং তাদের ফ্যাসাদ (৪২২) হত্যা অপেক্ষাও ভীষণতর (৪২৩)।' আর (তারা) সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেবে, যদি সম্ভবপর হয় (৪২৪); এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আপন দ্বীন থেকে ফিরে যায় অতঃপর কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তবে ঐসব লোকের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে দুনিয়ায় ও আখিরাতে [৪২৫ (ক)] এবং তারা দোযখবাসী। তাতে তারা সর্বদা থাকবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮. ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র জন্য আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রত্যাশী; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান [৪২৫ (খ)]।

টীকা-৪২১. যা মুশরিকদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যে, তারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর কা'বা মু'আয্যমায় যেতে বাধা দিয়েছিলো এবং তাঁর মক্কা মু'আয্যমায় অবস্থান-কালে তাঁকে ও তাঁর সাহাবা কেরামকে এতই কষ্ট দিয়েছিলো যে, সেখান থেকে হিজরতই করতে হলো।

টীকা-৪২২. অর্থাৎ মুশরিকদের যে, তারা শির্ক করে এবং হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয় ও বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দেয়।

টীকা-৪২৩. কেননা, হত্যা তো কখনো কখনো 'মুবাহ্' (বৈধ) হয় এবং 'কুফর' কোন অবস্থাতেই 'মুবাহ্' নয়। আর এখানে তারিখ সন্দেহপূর্ণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত অজুহাত। কিন্তু কাফিরদের কুফরের জন্য তো কোন ওযর-অজুহাতই নেই।

টীকা-৪২৪. এতে এ মর্মে খবর দেয়া হয়েছে যে, কাফিরগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদাই শত্রুতা পোষণ করবে। কখনো এর বিপরীত হবে না। আর যতটুকুই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে, তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। اِنِ اسْتَطَاعُوْا থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে, তারা তাদের এ কু-উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেনা।

টীকা-৪২৫ (ক). মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মত্যাগী (মুরতাদ্দ) হওয়ার কারণে সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়। পরকালে তো এভাবে যে, তারা কোন প্রতিদান ও পুরস্কার পাবেনা। আর দুনিয়ায় এভাবে যে, শরীয়ত মুরতাদ্দকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তার স্ত্রী তার জন্য হালাল (বৈধ) থাকেনা। সে স্বীয় নিকটাত্মীয়দের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে 'মীরাস' পাওয়ার উপযোগী থাকেনা। তার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে না। তার প্রশংসা করা ও তাকে সাহায্য সহযোগীতা করা জায়েয নয়। (রূহুল বয়ান ইত্যাদি)

টীকা-৪২৫ (খ). শানে নুযূলঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শের নেতৃত্বে যেসব মুজাহিদ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, "যেহেতু তাঁরা অবগত ছিলেন না যে, ঐ দিবসটা রজবের, এ কারণে ঐ দিনে যুদ্ধ করা পাপ তো হয়নি, কিন্তু এর কোন সাওয়াবও পাওয়া যাবে না।" এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই জিহাদ গ্রহণযোগ্য। তাঁদেরকে এ জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশী থাকা চাই এবং তাঁদের এ আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (খাযিন)

মাস্‌আলাঃ يَــرْجُــوْنَ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, কর্মের ফলে তার প্রতিদান অনিবার্য হয়না; বরং সাওয়াব দান করা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মাত্র।

টীকা-৪২৬. হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "যদি মদের একটা মাত্র ফোঁটা কূপে পতিত হয় অতঃপর ঐ স্থানের উপর মিনারা নির্মাণ করা হয়, তবে আমি সেটার উপর আযান-ধ্বনি উচ্চারণ করবোনা; আর যদি সমুদ্রে মদের ফোঁটা পতিত হয়, অতঃপর সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যায়, আর সেখানে ঘাস জন্মে, তবে আমি তাতে আমার পশুগুলোকে চরাবোনা।"

সুবহানাল্লাহ্! গুনাহ্‌র প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণের শক্তি দান করুন!

মদ তৃতীয় হিজরীতে 'আহ্‌যাব' বা খন্দকের যুদ্ধের কয়েক দিন পর হারাম করা হয়েছে। এর পূর্বে একথা ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, জুয়া ও মদের গুনাহ্ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বেশী। উপকার তো এই যে, মদ্যপান করলে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার হয় কিংবা সেটার বেচাকেনার কারণে ব্যবসায়িক লাভ পাওয়া যায়। আর জুয়ায় কখনো বিনামূল্যে অর্থ-সম্পদ হাতে আসে। আর পাপরাশি ও ফিৎনা-ফ্যাসাদতো অগণিতই– বিবেকভ্রষ্টতা, ব্যক্তিত্ববোধের অবসান, ইবাদতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শত্রুতা, সবার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হওয়া এবং অর্থ-সম্পদের বিনাশ।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, জিব্রাঈল আমীন হুযূর পুরনূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জা'ফর তাইয়্যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর চারটা চারিত্রিক গুণ পছন্দনীয়। হুযূর হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "একটা হচ্ছে এ যে, আমি কখনো মদ্যপান করিনি। অর্থাৎ তা হারাম ঘোষিত হবার পূর্বেও। আর এর কারণ এটা ছিলো যে, আমি জানতাম- সেটার কারণে বিবেক বিনষ্ট হয়ে যায়; অথচ আমি চাইতাম আমার বিবেক আরো সতেজ হোক।

২১৯. আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, 'সে দু'টিতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকারও। আর সে দু'টির পাপ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বড় (৪২৬)'। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে–কি ব্যয় করবে (৪২৭)? আপনি বলুন, 'যা উদ্বৃত্ত থাকে (৪২৮)।' অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে সম্পন্ন করো–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ

২২০. দুনিয়া ও আখিরাতের কাজ (৪২৯)। আর আপনাকে এতিমদের মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করছে (৪৩০)। আপনি বলুন, 'তাদের কল্যাণ করা উত্তম' এবং যদি নিজেদের ও তাদের ব্যয় একত্র করে নাও, তবে তারা তোমাদের ভাই; এবং খোদা খুব ভালভাবে জানেন অনিষ্টকারীকে হিতকারীদের থেকে; এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

দ্বিতীয় স্বভাব হচ্ছে- অন্ধকার যুগেও আমি কখনো প্রতিমার পূজা করিনি। কারণ, আমি জানতাম যে, তা পাথর মাত্র; না উপকার করতে পারে, না অপকার।

তৃতীয় স্বভাব এই যে, কখনো আমি যিনায় লিপ্ত হইনি। কারণ, আমি সে কাজটাকে লজ্জাহীনতা মনে করতাম এবং

চতুর্থ স্বভাব হচ্ছে- আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। কেননা, আমি সেটাকে হীনমন্যতা মনে করতাম।"

মাস্‌আলাঃ 'সতরঞ্জ' (দাবা) ও তাস ইত্যাদি হার-জিতের খেলা এবং যেগুলোয় বাজি লাগানো হয়- সবই জুয়ার শামিল এবং হারাম। (রুহুল বয়ান)

টীকা-৪২৭. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে দান-সাদক্বাহ্ করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। তখন তাঁর পবিত্রতম দরবারে আরয করা হলো, "সেটার পরিমাণ কি হবে, এরশাদ করুন! কতটুকু মাল আল্লাহ্‌র পথে প্রদান করতে হবে?" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৪২৮. অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ব্যয় ফরয ছিলো। সাহাবা কেরাম আপন সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট সবটুকুই আল্লাহ্‌র পথে সাদক্বাহ্ করে ফেলতেন। এ বিধান যাকাতের বিধান-সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৪২৯. যে, যতটুকু তোমাদের পার্থিব প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়, তা রেখে অবশিষ্ট সবকিছু স্বীয় পরকালীন মঙ্গলের জন্য দান করে দাও। (খাযিন)

টীকা-৪৩০. যে, তাদের ধন-সম্পদকে আপন সম্পদের সাথে একত্রিত করার বিধান কি?

শানে নুযূলঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا অবতীর্ণ হবার পর লোকেরা এতিমদের অর্থ-সম্পদ পৃথক করে ফেললো এবং তাদের পানাহারও আলাদা করে নিলো। ফলে, এসব অবস্থাও দেখা দেয় যে, যেই খাদ্য এতিমদের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্বৃত্ত রয়েছে তা খারাপই হয়ে গেছে, কিন্তু কারো কাজে আসেনি। এতে এতিমদের ক্ষতি হলো। এসব অবস্থা দেখে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ হুযূর বিশ্বকুল

সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে আরয করলেন, "যদি এতিমদের ধন-সম্পদ রক্ষার মানসে তার খাদ্যকে তার অভিভাবকগণ আপন খাবারের সাথে একত্রিত করে নেয়, তবে তার বিধান কি?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, আর এতিমদের উপকারার্থে একত্রিত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৩১. শানে নুযূলঃ হযরত মারসাদ গাণাভী একজন বীর পুরুষ ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে মক্কা মুকার্‌রামায় রওনা করলেন, যাতে সেখান থেকে সুকৌশলে মুসলমানদেরকে বের করে নিয়ে আসেন। সেখানে আন্নাক্ব নাম্নী একজন অংশীবাদীনী নারী ছিলো, যে অন্ধকার যুগে তাঁর সাথে ভালবাসা রাখতো। সে সুন্দরী ও ধনবতী ছিলো। যখন তাঁর আগমনের সংবাদ গেলো, তখন সে তাঁর নিকট আসলো ও মিলন প্রার্থিনী হলো। তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে তা থেকে বিরত রইলেন আর বললেন, "ইসলাম অনুমতি দেয়না।" তখন সে বিয়ের জন্য দরখাস্ত করলো। তিনি বললেন, "এটাও রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতির উপর নির্ভর করে।"

২২১. এবং অংশীবাদীনী নারীদেরকে বিবাহ করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান হয়ে যায় (৪৩১) এবং নিশ্চয় মুসলমান ক্রীতদাসী, অংশীবাদীনী নারী অপেক্ষা উত্তম (৪৩২) যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে এবং মুশরিকদের বিবাহে দিওনা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে (৪৩৩)। আর নিশ্চয় মুসলমান ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে (৪৩৪) এবং আল্লাহ্ জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন স্বীয় নির্দেশে; আর আপন নিদর্শনসমূহ লোকদের জন্য বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ মান্য করে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

রুকূ' – আঠাশ

২২২. এবং (হে হাবীব!) আপনাকে (লোকেরা) জিজ্ঞাসা করছে রজঃস্রাবের হুকুম (৪৩৫)। আপনি বলুন, 'সেটা অশুচিতা; সুতরাং (তোমরা) স্ত্রীদের নিকট থেকে পৃথক থাকো রজঃস্রাবের দিনগুলোতে এবং তাদের নিকটে যেওনা যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন তাদের নিকট যাও যেখান থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

আপন দায়িত্ব পালন শেষে তিনি যখন পবিত্রতম দরবারে এসে হাযির হয়ে অবস্থা বর্ণনা করে বিরে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহমদী)

কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, যে কেউ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কুফর করে, সে মুশরিক; যদিও সে আল্লাহ্‌কে এক বলে স্বীকার করে ও আল্লাহ্‌র তাওহীদের দাবীদার হয়।" (খাযিন)

টীকা-৪৩২. শানে নুযূলঃ একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ই'বনে রাওয়াহাহ্ কোন ত্রুটির কারণে আপন ক্রীতদাসীকে চপেটাঘাত করেছিলেন। অতঃপর পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে এর উল্লেখ করলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "সে আল্লাহ্‌র একত্ব ও হুযূরের রিসালতের সাক্ষ্য দেয়, রমযানের রোযা রাখে, খুব বেশী ওযূ করে এবং নামায পড়ে।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সে মু'মিনা।" তিনি আরয করলেন, "তাহলে তাঁরই শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে আযাদ করে তার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবো।" অতঃপর তিনি তাই করলেন।

এর উপর লোকেরা তাঁকে তিরস্কার করলো এ বলে যে, তুমি একটা কৃষ্ণ-অবয়বা ক্রীতদাসীকে বিয়ে করেছো, অথচ অমুক "মুশ্‌রিকা স্বাধীনা নারী তোমারই জন্য হাযির! সে সুন্দরীও, ধনবতীও। এর জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে- وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ অর্থাৎ মুসলিমা ক্রীতদাসী মুশ্‌রিকা নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও মুশ্‌রিকা নারী স্বাধীনা হয় এবং সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কারণে আকর্ষনীয়া হয়।"

টীকা-৪৩৩. এর মধ্যে নারীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ মুসলিমা নারীর বিবাহ মুশরিক ও কাফিরের সাথে বাতিল ও হারাম।

টীকা-৪৩৪. সুতরাং তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকা আবশ্যকীয় ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করা অবৈধ।

টীকা-৪৩৫. শানে নুযূলঃ আরবের লোকেরা ইহুদী এবং অগ্নি-পূজারীদের ন্যায় রজঃস্রাবগ্রস্ত স্ত্রীদেরকে পূর্ণ ঘৃণা করতো। সাথে পানাহার করা, একস্থানে

থাকা অপছন্দনীয় ছিলো; বরং কঠোরতা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলাও হারাম মনে করতো। আর খৃষ্টানগণ এর বিপরীত। রজঃস্রাবের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে গভীর ভালবাসা সহকারে মশগুল হয়ে যেতো এবং তাদের সাথে মেলামেশায় অতীব অতিশয়তা অবলম্বন করতো। মুসলমানগণ হুযূর (দঃ)-কে রজঃস্রাবের বিধান জিজ্ঞাসা করলেন। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং চরম (افراط) ও নরম (تفريط) পন্থাসমূহ পরিহার করে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, রজঃস্রাবের অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ।

টীকা-৪৩৬. অর্থাৎ স্ত্রী-সহবাস থেকে বংশ বিস্তৃতির ইচ্ছা করো; প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নয়।

টীকা-৪৩৭. অর্থাৎ সৎ-কার্যাদি কিংবা স্ত্রী-সহবাসের পূর্বক্ষণে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করো।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। অতএব, (তোমরা) এসো আপন আপন ক্ষেতসমূহে যেভাবে ইচ্ছা করো (৪৩৬)। এবং নিজেদের মঙ্গলের কাজ পূর্বাহ্নে করো (৪৩৭)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁর সাথে মিলতে হবে। আর হে মাহবূব! সুসংবাদ দিন ঈমানদারদেরকে।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَیْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَیْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝

২২৪. এবং আল্লাহ্‌কে তোমাদের শপথগুলোর (এ মর্মে) নিশানা (অজুহাত) বানিয়ে নিওনা (৪৩৮) যে, 'সৎকর্ম, পরহেয্‌গারী এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন (না) ★ করার শপথ করে নেবে। ★★ এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

لَا یُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْۤ اَیْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ یُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ ۝

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না সেসব শপথের মধ্যে, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ, সেটারই উপর পাকড়াও করেন, যে কাজ তোমাদের অন্তরসমূহ করেছে (৪৩৯); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।

لِلَّذِیْنَ یُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝

২২৬. এবং ঐসব লোক, যারা শপথ করে বসে আপন স্ত্রীদের নিকট যাবার (বেলায়), তাদের জন্য চারমাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি সেই মেয়াদের মধ্যে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝

২২৭. এবং যদি ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা পাকাপোক্ত করে নেয়, তবে আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা (৪৪০)।

টীকা-৪৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপন ভগ্নিপতি নো'মান ইবনে বশীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ঘরে যাওয়া, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা এবং তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকার শপথ করেছিলেন। যখন সে সম্পর্কে তাঁকে বলা হতো, তখন তিনি বলে দিতেন, "আমি শপথ করেছি। এ কারণে এ কাজটা আমি করতে পারছিনা।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং সৎ কর্ম করা থেকে বিরত থাকার শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ যদি কোন ব্যক্তি সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার শপথ করে নেয়, তবে তার সে শপথকে পূর্ণ না করা উচিৎ; বরং সে (উক্ত) সৎ কাজটা করে নেবে এবং শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে বসে, অতঃপর জানতে পারলো যে, কল্যাণ ও উপকার তার বিপরীত বিষয়ের মধ্যে (নিহিত), তখন তার জন্য সেই উত্তম কাজটা করা এবং শপথের কাফ্‌ফারা দেয়া উচিত।

মাস্‌আলাঃ কোন কোন মুফাস্‌সির একথাও বলেছেন যে, এ আয়াত থেকে অধিক পরিমাণে শপথ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়।

টীকা-৪৩৯. শপথ তিন ধরণের হয়ে থাকে। যথা- ১) লাগ্‌ভ (لغو), ২) গুমূস (غموس) এবং ৩) মুন্'আক্বিদাহ্ (منعقده)।

লাগ্‌ভ (لغو) হচ্ছে কোন গত হয়েছে এমন কাজের উপর তা আপন ধারণায় সঠিক জেনে শপথ করা; অথচ প্রকৃতপক্ষে তা তার বিপরীত হয়। এটা মার্জনাযোগ্য এবং সেটার উপর কাফ্‌ফারা নেই।

গুমূস (غموس) হচ্ছে- কোন গত হয়েছে এমন কাজের উপর সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করা। এ কারণে সে গুনাহ্‌গার হবে।

মুন্'আক্বিদাহ্ (منعقده) হচ্ছে- ভবিষ্যতের কোন কাজের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করা। এ শপথ যদি ভঙ্গ করে, তবে গুনাহ্‌গার হবে এবং কাফ্‌ফারাও অপরিহার্য হবে।

টীকা-৪৪০. শানে নুযূলঃ জাহেলী যুগে মানুষের একটা প্রথা ছিলো যে, তারা আপন স্ত্রীদের থেকে অর্থ-সম্পদ তলব করতো। যদি তারা তা দিতে অস্বীকার

★ এখানে ' لا ' (না) পদটা উহ্য রয়েছে। (জালালাঈন)

★★ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে শপথসমূহকে পাপ কাজ করার কিংবা সৎ কার্যাদি না করার বাহানা-অজুহাত বানিয়ে নেয়া উচিৎ নয়। (নূরুল ইরফান)

করতো, তবে এক বৎসর, দু'বৎসর, তিন বৎসর কিংবা ততোধিককাল তাদের নিকট যেতোনা এবং সহবাস বর্জন করার শপথ করে বসতো। আর তাদেরকে পেরেশানীর মধ্যে নিক্ষেপ করতো। তারা (তখন) না বিধবা যে, অন্যত্র কোথাও আপন ঠিকানা করে নিতে পারতো, না স্বামীধারিণী যে, স্বামীর পক্ষ থেকে আরাম পেতো। ইসলাম এ অত্যাচারিকে দূরীভূত করেছে। আর এ ধরণের শপথকারীদের জন্য চার মাসের মেয়াদ নির্দ্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ যদি স্ত্রী থেকে চার মাস কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য অথবা অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সহবাস না করার শপথ করে বসে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈলা' (ايـــلا) বলে, তবে তার জন্য চার মাস অপেক্ষা করার অবকাশ রয়েছে। এ সময়-সীমার মধ্যে খুব চিন্তা-ভাবনা করে নেবে যে, স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়া তার জন্য মঙ্গলময় হবে, নাকি রাখা। যদি রাখা উত্তম মনে করে এবং সে মেয়াদ-কালের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে, তবে বিবাহ বহাল থাকবে এবং শপথের কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে। আর যদি সে সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে এবং শপথও ভঙ্গ না করে, তবে সেই স্ত্রী 'বিবাহ-বন্ধন' থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার উপর 'তালাক্ব-ই-বা-ইন' ★ বর্তাবে।

মাস্আলাঃ যদি পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গমের সামর্থ্য রাখে তবে 'প্রত্যাবর্তন' সহবাস দ্বারাই করতে হবে; আর যদি কোন কারণে অক্ষম হয়, তবে সামর্থ্য ফিরে পাবার পর সহবাসের প্রতিশ্রুতিই 'প্রত্যাবর্তন' বলে গণ্য হবে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾

২২৮. এবং তালাক্ব প্রাপ্তারা আপন আত্মাগুলোকে সংযত করবে তিন রজঃস্রাব পর্যন্ত (৪৪১); এবং তাদের জন্য হালাল নয় যে, তারা তা গোপন করবে যা আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেছেন (৪৪২) যদি আল্লাহ্ এবং ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রেখে থাকে (৪৪৩); এবং তাদের স্বামীদের উক্ত মেয়াদের মধ্যে তাদেরকে পুনঃগ্রহণ করার অধিকার থাকে যদি আপোষ-নিষ্পত্তি চায় (৪৪৪)। আর নারীদেরও হক তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর, শরীয়তানুযায়ী (৪৪৫); এবং পুরুষদের তাদের (নারীগণ) উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' – ঊনত্রিশ

اَلطَّلَاقُ

২২৯. এ তালাক্ব (৪৪৬)

টীকা-৪৪১. এ আয়াতের মধ্যে তালাক্ব-প্রাপ্তা স্ত্রীগণের 'ইদ্দত'-এর বিবরণ রয়েছে। যেসব স্ত্রীলোককে তাদের স্বামীগণ তালাক্ব দিয়েছে- যদি সে (আক্দ্-এর পর) স্বামীর নিকট না গিয়ে থাকে, কিংবা তার সাথে 'খিলওয়াত-ই-সহীহাহ্' ★★ না হয়, তবে তো তার উপর 'তালাক্বের ইদ্দত'-ই নেই। যেমন, আয়াত-

مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

-এর মধ্যে এরশাদ হয়েছে। আর যেসব নারীর অল্প-বয়স্ক হওয়া কিংবা বার্দ্ধক্যের কারণে 'হায়য' (রজঃস্রাব) হয়না কিংবা যারা গর্ভবতী হয় তাদের 'ইদ্দতের' বিবরণ 'সূরা তালাক্ব'-এ আসবে। অবশিষ্ট যেসব আযাদ স্ত্রীলোক রয়েছে এখানে তাদের 'ইদ্দত' ও 'তালাক্ব'-এর বিবরণ রয়েছে যে, তাদের 'ইদ্দত' তিন রজঃস্রাব।

টীকা-৪৪২. সেটা গর্ভ হোক কিংবা রজঃস্রাব হোক। কেননা, সেটা গোপন করলে পুনঃগ্রহণ এবং সন্তানের মধ্যে স্বামীর যে হক আছে, তা বিনষ্ট হবে।

টীকা-৪৪৩. অর্থাৎ এটা ঈমানদারীরই দাবী।

টীকা-৪৪৪. অর্থাৎ 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' ★★★ -এর মধ্যে ইদ্দতের অভ্যন্তরে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে; চাই স্ত্রী রাজী থাকুক কিংবা না-ই থাকুক। কিন্তু যদি স্বামী আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবেই এরূপ করবে, কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে না করা উচিত, যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা স্ত্রীকে পেরেশান করার জন্য করতো।

টীকা-(৪৪৫)। অর্থাৎ যে ভাবে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক বা কর্তব্যাদি আদায় করা ওয়াজিব; অনুরূপভাবে, স্বামীগণের উপর স্ত্রীদের হক্সমূহের উপর লক্ষ্য দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

টীকা-৪৪৬. অর্থাৎ 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' ★★★★।

শানে নুযূলঃ একজন স্ত্রীলোক বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, তার স্বামী বলেছে যে, সে তাকে তালাক্ব দিতে ও পুনঃগ্রহণ করতে থাকবে। প্রতিবারেই যখন তালাক্বের 'ইদ্দত' অতিবাহিত হবার কাছাকাছি হবে তখন পুনঃগ্রহণ করবে, অতঃপর আবার তালাক্ব দেবে। এভাবে সারা জীবন তাকে বন্দী করে রাখবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' দু'বার পর্যন্ত। এরপর পুনরায় তালাক্ব দিলে তাকে পুনঃগ্রহণের অধিকার থাকবেনা।

★ 'তালাক্ব-ই-বা-ইন'ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি বিশেষ। এ পদ্ধতিতে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বন্ধন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

★★ স্বামী ও স্ত্রী এমন কোন স্থানে আলাদা হওয়া, যেখানে সহবাসে শরীয়তসম্মত কোন কারণ বাধাদানকারী না হয়।

★★★ 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' হচ্ছে এমন এক বা দু'তালাক্ব, যার 'ইদ্দত'-এর অভ্যন্তরে স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পুনগ্রহণ করতে পারে।

★★★★ যে তালাক্বের পর ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনগ্রহণ করা যায়।

টীকা-৪৪৭. পুনগ্রহণ করে

টীকা-৪৪৮. এভাবে যে, পুনগ্রহণ করবে না এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হয়ে স্ত্রী 'বা-ইনহ্' ★ হয়ে যাবে।

টীকা-৪৪৯. অর্থাৎ মহর

টীকা-৪৫০. তালাক্ব দেয়ার সময়।

টীকা-৪৫১. যে সব কর্তব্য স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে রয়েছে;

টীকা-৪৫২. অর্থাৎ তালাক্ব আদায় করে নেবে।

مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

দু'বার পর্যন্ত। অতঃপর উত্তম পন্থায় রেখে দেয়া (৪৪৭) অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া (৪৪৮)। আর তোমাদের পক্ষে বৈধ নয় যে, যা কিছু স্ত্রীদেরকে দিয়েছো (৪৪৯) তা থেকে কিছু ফেরৎ নেবে (৪৫০); কিন্তু যখন উভয়ের আশংকা হয় যে, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো কায়েম করবেনা (৪৫১); অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা উভয়ে ঠিকভাবে সে সীমারেখাগুলোর উপর থাকবেনা, তবে তাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই এর মধ্যে যে, কিছু বিনিময় দিয়ে স্ত্রী নিষ্কৃতি গ্রহণ করবে (৪৫২)। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা; এগুলো থেকে অগ্রে অগ্রসর হয়োনা এবং যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো থেকে আগে বাড়ে, তবে সেসব লোকই যালিম।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০. অতঃপর যদি তৃতীয় তালাক্ব তাকে প্রদান করে, তবে তখন সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না অন্য স্বামীর নিকট থাকবে (৪৫৩); অতঃপর অন্য স্বামী যদি তাকে তালাক্ব দিয়ে দেয়, তবে এতে তাদের উভয়ের উপর গুনাহ্ বর্তাবে না যে, তারা পরস্পর পূনর্মিলিত হবে (৪৫৪), যদি মনে করে যে, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো রক্ষা করতে সমর্থ হবে আর এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

২৩১. এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও এবং তাদের মেয়াদ (ইদ্দতপূর্তি) এসে পৌঁছে (৪৫৫)

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্-তনয়া জামীলাহ্‌র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এ জামীলাহ্ সাবেত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং স্বামীর প্রতি তিনি পূর্ণ ঘৃণা পোষণ করতেন। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে তিনি স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন এবং কোন মতেই তাঁর (স্বামী) নিকট থাকতে রাজী হননি। তখন সাবেত বললেন, "আমি তাকে একটা বাগান দিয়েছি। যদি সে আমার নিকট থাকতে অপছন্দ করে এবং আমার নিকট থেকে বিচ্ছেদ চায়, তবে যেন আমাকে সেই বাগান ফেরৎ দেয়। তবেই আমি তাকে মুক্ত করে দেবো।" জামিলাহ্ সেটা মেনে নিলেন। সাবেত বাগানটা ফেরৎ নিলেন এবং তালাক্ব দিলেন। এ ধরনের তালাক্বকে খুলা' (خلع) বলা হয়।

মাস্আলাঃ 'খুলা' তালাক্ব-ই-বা-ইন-ই।

মাস্আলাঃ 'খুলা'র মধ্যে 'খুলা' শব্দের উল্লেখ করা জরুরী।

মাস্আলাঃ যদি বিচ্ছেদপ্রার্থী স্ত্রী হয়, তবে 'খুলা'র মধ্যে 'মহর'-এর পরিমাণ অপেক্ষা অধিকগ্রহণ করা মাকরূহ। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা না হয়, স্বামীই বিচ্ছেদ চায়, তবে তালাক্বের পরিবর্তে অর্থগ্রহণ করা পুরুষের (স্বামী) জন্য সর্বাবস্থায়ই মাকরূহ।

টীকা-৪৫৩. মাস্আলাঃ তিন তালাক্বের পর স্ত্রী তার স্বামীর উপর কঠোরভাবে হারাম হয়ে যায়। তখন না তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা যায়, না পূনর্বার বিবাহ, যতক্ষণ না 'হালালাহ্' হয়; অর্থাৎ 'ইদ্দত পূর্তির' পর অন্য কারো সাথে বিবাহ করবে এবং সে সহবাস করার পর তালাক্ব দেবে, অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হবে।

টীকা-৪৫৪. দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নেবে,

টীকা-৪৫৫. অর্থাৎ ইদ্দত পূর্ণ হবার নিকটবর্তী হয়।

★ অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাকে পূর্ব-বিবাহের ভিত্তিতে আর পুনগ্রহণ করা যাবে না।

শানে নুযূলঃ এআয়াত সাবেত ইব্নে ইয়াসার আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি আপন স্ত্রীকে তালাক্ব্ দিতেন, আর যখন ইদ্দত খতম হবার নিকটবর্তী হতো তখন রাজ্‌'আত (পুনঃগ্রহণ) করতেন, যাতে স্ত্রী আট্‌কা পড়ে থাকে।

টীকা-৪৫৬. অর্থাৎ সীমারেখা রক্ষা করার এবং সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 'রাজ'আত' করো।

টীকা-৪৫৭. এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হতে দাও, যাতে সে ইদ্দতপূর্তির পর আযাদ হয়ে যায়।

টীকা-৪৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা করে গুনাহ্‌গার হয়।

টীকা-৪৫৯. এ ভাবে যে, সেগুলোর তোয়াক্কা করবে না এবং সেগুলোর পরিপন্থী কাজ করবে।

টীকা-৪৬০. অর্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান করেছেন এবং নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মত করেছেন।

তখন ঐ সময় পর্যন্ত হয়তো উত্তমরূপে রেখে নেবে (৪৫৬); অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে (৪৫৭) এবং তাদেরকে ক্ষতি সাধনের জন্য আটক করে রাখবে না, যাতে সীমালংঘনকারী হয়ে যাও। আর যে এরূপ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে (৪৫৮); এবং আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করোনা (৪৫৯); এবং স্মরণ করো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে, যা তোমাদের উপর রয়েছে (৪৬০) আর সেটাকে, যা তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত (৪৬১) অবতীর্ণ করেছেন তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো ও জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সবকিছু জানেন (৪৬২)।

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

রুকূ' - ত্রিশ

২৩২. এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব্ দাও এবং তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ হয়ে যায় (৪৬৩), তবে হে স্ত্রীদের অভিভাবকরা! তাদেরকে বাধা দিওনা এ থেকে যে, (তারা) আপন আপন স্বামীদের সাথে বিবাহ করে নেবে (৪৬৪), যখন পরস্পর শরীয়তের বিধিমতো রাজি হয়ে যায় (৪৬৫)। এ উপদেশ তাকেই দেয়া যায়, যে তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে। এটা তোমাদের জন্য অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

২৩৩. এবং জননীগণ স্তন্যপান করাবে আপন সন্তানদেরকে (৪৬৬)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

টীকা-৪৬১. 'কিতাব' দ্বারা ক্বোরআন এবং 'হিকমত' দ্বারা ক্বোরআনের আহকাম ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৬২. তাঁর নিকট কিছু গোপন নেই।

টীকা-৪৬৩. অর্থাৎ তাদের ইদ্দত অতিবাহিত হয়েছে।

টীকা-৪৬৪. যাদেরকে তারা আপন বিবাহের জন্য সাব্যস্ত করেছে- চাই তারা নূতন হোক, কিংবা এ তালাক্বদাতাগণ অথবা এদের পূর্বে যারা তালাক্ব্ দিয়েছিলো,

টীকা-৪৬৫. আপন সমপর্যায়ের ক্ষেত্রে 'মহর-ই-মিস্‌ল' ★-এর উপর। কেননা, এর বিপরীত অবস্থায় অভিভাবকগণ আপত্তি ও হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন।

শানে নুযূলঃ মা'ক্বাল ইব্নে ইয়াসার মুযানীর বোনের বিবাহ আসেম ইব্নে আদীর সাথে হয়েছিলো। তিনি তালাক্ব্ দিলেন। আর ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর আসেম তাকে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করলে মা'ক্বাল বাধ সাধলেন। তাঁরই সম্পর্কে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (বোখারী শরীফ)

টীকা-৪৬৬. তালাক্বের বিবরণের পর এ প্রশ্নটা স্বভাবতঃ সামনে এসে যায় যে, যদি তালাক্ব্ প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু থাকে, তবে এ বিচ্ছেদের পর তার লালন-পালনের উপায় কি হবে? এ কারণে এ কথা হিকমতসম্মত যে, শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা-পিতার উপর যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলো এ স্থানে বর্ণনা করা হবে। কাজেই, এখানে এসব মাস্‌আলার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ মাতা চাই তালাক্বপ্রাপ্তা হোক কিংবা না-ই হোক, তার উপর নিজ শিশুকে স্তন্যপান করানো ওয়াজিব- এ শর্তে যে, পিতার নিকট বিনিময় দিয়ে দুধ পান করানোর সামর্থ্য না থাকে কিংবা কোন ধাত্রী পাওয়া না যায় কিংবা শিশু (আপন) মাতা ব্যতীত অন্য কারো দুধ গ্রহণ না করে। যদি এসব অবস্থা

★ নিজ সমপর্যায়ের স্ত্রীলোককে প্রদত্ত মহর। ধর্ম, সৌন্দর্য, সম্পদ, বয়স ও বংশ এতে বিবেচ্য।

না হয় অর্থাৎ শিশুর লালন-পালন বিশেষ করে মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীল না হয়, তবে মায়ের উপর দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৪৬৭. অর্থাৎ এ সময়সীমা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়- যদি শিশুর প্রয়োজন না থাকে এবং দুধ ছাড়ানো তার জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেও স্তন্যপান বন্ধ করা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহমদী ও খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৬৮. অর্থাৎ পিতা। এ বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা গেলো যে, বংশপরিচয় পিতার সাথে সম্পৃক্ত।

টীকা-৪৬৯. মাস্‌আলাঃ শিশুর লালন-পালন এবং তাকে দুধ পান করানো পিতার দায়িত্বে ওয়াজিব। তার জন্য তিনিই ধাত্রী নিয়োগ করবেন। কিন্তু যদি মাতা আপন আগ্রহে স্বীয় শিশুকে দুধ পান করার, তবে তা হবে মুস্তাহাব।

মাস্‌আলাঃ স্বামী আপন স্ত্রীর উপর শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে না এবং না স্ত্রী স্বামী থেকে শিশুকে দুধ পান করানোর বিনিময় দাবী করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিবাহ-বন্ধনে কিংবা (তালাক্ব প্রাপ্তা হয়ে) তার ইদ্দতের মধ্যে থাকে।

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

পূর্ণ দু'বছর, তাঁরই জন্য, যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় (৪৬৭) এবং সন্তান যার (৪৬৮) তার উপর স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ করা কর্তব্য, বিধি-মোতাবেক (৪৬৯)। কোন আত্মার উপর বোঝা রাখা হবে না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ, যেন জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয় তার সন্তান যারা (৪৭০) এবং না সন্তান যার তাকে তার সন্তানদের যারা (৪৭১); [কিংবা জননী যেন কষ্ট না দেয় আপন সন্তানকে এবং না সন্তান যার, সে তার সন্তানদেরকে (৪৭২)] এবং যে পিতার স্থলাভিষিক্ত, তার উপরও অনুরূপই অপরিহার্য।

২৩৪. এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীগণ) চারমাস দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে (৪৭৩)। অতঃপর যখন তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন, হে অভিভাবকগণ! তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না সে কাজে, যা স্ত্রীগণ নিজেদের মামলায় শরীয়ত মোতাবেক করবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

মাস্‌আলাঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে থাকে এবং ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে সে (স্ত্রী) শিশুকে স্তন্য পান করানোর বিনিময়গ্রহণ করতে পারে।

মাস্‌আলাঃ যদি পিতা কোন স্ত্রী লোককে নিজ শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য বিনিময়ের উপর নিয়োগ করে থাকে এবং তার (শিশু) মাতা অনুরূপ বিনিময়ের উপর কিংবা বিনামূল্যে দুধ পান করানোর উপর রাজী হয়, তবে মাতাই দুধ পান করানোর জন্য অধিক হক্বদার। যদি 'মাতা' অধিক বিনিময় চায়, তবে পিতাকে তার (মাতা) নিকট থেকে দুধ পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবে না। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী ও মাদারিক)

المعروف। দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, 'আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদানুসারে হওয়া চাই- কার্পণ্য ও অপব্যয় ব্যতিরেকে।'

টীকা-৪৭০. অর্থাৎ তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্তন্য পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবেনা।

টীকা-৪৭১. অধিক বিনিময় দাবী করে।;

টীকা-৪৭২. 'মাতা শিশুকে কষ্ট দেয়া' এটাই যে, তাকে সময় মতো দুধ না দেয়া এবং তার প্রতি তত্ত্বাবধানের দৃষ্টি না রাখা, কিংবা নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার পর ছেড়ে দেয়া।

আর 'পিতা শিশুকে কষ্ট দেয়া' হচ্ছে- মাতৃ অনুরক্ত শিশুকে মায়ের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া কিংবা মায়ের প্রাপ্যের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা, যার কারণে শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টীকা-৪৭৩. গর্ভবতীর 'ইদ্দত' তো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যেমন সূরা তালাক্বে উল্লেখিত আছে। এখানে গর্ভবতী নয় এমন স্ত্রীলোকের বিবরণ রয়েছে। যার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তার 'ইদ্দত' চার মাস দশদিন। এ সময়-সীমা'র মধ্যে সে না বিবাহ করবে, না আপন বাসস্থান ত্যাগ করবে, না বিনা ওযরে তৈল ব্যবহার করবে, না খুশ্‌বু লাগাবে, না সাজবে, না রঙ্গিন কিংবা রেশমী পোষাক পরিধান করবে, না মেহেদী লাগাবে, না নতুন বিয়ের কথা খোলাখুলি বলবে। আর যে স্ত্রীলোক 'তালাক্ব-ই-বাইন' এর ইদ্দতে থাকে তারও একই হুকুম। অবশ্য, যে স্ত্রীলোক 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ'-এর ইদ্দতে থাকে তার জন্য সাজ-সজ্জা ও সুশোভিত হওয়া মুস্তাহাব।

টীকা-৪৭৪. অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে বিবাহ এবং বিবাহের খোলাখুলি প্রস্তাব নিষিদ্ধ, কিন্তু পর্দার আড়ালে ইঙ্গিতে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করা পাপ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, এটা বলবে, 'তুমি বড় সতী মহিলা।' কিংবা আপন ইচ্ছা অন্তরের মধ্যেই (গোপন) রাখবে এবং মুখে কোন প্রকারে প্রকাশ করবে না।

২৩৫. এবং তোমাদের উপর পাপ নেই এ কথায় যে, পর্দার আড়ালে (ইঙ্গিতে) তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে কিংবা আপন আপন অন্তরে গোপন রাখবে (৪৭৪)। আল্লাহ্ জানেন যে, এখন তোমরা তাদের স্মরণ (আলোচনা) করবে (৪৭৫)। হাঁ, তাদের সাথে গোপন অঙ্গীকার করে রেখোনা, কিন্তু এটা যে, শুধু এতটুকু কথা বলো যা শরীয়তের বিধি মোতাবেক হয় এবং বিবাহ-বন্ধন পাকাপোক্ত করোনা, যতক্ষণ না লিপিবদ্ধ হুকুম (ইদ্দত) আপন মেয়াদকালে পৌঁছে যায় (৪৭৬) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

রুকূ' – একত্রিশ

২৩৬. তোমাদের উপর কোন দাবী নেই (৪৭৭) যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও, যতক্ষণ না তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করবে, কিংবা মহর নির্দ্ধারিত (না) ★ করে থাকো (৪৭৮) এবং তাদেরকে কিছু সামগ্রী ভোগ করতে দাও (৪৭৯)। সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যানুযায়ী এবং দরিদ্রের উপর তার সামর্থ্যানুযায়ী, বিধিমতো কিছু ভোগ করার বস্তু, এটা ওয়াজিব সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের উপর (৪৮০)।

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৭. এবং যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করা ব্যতিরেকে তালাক্ব দিয়ে থাকো এবং তাদের জন্য কিছু মহর নির্দ্ধারণ করেছিলে এমন হয়, তবে যে পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়েছিলো তার অর্ধেক ওয়াজিব হয়, যদি না স্ত্রীগণ কিছু ছেড়ে দেয় (৪৮১); কিংবা সে বেশী দেয় (৪৮২) যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে (৪৮৩) এবং হে পুরুষগণ, তোমাদের বেশী দেয়া পরহেয্গারীর নিকটতর এবং পরস্পর একে অপরের উপর অনুগ্রহকে ভুলে যেও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৪৮৪)।

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

টীকা-৪৭৫. এবং তোমাদের অন্তরসমূহে প্রবৃত্তির সঞ্চার হবে। এ জন্য তোমাদের পক্ষে ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা 'মুবাহ' (বৈধ) করা হয়েছে।

টীকা-৪৭৬. অর্থাৎ 'ইদ্দত' অতিবাহিত হয়েছে।

টীকা-৪৭৭. মহরের

টীকা-৪৭৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত একজন আনসারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বনী হানীফাহ্ গোত্রের এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিলেন এবং কোন মহর নির্দ্ধারণ করেননি। অতঃপর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দেন।

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে স্ত্রীর মহর নির্দ্ধারিত হয়নি, যদি তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দেয়, তবে মহর অপরিহার্য নয়। 'স্পর্শ করা' দ্বারা 'স্ত্রী সহবাস' বুঝানো হয়েছে। আর 'খিল্ওয়াত-ই-সহীহাহ্' ও ★★ একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। একথাও বুঝা গেলো যে, মহরের কথা উল্লেখ করা ছাড়াও বিবাহ দুরস্ত হয়। এমতাবস্থায়, বিবাহের পর মহর নির্দ্ধারণ করতে হবে; যদি না করে থাকে, তবে সহবাসের পর 'মহর-ই-মিস্ল' ★★★ ওয়াজিব হবে।

টীকা-৪৭৯. তিনটা কাপড়ের একটা সেট।

টীকা-৪৮০. যে স্ত্রীর মহর নির্দ্ধারিত হয়নি এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া হয়, তাকে তো 'জোড়া' (কাপড় সেট) দেয়া ওয়াজিব। আর সে ব্যতীত প্রত্যেক তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য 'মুস্তাহাব'। (মাদারিক)

টীকা-৪৮১. আপন এ অর্দ্ধেক মহর থেকে;

টীকা-৪৮২. ঐ অর্দ্ধেক থেকে, যা এমতাবস্থায় ওয়াজিব

টীকা-৪৮৩. অর্থাৎ স্বামী

টীকা-৪৮৪. এর মধ্যে সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে।

★ এখানে 'لَمْ' (না) উহ্য আছে। (জালালাঈন)

★★ সূরা বাক্বারার আয়াত নং ২২৮ ঃ টীকা নং ৪৪১ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

★★★ সূরা বাক্বারার আয়াত নং ২৩২ ঃ টীকা নং ৪৬৫ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

টীকা-৪৮৫. অর্থাৎ পঞ্জেগানা ফরয নামাযকে সেগুলোর নির্দ্ধারিত সময়গুলোতে 'আরকান' ও 'শর্তাবলী' সহকারে আদায় করতে থাকো। এর মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হবার বিবরণ রয়েছে। আর সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীগণের মাসা-ইল ও আহ্কামের মধ্যভাগে নামাযের উল্লেখ করা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, তাদেরকে নামায আদায় করার বেলায় অলস হতে দিওনা এবং নামায নিয়মিতভাবে আদায় করার ফলে অন্তরের পরিশুদ্ধি হয়ে থাকে, যা ব্যতীত পারস্পরিক লেনদেন দুরস্ত হবার কথা কল্পনা করা যায়না।

টীকা-৪৮৬. হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) এবং অধিকাংশ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)-এর মায্হাব এটা যে, এ থেকে আসরের নামায বুঝানো হয়েছে। হাদীসসমূহও এর প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৪৮৭. এ থেকে নামাযের মধ্যে ক্বিয়াম (দাঁড়ানো) ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়।

টীকা-৪৮৮. স্বীয় নিকটাত্মীয়দেরকে।

টীকা-৪৮৯. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে বিধবা স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' ছিলো এক বৎসর এবং পূর্ণ এক বৎসর সে স্বামীর ঘরে থেকে ভরণ-পোষণ পাবার উপযোগী থাকতো। অতঃপর এক বৎসর 'ইদ্দতকাল' - তো (يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا) (অর্থাৎঃ বিধবা স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে; যাতে বিধবা স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' 'চার মাস দশদিন' নির্দ্ধারিত হলো। আর গোটা এক বৎসরের ভরণ-পোষণের হুকুম 'মীরাস'-এর আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে, যায় মধ্যে স্ত্রীর অংশ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নির্দ্ধারিত হলো। কাজেই, এখন আর এ 'ওসীয়ৎ'-এর নির্দেশ বহাল রইলোনা। এর রহস্য এই যে, আরবের লোকেরা আপন 'মূরিস' ★★-এর বিধবা স্ত্রী ঘর থেকে বের হওয়া এবং অন্যের সাথে বিবাহ করা একেবারে পছন্দ করতোনা এবং সেটাকে তারা লজ্জাস্কর মনে করতো। এ কারণে, যদি প্রথম বারেই মাত্র চার মাস দশ দিনের ইদ্দত নির্দ্ধারিত হতো, তবে এটা তাদের উপর খুব কষ্টকর হতো। কাজেই, তাদেরকে ক্রমান্বয়ে সঠিক পথে আনা হয়েছে।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি (৪৮৫) এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি (৪৮৬)। আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহ্‌র সম্মুখে আদব সহকারে (৪৮৭)।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯. অতঃপর যদি আশংকায় থাকো, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, যেমনি সম্ভব হয় ★। অতঃপর যখন নিরাপদে থাকো, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো– যেমন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতেনা।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪০. এবং যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ওসীয়ৎ করে যায় (৪৮৮) গোটা বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণের, ঘর থেকে বের করা ব্যতিরেকে (৪৮৯)। অতঃপর যদি তারা নিজেনিজেই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না সে কাজের উপর যা তারা আপন আপন মামলায় বিধি মতো করেছে। আর আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪১. এবং তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্যও উপযুক্ত ভরণ-পোষণ রয়েছে। এটা ওয়াজিব পরহেয্গারদের উপর।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪২. আল্লাহ্ এভাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আপন আয়াতসমূহ (বিধি-বিধান)-কে, যাতে তোমাদের বুঝে আসে।

রুকূ' - বত্রিশ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۫ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৩. হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি তাদেরকে, যারা আপন ঘরগুলো থেকে বের হয়েছে এবং তারা হাজার হাজার ছিলো, মৃত্যুর ভয়ে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'মরে যাও!' অতঃপর তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ (৪৯০)।

টীকা-৪৯০. বনী ইস্রাঈলে একটা দল ছিলো, যাদের শহরে 'প্লেগ' দেখা দিয়েছিলো। তখন তারা মৃত্যুভয়ে আপন বস্তিসমূহ ছেড়ে পলায়ন করে জঙ্গলে গিয়ে উপনীত হলো। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা সবাই সেখানে মৃত্যুর শিকার হলো। কিছুক্ষণ পর হযরত হিয্ক্বীল (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রার্থনাক্রমে,

★ নামায আদায় করো।

★★ মূরিস (مورث)ঃ মৃতব্যক্তি, যার ত্যাজ্য সম্পত্তি রয়েছে এবং উত্তরাধিকারীগণ যারই ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত করলেন এবং তারা দীর্ঘদিন যাবৎ জীবিত রইলো। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মানুষ মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাতে পারে না। কাজেই, পলায়ন করা নিষ্ফল। যেই মৃত্যু নির্ধারিত তা অবশ্যই পৌঁছবে। বান্দার উচিত যেন সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকে। মুজাহিদদেরও বুঝা উচিত যে, জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকা মৃত্যুকে হটাতে পারে না। কাজেই, অন্তরকে দৃঢ় রাখা চাই।

টীকা-৪৯১. এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করোনা, যেমন বনী ইস্রাঈল পলায়ন করেছিলো। কেননা, মৃত্যু থেকে পলায়ন করা কোন কাজে আসেনা।

টীকা-৪৯২. এবং আল্লাহ্‌র পথে নিষ্ঠার সাথে খরচ করবে। আল্লাহ্‌র পথে খরচ করাকে 'কর্জ' বলা হয়েছে। এটা পূর্ণ অনুগ্রহ ও বদান্যতা। বান্দা তাঁরই সৃষ্ট এবং বান্দার অর্থ-সম্পদ তাঁরই প্রদত্ত। প্রকৃত মালিক তিনি এবং বান্দা তাঁরই দানক্রমে, 'মাজাযী' (রূপক) মালিকানা রাখে। কিন্তু 'কর্জ' (শব্দ) দ্বারা বর্ণনা করার মধ্যে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করানো উদ্দেশ্য যে, যেভাবে কর্জদাতা এ মর্মে নিশ্চিত থাকে যে, তার অর্থ- সম্পদ বিনষ্ট হয়নি, সে অর্থ ফিরিয়ে পাবার যোগ্য, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয়কারীকেও নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ যে, সে তার এ ব্যয়ের বিনিময় নিঃসন্দেহে পাবে এবং খুব বেশী পরিমাণেই পাবে।

টীকা-৪৯৩. যার জন্য চান জীবিকা সংকোচিত করেন, যার জন্য চান প্রশস্ত করেন। সংকোচিত করা ও প্রশস্ত করা তাঁরই হাতে। আর তিনি তাঁরই রাহে ব্যয়কারীকে প্রশস্ততা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

টীকা-৪৯৪. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের পর যখন বনী ইস্রাঈলের অবস্থা শোচনীয় হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে ভুলে বসলো, মূর্তি পূজায় লিপ্ত হলো আর (তাদের) অবাধ্যতা ও অপকর্ম চরমে পৌঁছলো, তখন তাদের উপর জালূত সম্প্রদায় আধিপত্য স্থাপন করে বসলো, যারা 'আমালিক্বাহ্' বলে খ্যাত। কেননা, জালূত আমলীক্ব ইবনে আদের বংশধরদের একজন অতীব অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মিশর ও ফিলিস্তীনের মাঝখানে রোম সাগরের তীরে বসবাস করতো। তারা বনী ইস্রাঈলের শহর ছিনিয়ে নিয়েছিলো, অনেক লোককে গ্রেফতার করেছিলো এবং বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়েছিলো।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৪৪. এবং যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র পথে (৪৯১) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৪৫. এমন কেউ আছো, যে আল্লাহ্‌কে 'উত্তম কর্জ' দেবে (৪৯২)? তবে আল্লাহ্ তার জন্য অনেক গুণ বর্দ্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ সংকোচন ও প্রশস্ত করেন (৪৯৩) আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ

২৪৬. হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি বনী ইস্রাঈলের একটা দলকে, যা মূসার পরে সৃষ্ট হয়েছিলো (৪৯৪)? যখন (তারা) তাদের একজন পয়গাম্বরকে বলেছিলো, 'আমাদের জন্য দাঁড় করান একজন বাদশাহ, যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করি।' নবী বলেছিলেন, 'তোমাদের অনুমান কি এমন যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হবে অতঃপর (তোমরা) তা করবেনা?' বললো, 'আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবোনা? অথচ আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে আমাদের জন্মভূমি থেকে এবং আপন সন্তানদের নিকট থেকে (৪৯৫)।'

তখনকার দিনে বনী ইস্রাঈলে কোন নবী বিদ্যমান ছিলেন না। নবীগণের বংশে স্রেফ একজন মহিলা অবশিষ্ট ছিলেন, যিনি অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। তাঁর এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। তাঁর নাম রাখলেন 'শামভীল'। তিনি বড় হলে তাঁকে তাওরীতের জ্ঞানার্জনের জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যে (অবস্থানরত) একজন বয়োঃবৃদ্ধ আলিমের নিকট সোপর্দ করলেন। তিনি তাঁকে (হযরত শামভীল) পূর্ণ স্নেহ করতেন এবং পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। যখন তিনি (হযরত শামভীল) বয়োঃপ্রাপ্ত হলেন, তখন একরাতে তিনি সেই আলিমের নিকট ঘুমাচ্ছিলেন। হযরত জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম সেই আলিমের কণ্ঠস্বরে 'হে শামভীল' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি আলিমের নিকট গেলেন এবং বললেন, "আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?" আলিম, অস্বীকার করলে তিনি ভয় পাবেন- এ মনে করে, বললেন, "বৎস তুমি ঘুমিয়ে পড়ো!" অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম অনুরূপভাবে আহবান করলেন। হযরত শামভীল আলায়হিস সালাম আলিমের নিকট গেলেন। আলিম বললেন, "হে বৎস এখন যদি আমি তোমাকে আবার ডাকি, তবে তুমি জবাব দিওনা।" তৃতীয় বার হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তিনি সুসংবাদ দিলেন, "আল্লাহ আপনাকে নবূয়তের পদ মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে যান এবং আপন প্রতিপালকের বিধি-বিধান পৌঁছিয়ে দিন।"

তিনি যখন সম্প্রদায়ের নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলো আর বললো, "আপনি এতো তাড়াতাড়ি নবী হয়ে গেলেন? আচ্ছা! আপনি যদি নবী হোন তবে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ স্থির করুন।" (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৯৫. অর্থাৎ জালূতের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করেছে। আমাদের বংশধরদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করেছে, ৪৪০ জন শাহী খান্দানের বংশধরকে গ্রেফতার করেছে। যখন অবস্থা এতদূরে পৌঁছেছে, তখন আমাদেরকে জিহাদ থেকে কোন্ বস্তুটাই

বিরত রাখতে পারে?" তখন আল্লাহ্‌র নবীর দো'আর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দরখাস্ত কবূল করলেন এবং তাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করলেন। আর জিহাদ ফরয করলেন। (খাযিন)

টীকা-৪৯৬. যাদের সংখ্যা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সমান (৩১৩) জন ছিলো।

টীকা-৪৯৭. তালূত হলেন বিন্‌য়া-মীন ইবনে হযরত য়া'ক্বূব আলায়হিস্ সালামের বংশধর। তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন বিধায় তাঁর নাম তালূত ছিলো। হযরত শাম্‌ভীল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা 'লাঠি' (আসা) পেয়েছিলেন। আর বলা হয়েছিলো, "যে ব্যক্তি তোমাদের সম্প্রদায়ের বাদশাহ্ হবে তার কায়া এ 'আসা' (লাঠি)-এর সমান দীর্ঘ হবে।" তিনি ঐ 'আসা' দ্বারা তালূতের কায়া পরিমাপ করে বললেন, "আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ্ নিয়োগ করছি।" আর বনী ইস্রাঈলের উদ্দেশ্যে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকে তোমাদের বাদশাহ্ করে প্রেরণ করেছেন।" (খাযিন ও জুমাল)

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

অতঃপর যখন তাদের উপর 'জিহাদ' ফরয করা হলো (তখন তারা) মুখ ফিরিয়ে নিলো, কিন্তু তাদের মধ্যেকার অল্প সংখ্যক লোক (৪৯৬) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭. এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ নিয়োজিত করে প্রেরণ করেছেন (৪৯৭)।' (তারা) বললো, 'আমাদের উপর তার বাদশাহী কিভাবে হবে (৪৯৮) এবং আমরা তার অপেক্ষা সালতানাতের জন্য অধিক উপযোগী এবং তাকে আর্থিক প্রাচুর্যও প্রদান করা হয়নি (৪৯৯)।' তিনি (নবী) বললেন, 'তাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন (৫০০) এবং তাঁকে জ্ঞান ও শরীরের দিক দিয়ে অধিক প্রাচুর্য প্রদান করেছেন (৫০১); এবং আল্লাহ্ আপন রাজ্য যাকে চান, প্রদান করেন (৫০২); এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাতা (৫০৩)।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ ع

২৪৮. এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, 'তার বাদশাহীর নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে (৫০৪), যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি রয়েছে এবং কিছু অবশিষ্ট বস্তু, সম্মানিত মূসা ও সম্মানিত হারূনের পরিত্যক্ত; সেটাকে ফিরিশ্‌তাগণ বহন করে আনবে।' নিঃসন্দেহে, এর মধ্যে মহান নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্য যদি ঈমান রাখো।

টীকা-৪৯৮. বনী ইস্রাঈলের সরদারগণ তাদের নবী হযরত শাম্‌ভীল আলায়হিস্ সালামকে বললো, 'নবূয়ত তো লাওয়া ইবনে য়া'ক্বূব আলায়হিস্ সালামের বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে। আর বাদশাহী ইয়াহুদ ইবনে য়া'ক্বূব (আলায়হিস সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে। তালূত এ দু'বংশীয় ধরার কোনটা থেকে নন। কাজেই, বাদশাহ্ কীভাবে হতে পারেন?"

টীকা-৪৯৯. তিনি তো গরীব মানুষ। বাদশাহ্‌কে অর্থশালী হওয়া চাই।

টীকা-৫০০. 'বাদশাহী' (সালতানাত) 'মীরাস' সূত্রে পাওয়ার বস্তু নয় যে, কোন বংশ ও খান্দানের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে। এটা নিছক আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এতে শিয়া সম্প্রদায়ের দাবীর খণ্ডন রয়েছে; যাদের আক্বীদা (বিশ্বাস) হচ্ছে 'ইমামত' মীরাস (উত্তরাধিকার) সূত্রে পাওয়ার বস্তু।

টীকা-৫০১. বংশ ও ধনৈশ্বর্যের উপর সাল্‌তানাত বা বাদশাহীর যোগ্যতা নির্ভরশীল নয়। জ্ঞান ও শক্তিই বাদশাহীর জন্য বড় সাহায্যকারী এবং তালূত সে যুগে সমস্ত বনী ইস্রাঈল অপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখতেন এবং সবচেয়ে অধিক স্বাস্থ্যবান ও শক্তির অধিকারী ছিলেন।

টীকা-৫০২. এর মধ্যে 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার সূত্রের কোন দখল নেই।

টীকা-৫০৩. যাকে চান ধনী করেন এবং প্রচুর সম্পদ দান করেন। এরপর বনী ইস্রাঈল হযরত শাম্‌ভীল আলায়হিস্ সালামের নিকট আরয করলো, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে (তালূত) বাদশাহীর জন্য নির্বাচিত করেন, তাহলে তার নিদর্শন কি?" (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৫০৪. এ 'তাবূত' শামশাদ কাঠের তৈরী একটা স্বর্ণ-খচিত সিন্দুক ছিলো, যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং প্রস্থ দু'হাত ছিলো। সেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের উপর নাযিল করেছিলেন। এর মধ্যে সমস্ত নবী (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর ফটো রক্ষিত ছিলো। তাঁদের বাসস্থান ও বাসগৃহের ফটোও ছিলো এবং শেষ ভাগে হুযূর সৈয়দে আম্বিয়া (নবীকুল সরদার) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এবং হুযূর করীম (দঃ)-এর পবিত্রতম বাস গৃহের ফটো একটা লাল ইয়াকূতের মধ্যে ছিলো, যাতে হুযূর নামাযে রত অবস্থার দণ্ডায়মান আর তাঁর (দঃ) চতুষ্পার্শ্বে তাঁর সাহাবা-ই-কেরাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সেসব ফটো দেখেছেন। সিন্দুকখানা বংশ পরম্পরায় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছলো। তিনি এর মধ্যে তাওরীতও রাখতেন এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ সামগ্রীও।

সুতরাং এ তাবূতের মধ্যে তাওরীতের ফলকসমূহের টুকরাও ছিলো। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের 'আসা' (লাঠি), তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর পবিত্র স্যান্ডেল যুগল এবং হযরত হারূন (আলায়হিস সালাম)-এর পাগড়ি ও তাঁর লাঠি এবং সামান্য পরিমাণ 'মান্না' যা বনী ইস্রাঈলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো।

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যুদ্ধের সময় এ সিন্দুককে সামনে রাখতেন। এর দ্বারা বনী ইস্রাঈলের অন্তরসমূহে প্রশান্তি বিরাজমান থাকতো। তাঁর পরবর্তী সময়ে এ তাবূত বনী ইস্রাঈলের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিলো। যখন তাদের সামনে কোন জটিল বিষয় উপস্থিত হতো, তখন তারা এ 'তাবূত'কে সামনে রেখে প্রার্থনা করতো আর সাফল্যমণ্ডিত হতো। শত্রুদের মুকাবিলায় এরই বরকতে বিজয়লাভ করতো।

বনী ইস্রাঈলের অবস্থা যখন খারাপ হয়ে গেলো এবং তাদের অপকর্ম অতিমাত্রায় বেড়ে গেলো আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর 'আমালিক্বাহ্' সম্প্রদায়কে বিজয়ী করলেন, তখন তারা সেই তাবূত তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং সেটাকে নাপাক ও আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখলো ও সেটার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলো। এসব বেয়াদবীর কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ ও নানা ধরনের মুসীবতে আক্রান্ত হতে লাগলো। তাদের পাঁচটা বস্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। তখন তাদের নিশ্চিত ধারনা হলো যে, তাবূতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করাই তাদের ধ্বংসের কারণ।

অতঃপর তারা 'তাবূতখানা' একটা গরু-গাড়ীর উপর রেখে গরুগুলো ছেড়ে দিলো। এ দিকে ফিরিশতাগণ সেটাকে বনী ইস্রাঈলের সামনে তালূতের নিকট নিয়ে আসলেন। বস্তুতঃ এ তাবূত আসা বনী ইস্রাঈলের জন্য তালূতের বাদশাহীর নিদর্শন সাব্যস্ত হয়েছিলো। বনী ইস্রাঈল এটা দেখে তাঁর বাদশাহী মেনে নিয়েছিলো এবং বিনা দ্বিধায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। কেননা, তাবূত পেয়ে তাদের মনে বিজয়ের ধারণা দৃঢ় হলো। তালূত বনী ইস্রাঈল থেকে সত্তর হাজার যুবক বেছে নিলেন, যাদের মধ্যে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামও ছিলেন। (জালালাঈন, জুমাল, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১) এ থেকে জানা গেলো যে, বুযর্গদের তাবাররুকসমূহের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। সেগুলোর বরকতে দো'আ কবূল হয় এবং চাহিদা পূরণ হয়। আর তাবাররুকসমূহের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা পথভ্রষ্টদেরই পথ এবং ধ্বংসের কারণ, ২) তাবূতের মধ্যে নবীগণের যেসব ফটো ছিলো সেগুলো কোন মানুষের গড়া ছিলোনা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিলো।

টীকা-৫০৫. অর্থাৎ 'বায়তুল মাক্বদিস' (মুক্বাদ্দাস) থেকে শত্রুর প্রতি রওনা দিলেন। সে সময়টা ভীষণ গরমের ছিলো। সৈন্যরা তালূতের নিকট অভিযোগ করলো এবং পানির প্রার্থী হলো।

রুকূ' - তেত্রিশ

২৪৯. অতঃপর যখন তালূত সৈন্যদের নিয়ে শহর থেকে পৃথক হলেন (৫০৫), (তখন) বললো, 'নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটা নদী দ্বারা পরীক্ষাকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি সেটার পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে পান করবে না সে আমার; কিন্তু সেই ব্যক্তি, যে এক অঞ্জলী পরিমাণ আপন হাতে নিয়ে নেবে (৫০৬)।' অতঃপর সবাই সেটা পান করলো, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (৫০৭)। অতঃপর যখন তালূত এবং তার সঙ্গেকার মুসলমান নদী পার হয়ে গেলো, তখন (তারা) বললো, 'আমাদের মধ্যে আজ শক্তি নেই জালূত এবং তার সৈন্যদের (বিরুদ্ধে লড়ার)।' ঐসব লোক বললো, যাদের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, 'বহুবার ছোট দল বিজয়ী হয়েছে বৃহৎ দলের উপর, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে' এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (৫০৮)।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

টীকা-৫০৬. এ পরীক্ষাটা নির্ধারিত হয়েছিলো যে, ভীষণ তৃষ্ণার সময় যে ব্যক্তি নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের উপর অটল থাকে সে ভবিষ্যতেও অটল থাকবে এবং সমূহ বিপদের মুকাবিলা করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি তখন আপন প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হবে এবং নির্দেশ অমান্য করবে সে ভবিষ্যতের কষ্টসমূহকে কিভাবে সহ্য করবে?

টীকা-৫০৭. যাঁদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩। তাঁরা ধৈর্য ধারণ করলেন এবং এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি তাঁদের ও তাঁদের পশুগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো। এবং তাঁদের অন্তরেও ঈমানের শক্তি সঞ্চারিত হলো আর নদীটা নিরাপদে পার হয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে, যারা অতিমাত্রায় পানি পান করেছিলো, তাদের ওষ্ঠ কালো হয়ে গিয়েছিলো, তৃষ্ণা আরো বেড়ে গেলো এবং সাহস হারিয়ে ফেললো।

টীকা-৫০৮. তাঁদের সাহায্য করেন এবং তাঁরই সাহায্য কাজে আসে।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾

২৫০. অতঃপর (তারা) যখন সম্মুখীন হলো জালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর, তখন প্রার্থনা করলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও এবং আমাদের পাগুলো অবিচলিত রাখো, কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।'

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۟ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾

২৫১. অতঃপর তারা তাদেরকে বিতাড়িত করলো আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং হত্যা করলো দাঊদ জালূতকে (৫০৯) এবং আল্লাহ্ তাকে বাদশাহী ও হিকমত (৫১০) দান করলেন এবং তাকে যা চেয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন (৫১১)। আর যদি আল্লাহ্ মানুষের মধ্য থেকে একজনকে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করেন (৫১২), তবে অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ সমগ্র জাহানের উপর অনুগ্রহশীল।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

২৫২. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র আয়াত, যেগুলো হে মাহবূব, আমি আপনার উপর ঠিক ঠিক পড়ছি এবং আপনি নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। ★

মানযিল - ১

টীকা-৫০৯. হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের পিতা 'ঈশা' তালূতের সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সমস্ত সন্তানও। হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম) তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, রোগা ও ফ্যাকাশে। ছাগল চরাতেন। যখন জালূত বনী ইস্রাঈলকে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করলো, তখন তারা (বনী ইস্রাঈল) তার শারীরিক অবস্থা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। কেননা- সে ছিলো বড় অত্যাচারী, শক্তিমান, অদম্য শক্তিসম্পন্ন, প্রকাণ্ডদেহী ও দীর্ঘকায়। তালূত আপন সৈন্যবাহিনীতে ঘোষণা করলেন, "যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করবে আমি আমার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেবো এবং রাজ্যের অর্ধেক তাকে প্রদান করবো।" কিন্তু কেউ এর জবাব দিলোনা। তখন তালূত আপন নবী হযরত শামভীল (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট আরয করলেন, "আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করুন।" তিনি দো'আ করলেন। তখন সুসংবাদ দেয়া হলো- "হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম) জালূতকে হত্যা করবেন।"

তালূত তাঁর (হযরত দাঊদ) নিকট আরয করলেন, "আপনি যদি জালূতকে হত্যা করেন, তবে আমি আমার কন্যাকে আপনার সাথে বিবাহ দেবো এবং রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করবো।" তিনি (তা) গ্রহণ করলেন এবং জালূতের প্রতি রওনা দিলেন। যুদ্ধের সারিগুলো প্রস্তুত হলো। আর হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম) আপন বরকতময় হাতে 'ফলাখন' (অস্ত্র বিশেষ) নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। জালূতের অন্তরে তাঁকে দেখে ভীতির সঞ্চার হলো, কিন্তু সে কথাবার্তা বললো অতি গর্ব সহকারে এবং তাঁকে আপন শক্তির কথা বলে আতংকিত করতে চেষ্টা করলো। তিনি ফলাখনের মধ্যে পাথর রেখে ছুঁড়ে মারলেন। সেটা তার কপাল ছেদ করে পেছনের দিকে বের হয়ে গেলো। আর জালূত মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হযরত দাঊদ (আলায়হিস সালাম) তার মৃতদেহ এনে তালূতের সামনে নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত বনী ইস্রাঈল খুশী হলো। তালূতও তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করলেন এবং নিজ কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পর তালূত ইনতিকাল করলেন, সমগ্র রাজ্যের উপর হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হলো। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৫১০. 'হিকমত' দ্বারা 'নবূয়ত' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫১১. যেমন বর্ম তৈরী করা এবং জীব-জন্তুর ভাষা বুঝা।

টীকা-৫১২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় অন্যান্যদের বালা-মুসীবতও দূরীভূত করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তা'আলা একজন নেক্কার মুসলমানের বরকতে, তাঁর প্রতিবেশী একশ' পরিবারের বালা-মুসীবত দূরীভূত করেন।" সুবহানাল্লাহ্! (আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা!) নেক্কার ব্যক্তিবর্গের নৈকট্যও উপকারে আসে। (খাযিন)। ★

★ দ্বিতীয় পারা সমাপ্ত।